চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 144 Wednesday, 24 April, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৪৪ সংখ্যা ✱ ১১ বৈশাখ, ১৪৩১, বুধবার, ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

এবার জয়নগর লোকসভার অধীন ক্যানিং এবং জীবনতলা থেকে বারুইপুর পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার তিনটি বন্দুক ও তাজা কার্তুজ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

দার্জিলিংয়ে বিজেপি অবশ্যই জিতবে, এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। তিনি মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ে নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশে আসেন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছেন রাজ্যের যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষকর্মীরা। ...বিস্তারিত পাতা ৭

১৩বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন তিনি। ২০০৬-এ দোহা এশিয়ান গেমসে পেয়েছিলেন প্রথম পদক। সেই সৌরভ ঘোষাল অবসর নিলেন পেশাদার সার্কিট থেকে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বিজেপির ষড়যন্ত্র মমতা রায় হাইকোর্টের শাহ

'আমার উপর রাগ তো বোমা ফাটিয়ে মেরে দে, অভিষেককে তো খুন করতে গেছিলি'

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৩ এপ্রিলঃ গত শনিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, সোমবার বিস্ফোরণ হবে। তাতে বেসামাল হয়ে যাবে তৃণমূল। শুভেন্দু স্পষ্ট করে বলেননি তিনি বোমা বিস্ফোরণ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। তবে অনেকেই ধরে নেন যে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায়ের দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সেই প্রসঙ্গ টেনে পাল্টা বীরভূমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপির একটা কথায় ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি গেছে। তাদের বলছে কিনা ৮ বছরের মাইনে সুদ সহ ফেরত দাও। মমতার কথায়, ''ভোট চলাকালীন বিজেপির এক গদ্দার বলল বোমা পাঠাব, আরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এত রাগ তো বোমা ফাটিয়ে মেরে দে, অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি, ধরে ফেলেছিলাম আমরা।'' এখানেই না থেমে মমতা বলেন, ''তার বাড়ি পর্যন্ত রেইকি করেছে, ফেসটাইমে ফোন করেছিল, আপকা সাথ বাত করনা চাতি হু। দেখা করলেই গুলি করে দিত।'' প্রসঙ্গত, সোমবার সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের তদন্তকারী অফিসারদের দাবি, ওই ব্যক্তি অভিষেকের বাসভবন রেইকি করেছিল। অভিষেকের উপর হামলার ছক ছিল তার। এ ব্যাপারে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ আবার বলেন, ''একুশের ভোটে পায়ের সমস্যা ছিল। তার পর মাথায় চোট। এখন বলছে, মেরে ফেলতে চাইছে। আরে শাহজাহানের মতো সন্ত্রাসবাদীরা তো তৃণমূলের সঙ্গেই রয়েছে। ওদের আবার মারবে কে?'' এদিন বীরভূমের সভায় মমতা আরও বলেন, ''এরা চায় যারা ওদের

বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের মেরে দাও। সত্যি যদি তোমাদের মনে হত তোমরা জিতবে তাহলে এত ভয় দেখানোর কী ছিল?'' মমতার দাবি, পরিকল্পনা করে অনুব্রত ও তাঁর মেয়েকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, ''কেষ্ট আজ এলাকায় নেই। ওকে আর ওর মেয়েকে পরিকল্পনা করে গ্রেফতার করা হয়েছে।'' এর পর মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন কবে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে। মমতা বলেন, ''আমি আপনাদের বলছি, দেখে নেবেন ভোট মিটলেই ওদের ছেড়ে দেওয়া হবে।'' অনুব্রত যাতে ভোট কাজ না করতে পারে সেই জন্য তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে। তবে অনুব্রত না থাকায় কোনও সমস্যা হবে না বলে তিনি জানান। মমতা বলেন, ''প্রতিবার ভোটের দিন কেষ্টকে ঘরবন্দি করত। তাতে কি ভোট আটকাতো। বীরভূমের মানুষ ভোট দিতেন।'' বক্তব্যে তিনি উদয়ন গুহ প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ''এবারেও উদয়ন গুহকে বলেছিল অঞ্চলের বাইরে বেরোতে দেব না। এবার কী হবে, ওই খুনে মন্ত্রী জিতবে তো?'' প্রসঙ্গত, গ্রেফতার পর থেকে একাধিকবার বিভিন্ন সময় অনুব্রকে স্মরণ করেছেন মমতা। জেলা নেতৃত্বেকে মনে করিয়ে দিয়েছেন অনুব্রত কাজের ধারাকে বজায় রেখেই এলাকায় দল চালাতে হবে। অনব্রতকে জেলা সভাপতির পদ থেকে সরালেও ওই জায়গায় আর কাউকে বসাননি। কোর কমিটি তৈরি করে এলাকায় দল চালাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে ইডি হানা প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, ''এই তো চাঁদুর (চন্দ্রনাথ সিনহা) বাড়িতে সেদিন চলে গেল। ও আমায় বলবে না। আমি জানি, গিয়ে বলেছে তৃণমূলটা করবে না বসে যাও। কোনদিন কাজল শেখের বাড়িতে গিয়ে বলবে। কবে রাণাকে গিয়ে বলবে তৃণমূলটা করবে না, বসে যাও। এ সব খেলা চলছে। ভয় দেখানোর খেলা চলছে।''

'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এখন 'মা-মাটি-মানুষ' ধ্বংস করছেন!'

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৩ এপ্রিলঃ মাত্র তিন শব্দে নিজের দলের মূলমন্ত্র বেঁধে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১ সালের আগে থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস 'মা-মাটি-মানুষ' স্লোগান দিয়ে আসছে। ২০২৪ সালে দাঁড়িয়েও ঘাসফুল শিবিরের মন্ত্র এটাই। কিন্তু মঙ্গলবার রায়গঞ্জের সভা থেকে অমিত শাহ দাবি করলেন, 'মা-মাটি-মানুষ'কে ধ্বংস করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলায় অনুপ্রবেশকারী সমস্যা নিয়ে এদিন আরও একবার সরব হয়েছেন অমিত শাহ। পাশাপাশি সিএএ থেকে শুরু করে দুর্নীতি ইস্যু নিয়েও তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন তিনি। এই প্রসঙ্গেই 'মা-মাটি-মানুষ' স্লোগানের কথা সকলকে মনে করান শাহ। বলেন, ''এই স্লোগান দিয়েই তৃণমূল বাংলায় ক্ষমতায় এসেছিল। 'মা-মাটি-মানুষ'কে রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি নিজেই এখন তা ধ্বংস করছেন।'' শাহ বলেন, ''সন্দেশখালিতে মা-কে অপমান করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মাটিকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কাছে সমপর্ণ করে দিয়েছেন। আর হিংসা এবং দুর্নীতি করে মানুষের সর্বনাশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'' সন্দেশখালির প্রসঙ্গে অমিত শাহ স্পষ্টভাবে দাবি করেন, শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের জন্য মহিলাদের অত্যাচারিত হতে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট পাওয়ার জন্যই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে চাননি তিনি। অত্যাচার এবং হিংসা আটকাতে নরেন্দ্র মোদিকেই ভোট দিতে হবে, এমন দাবিই করেছেন অমিত শাহ। রায়গঞ্জের মানুষকে তাঁর

বার্তা, বাংলা থেকে ৩০-৩৫ আসন পাবে বিজেপি, তার মধ্যে যেন রায়গঞ্জও থাকে। অমিত শাহ এও বলেছেন, ১০ বছর ধরে গরিবদের জন্য কাজ করেছেন নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি তৃতীয়বার ক্ষমতায় এলে উত্তরবঙ্গে এইমস হবে বলেও আশ্বাস দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আজ, মঙ্গলবার মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে রোড-শো এবং তার পর রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে সমাবেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এখন লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় দফার ভোট রয়েছে আগামী ২৬ এপ্রিল। তাতে দার্জিলিং, মালদা, রায়গঞ্জ-সহ নানা আসনে ভোট আছে। তাই বাংলায় আগমন শাহের। বাংলায় এসে এবার চাকরি বাতিল নিয়ে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে ২৫,৭৫৩ চাকরি বাতিল হয়ে যায়। আর মঙ্গলবার এসএসসি দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুললেন শাহ। এই রায় কলকাতা হাইকোর্ট দিয়েছে। এতে বিজেপির ষড়যন্ত্র কোথায়? বলে প্রশ্ন তোলেন অমিত শাহ। এদিকে আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দিতেই শাহের এই মন্তব্য বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ প্রত্যেকটি সভা-সমাবেশে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলতে শুরু করেছেন, বিজেপির কথায় এই রায় হয়েছে। বিজেপি পার্টি অফিস থেকে যেমন ড্রাফটিং করে দেওয়া হচ্ছে তেমন রায় দেওয়া হচ্ছে। জবাবে অমিত শাহ বলেন, ''চাকরি বাতিল নিয়ে যা নির্দেশ সেটা তো কলকাতা হাইকোর্টের। এই রায়ের পিছনে বিজেপির ষড়যন্ত্র কোথায়? কেন এমন করেছে আদালত? কারণ ১০ লাখ, ১৫ লাখ টাকা করে চাকরির জন্য ঘুষ নিত। মা-বোনেরা, আপনাদের কাছে, আপনাদের ভাই-ছেলেদের চাকরি চাকরি জোটানোর জন্য ১৫ লাখ টাকা আছে? নেই তো? তা হলে ওঁরা চাকরি পাবেন কী করে?''

২৬০০০ চাকরি বাতিল হওয়ার পরই সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে এসএসসি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ এপ্রিলঃ যোগ্য বা অযোগ্য বলে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া হয়নি। স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এবার সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে এসএসসি। আগামিকাল, বুধবারই তারা শীর্ষ আদালতে যাচ্ছে বলে সূত্রের খবর। 'যোগ্য' চাকরি প্রাপকদের হয়ে সওয়াল করবে এসএসসি। শুধুমাত্র কমিশন নয়, রাজ্য সরকার, চাকরিহারা প্রার্থীরাও শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে সূত্রের খবর। স্কুল সার্ভিস কমিশনের দাবি, গত বছরের ২০ ডিসেম্বর ও চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি হলমনামা দিয়ে আদালতকে যোগ্য-অযোগ্যের সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সেই হলফনামা নিয়েই সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে এসএসসি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শাব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে।

'শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করছি', এবার কড়া ভাষায় মুখ্যসচিবকে 'ওয়ার্নিং' দিলেন বিচারপতি বাগচি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ এপ্রিলঃ মামলা চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। মুখ্যসচিবের অনুমতি না পেলে এগোচ্ছে না তদন্ত। তাই নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় মুখ্যসচিবকে হলফনামা দিতে বলেছিল আদালত। শেষ পর্যন্ত হলফনামা পেলেও, তাতে সন্তুষ্ট নয় হাইকোর্ট। এবার কড়া ভাষায় মুখ্যসচিবকে কার্যত সতর্ক করলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। বললেন, শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি। এরপর আদালত অবমাননার রুল জারি করতে বাধ্য হব। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চে চলছে মামলার শুনানি। নিয়োগ দুর্নীতিতে নেতা-মন্ত্রী ছাড়াও একাধিক সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। মুখ্যসচিবের অনুমতি ছাড়া তাঁদের ক্ষেত্রে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা যাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতে দেরী হওয়ায় প্রথমে মুখ্যসচিবকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। তাতেও তিনি উপস্থিত না হওয়ায়, পরে তাঁকে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়। পরে রাজ্যের আবেদনে বিচারপতি সেই নির্দেশ ফিরিয়ে নেন। এবার মুখ্যসচিবের হলফনামায় অসন্তোষ প্রকাশ করল আদালত। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এদিন বলেন, ''মুখ্যসচিব এই অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। দ্রুত ট্রায়ালের জন্য এই অনুমতি জরুরি। নিজের দায়িত্ব পালন করতেও ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। এবার কি ধরে নেব, যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন, তাঁরা এতটাই প্রভাবশালী যে মুখ্যসচিবও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না?'' আগামী ২ মের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ এদিন প্রশ্ন তুলেছে, নির্বাচন কমিশনের কি কোনও কিছু করার আছে এখানে? মডেল কোড অব কন্ডাক্ট এই ক্ষেত্রে কীভাবে লাগু হচ্ছে? এ কথা শুনে এজি কিশোর দত্ত বলেন, ''আরও কিছুটা সময় নেব। রিসার্চ করে দেখব। শেষবারের মতো সময় দেওয়া হোক।'' এরপর বিচারপতি বলেন, ''শেষ বারের মতো জিজ্ঞেস করলাম, এরপর অবমাননার রুল জারি করতে বাধ্য হব।''

'বহরমপুরের ভোট পিছিয়ে দিতে বলব', কড়া পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ এপ্রিলঃ আগামী ১৩ মে, লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। আর তার আগেই কড়া পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের। মঙ্গলবার রামনবমীর মিছিল সংক্রান্ত মামলায় বহরমপুরের ভোট পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর বক্তব্য, একটা অনুষ্ঠান যদি শান্তিপূর্ণভাবে করা না যায়, তাহলে সেখানে ভোটের কোনও প্রয়োজন নেই। গত সপ্তাহে বুধবার রামনবমী পালিত হয় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। এরপরই মুর্শিদাবাদ থেকে আসে অশান্তির খবর। হাইকোর্ট অনুমতি দেওয়ার পরই রামনবমীর দিন মিছিলের আয়োজন করা হয় একাধিক জায়গায়। সেই অভিযোগ নিয়ে মামলা গড়িয়েছে হাইকোর্ট পর্যন্ত। এনআইএ তদন্তের দাবিতে মামলা হয়। বুধবার মামলার শুনানিতে সেই অভিযোগ নিয়ে সওয়াল-জবাব চলে। রাজ্য সরকার জানায়, রামনবমীতে ছোটখাটো কয়েকটি অশান্তি ছাড়া আর তেমন কিছু হয়নি। এ কথা শুনেই বিরক্ত হন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, ''আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলব যে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন যেন পিছিয়ে দেওয়া হয়। যেখানে মানুষ ৮ ঘণ্টা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের উৎসব পালন করতে পারেন না, সেখানে এই মুহূর্তে ভোটের কোনও প্রয়োজন নেই।'' এরপর রাজ্যকে হলফনামা আকারে ঘটনার দিনের রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী ২৬ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। প্রধান বিচারপতির উল্লেখ করেছেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থাগুলি চাইলে হলফনামা দাখিল করতে পারে। তবে এই অশান্তির প্ররোচনা কে দিল? সেই প্রশ্ন এদিন তুলেছে হাইকোর্ট। পরপর দু'বছর রামনবমী ঘিরে অশান্তির খবর সামনে এসেছে। এতেই বিরক্ত প্রধান বিচারপতি। হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''প্রত্যেকের অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার আছে। সর্বত্র সন্ত্রাসের প্ররোচণা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সেই কারণে হাইকোর্ট এই পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন নিশ্চয় এই পর্যবেক্ষণ গুরুত্ব দিয়ে দেখবে।''

ভোটের দ্বিতীয় দফাতেও জেলেই থাকবেন কেজরি

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিলঃ আবগারি মামলায় গত মাসে গ্রেফতার হন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তেলেঙ্গনার নেত্রী কে কবিতাকে। মঙ্গলবার দুজনেরই জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল আরও ১৪ দিন। দুই নেতা-নেত্রীই রয়েছেন দিল্লির তিহাড় জেলে। অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় জেলেই থাকতে হবে দুই নেতা-নেত্রীকে। আগামী ৭ মে তাঁদের ফের আদালতে পেশ করা হবে। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টে কেজরিওয়ালের আবেদনের মামলার শুনানি চলছে। গত ২১ মার্চ তাঁকে গ্রেফতার করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সেই গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেজরিওয়াল। গত ১৫ এপ্রিল শুনানি হয়েছে শীর্ষ আদালতে। তবে

তাতে কোনও স্বস্তি পাননি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ২৯ এপ্রিল সেই মামলার শুনানি রয়েছে। দিল্লি হাইকোর্ট আগেই কেজরিওয়ালের আবেদন খারিজ করেছে। ইডি-র বক্তব্যই গ্রাহ্য হয়েছে সেখানে। যদিও সব অভিযোগ খারিজ করেছে আম আদমি পার্টি ও কেজরিওয়াল। তাঁদের দাবি, পুরোটাই বিজেপির ষড়যন্ত্র। উল্লেখ্য, অরবিন্দ কেজরিওয়াল টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। সম্প্রতি তাঁর সুগার বেড়ে ৩২০ হয়ে যায়। এরপরই তাঁকে ইনসুলিন দেওয়া হয় জেলে। তবে, ভিডিয়ো কনফারেন্সে প্রতিদিন ১৫ মিনিট চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলার আর্জি জানিয়ে রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে গিয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে আবেদনে সাড়া মেলেনি।

আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে 'আশাপ্রদ' ফল করবে তৃণমূল, বললেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিলঃ সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল করার রায় দিয়েছিল। তার অব্যবহিত পরেই রায়গঞ্জের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই রায়কে 'বেআইনি' বলে সরব হয়েছিলেন। কিন্তু ওই রায়দানের পরে ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও পরে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির জনসভা থেকে আদালতের রায় নিয়ে কোনও মন্তব্যই করলেন না তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার অভিষেক যখন দার্জিলিং লোকসভার প্রচারে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন প্রায় কাছাকাছি সময়েই বীরভূম লোকসভার তারাপীঠে ভাষণ দিচ্ছিলেন মমতা। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, ''বিজেপির একটা কথায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি গিয়েছে! তাদের বলছে কিনা ৮ বছরের মাইনে সুদ-সহ ফেরত দাও!'' কিন্তু অভিষেক সেই প্রসঙ্গে ঢোকেনইনি। বরং কেন্দ্রের বঞ্চনা এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নের তুলনামূলক আলোচনাতেই নিজের বক্তৃতাকে সীমাবদ্ধ রাখেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী। কেন অভিষেক ওই বিষয়ে কোনও কথা বললেন না, তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা শুরু হয়েছে। অভিষেক তাঁর বক্তৃতায় এক বার বলেছেন, ''অনেক ভাবেই তো চেষ্টা হচ্ছে। তাতেও তৃণমূলকে হারাতে পারছে না।'' সেই 'চেষ্টা' কী, সে ব্যাপারে বিশদে কিছু বলেননি তৃণমূলের সর্বভারতীয়

সাধারণ সম্পাদক। অনেকের মতে, হতে পারে এটাই মমতা-অভিষেকের 'পারস্পরিক বোঝাপড়া'। কারণ, হাই কোর্ট রায় দিয়েছে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ নিয়ে। মমতা মুখ্যমন্ত্রী। তাই তিনিই জবাব দিচ্ছেন। চাকরিপ্রার্থীদের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন। মমতা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে। পক্ষান্তরে, অভিষেক সংগঠন এবং দল দেখেন। সরকারে তাঁর কোনও প্রকাশ্য ভূমিকা নেই। ফলে তিনি ওই সরকারি বিষয় থেকে দূরে থেকেছেন। অভিষেক তাই কেন্দ্রের 'ঢক্কানিনাদ' এবং রাজ্যের 'উন্নয়ন বাস্তবায়ন'-এর প্রেক্ষাপটেই বক্তৃতা করেছেন। আগামী শুক্রবার, ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোটে দার্জিলিঙে ভোটগ্রহণ। গত ১৫ বছর ধরে ওই আসনটি বিজেপির দখলে রয়েছে। মঙ্গলবারের সভা থেকে অভিষেক বলেন, ''দার্জিলিঙে সব দলকে আপনারা সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু কেউ কিছু করেনি। এক বার তৃণমূলকে জেতান! আপনাদের কাছে পাঁচ বছর নেব না। দু'বছরের মধ্যে যদি কাজ না করতে পারি তা হলে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে আপনারা যা বদলা নেওয়ার নিয়ে নেবেন।'' নকশালবাড়ির সভা থেকে অভিষেক দাবি করেছেন, প্রথম দফায় রাজ্যের যে তিনটি আসনে ভোট হয়েছে, সেই আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে 'আশাপ্রদ' ফল করবে তৃণমূল। অভিষেকের কথায়, ''আমি হাওয়ায় কথা বলি না। আমি আপনাদের বলছি, প্রথম দফায় যে তিনটি আসনে ভোট হয়েছে, সেখানকার মানুষ বাংলা বিরোধীদের ঘরে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে এসেছে। আগামী দিনে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দায়িত্ব আপনাদের।'' তাঁর কথায়, ''প্রথম দফায় ওদের মাথা ভেঙেছি। দ্বিতীয় দফায় কাঁধ ভাঙব। তৃতীয় দফায় কোমর, চতুর্থ দফায় হাত ভাঙব, পঞ্চম দফায় পা আর একেবারে শেষে বলো হরি, হরি বোল।''

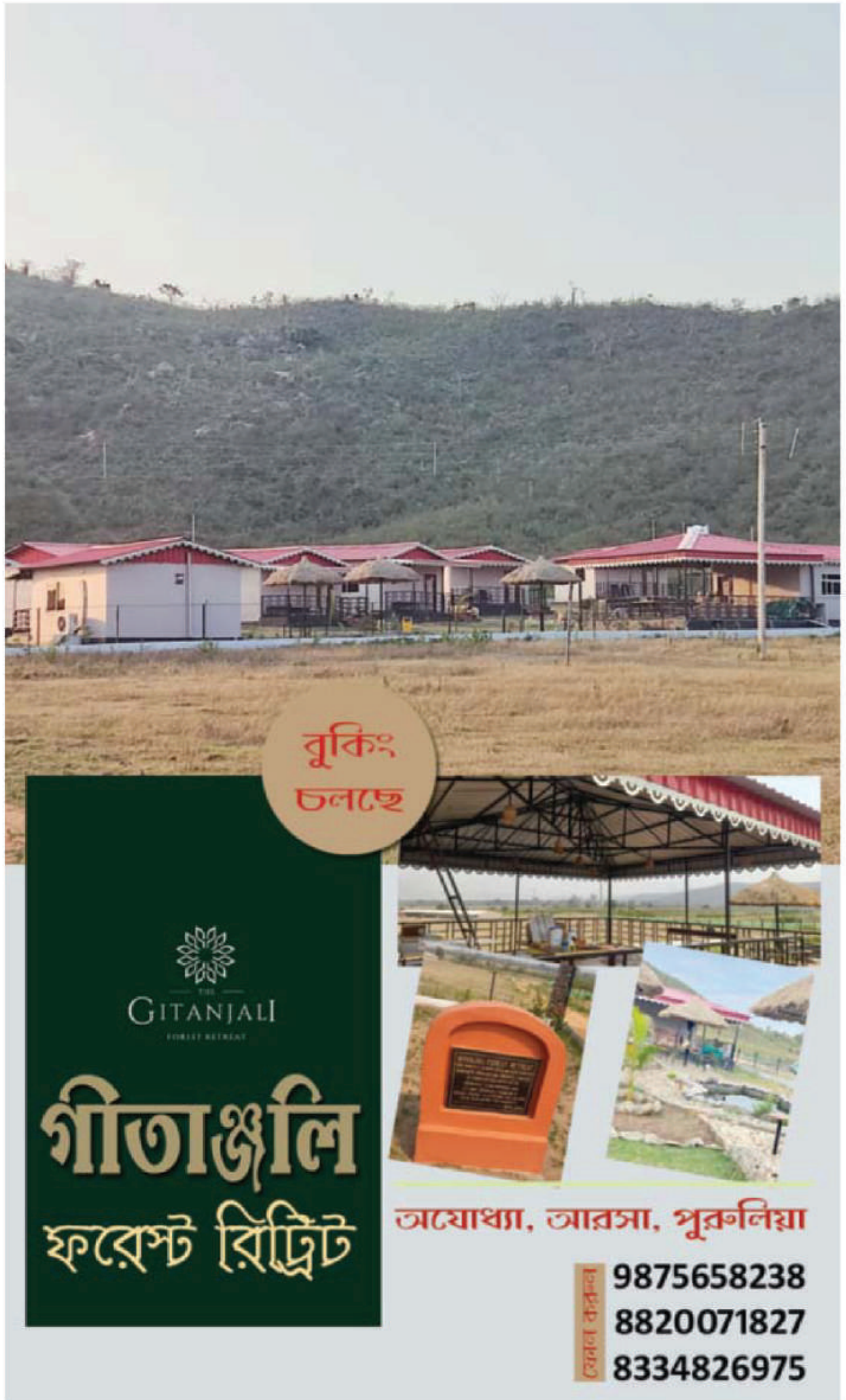

ভূমিকম্পে বারবার কাঁপলো তাইওয়ান, কম্পনের তীব্রতা ৬.৩

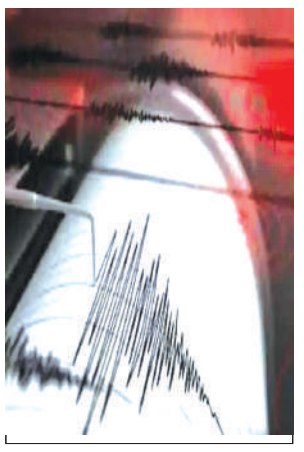

তাইপেই, ২৩ এপ্রিল ঃ সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ভূমিকম্প এবং ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পনের ফলে বার বার কেঁপে উঠছে তাইওয়ান। রিখটার স্কেলে সর্বোচ্চ কম্পনের মাত্রা ৬.৩।গত কয়েকমাস আগেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সাক্ষী থাকে তাইওয়ান। ভেঙে পড়ে একের পর এক বহুতল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আবার ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সাক্ষী তাইওয়ান। সবথেকে বড় ব্যাপার একরাতের মধ্যে অন্তত ৮০ বার কেঁপে উঠছে সে দেশের মাটি।এই ভূমিকম্পের আফটার শক তাইওয়ানের রাজধানী শহর তাইপেই-এও অনুভূত হযেছে। বেশ কিছু বহুতল ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেলেও এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পের কারণে হতাহতের ঘটনা প্রকাশ্যে আসেনি।

মালয়েশিয়ার আকাশে দুটি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে নিহত ১০

মালয়েশিয়া, ২৩ এপ্রিল ঃ মালয়েশিয়ার আকাশে মুখোমুখি দুটি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ। তার জেরে মাঝ আকাশেই ভেঙে পড়ল দুটি হেলিকপ্টার। মৃত্যু হল কমপক্ষে ১০ জনের। জানা গিয়েছে, হেলিকপ্টার দুটি মালয়েশিয়ার নৌবাহিনীর। ইতিমধ্যে মালয়েশিয়ার নৌবাহিনী এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩২ মিনিটে রয়্যাল মালয়েশিয়ান নেভি প্যারেডের মহড়া চলাকালে মাঝ আকাশে দুটি হেলিকপ্টারের মধ্যে সংঘর্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন।

আইপিএলে সিএসকে বনাম এলএসজি ম্যাচ, হেড টু হেড রেকর্ড ও পরিসংখ্যানে কে এগিয়ে

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার চেন্নাই সুপার কিংস চেন্নাইয়ের এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে আয়োজক লখনউ সুপারের।প্রথম সাক্ষাৎকারে লখনউ সুপারের কাছে হেরে গিয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস।মঙ্গলবার প্রতিশোধ নিতে চাইবে চেন্নাই সুপার। পরিসংখ্যান এবং হেড টু হেড রেকর্ডে দুটি দল কি অবস্থায় তা একবার দেখে নেওয়া যাক। আইপিএলে সিএসকে বনাম এলএসজি হেড-টু-হেড রেকর্ডঃ খেলা হয়েছেঃ৪টিচেন্নাই সুপার কিংস জিতেছেঃ১টিলখনউ সুপার জায়ান্টস জিতেছেঃটিকোন ফলাফল নেই ১টিশেষ ফলাফলঃএলএসজি ৮ঃ উইকেটে জিতেছে (২০২৪)চেন্নাইয়ে সিএসকে বনাম এলএসজি আইপিএল হেড টু হেড রেকর্ডঃ খেলা হয়েছেঃ১টিসিএসকে জিতেছে ঃ১টিএলএসজি জিতেছেঃ০শেষ ফলাফলঃচেন্নাই ১২ রানে জিতেছে (২০২৩)চেন্নাইয়ে সিএসকে আইপিএল রেকর্ডঃখেলা হয়েছেঃ ৭টিজিতেছেঃ ৪৮টিহেরেছেঃ ১৮টিফলাফল হয়নিঃ ১টি।সর্বোচ্চ স্কোরঃ২৪৬৫ বনাম রাজস্থান রয়্যালস (২০১০)সর্বনিম্ন স্কোরঃ১০৯ (১৭.৪) বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (২০১৯)।

এবারের মত মিচেল মার্শের আইপিএল শেষ

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল ঃ আর আইপিএলের বাকি মরসুমে দেখা যাবে না অলরাউন্ডার মিচেল মার্শকে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারাতে তিনি ১২ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছেন। দিল্লি শিবিরে খবর এসেছে সেই চোট থেকে এখনও পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি মার্শ। দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ রিকি পন্টিং সোমবার রাতে জানিয়েছেন, এবার আর ভারতে ফেরার সম্ভাবনা নেই মার্শের। আইপিএলে দিল্লির হয়ে ৩ এপ্রিল শেষ ম্যাচ খেলে মার্শ ১২ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার পার্থে ফিরে গেছেন। দেশে ফিরে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট সারাতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) মেডিকেল স্টাফদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই তারকা।রিকি পন্টিং

ট্রাম্পের ঘুষ দেওয়ার ঘটনা ছিল 'নির্ভেজাল নির্বাচনী জালিয়াতি'

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ যৌন সম্পর্কের কথা গোপন রাখতে পর্ণ তারকাকে ঘুষ দেওয়ার ঘটনা ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক 'নির্ভেজাল নির্বাচনী জালিয়াতি' ছিল বলে মন্তব্য করেছেন কৌঁসুলিরা। ঘুষ কেলেঙ্কারির ওই ঘটনায় সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ফৌজদারির মামলার বিচারের শুনানিতে এ মন্তব্য করেন তাঁরা।শুনানিতে কৌঁসুলিরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে অপরাধমূলক ষ।যন্ত্র করা ও যৌন কেলেঙ্কারি লুকানোর অভিযোগ এনেছেন।ন্ডনিউইয়র্কের আদালতে শুরু হওয়া ঐতিহাসিক এ মামলার বিচারে গতকাল সোমবার জুরিবোর্ডের সামনে প্রাথমিক আইনি যুক্তিতর্কে (ওপেনিং স্টেটমেন্ট) একজন আইনজীবী বলেন, ' ছিল নির্বাচনী জালিয়াতি একেবারে নির্ভেজাল ও সোজাসাপটা।'তবে ট্রাম্পের পক্ষ সমর্থন করে তাঁর আইনজীবী বলেন, সাবেক এই

প্রেসিডেন্ট কোনো অপরাধ করেননি এবং তিনি যা করেছেন, সেটি নির্বাচনকে প্রভাবিত করার কোনো অবৈধ চেষ্টা ছিল না। তিনি নির্দোষ।২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন ট্রাম্প। এর আগে যৌন সম্পর্কের কথা গোপন রাখতে পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। আবার ওই অর্থের বিষয়টি গোপন রাখতে তিনি তাঁর ব্যবসায়িক রেকর্ডেও জালিয়াতির আশ্রয় নেন।ন্ডএ ঘটনায় দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলায় ১৫ এপ্রিল ট্রাম্পের বিচার শুরু হয়েছে নিউইয়র্কের আদালতে। সেদিন আদালতে হাজিরও হন তিনি। তিনিই প্রথম কোনো সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি ফৌজদারি মামলায় বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন।মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে ৭৭ বছর বয়সী ট্রাম্পের সর্বোচ্চ চার বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। তবে জরিমানা দিয়ে তিনি কারাবাস থেকে রেহাই পেতে পারবেন। অবশ্য মামলায় আনা অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন ট্রাম্প।আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থী ট্রাম্প। এই মামলাকে ' বলে মন্তব্য করে আসছেন তিনি।ন্ডতথ্য গোপন রাখার বিনিময়ে গোপনে এমন অর্থ দেওয়া অবৈধ নয়। কিন্তু ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয় অভিযোগ করেছে, পর্নো তারকার জন্য দেওয়া অর্থকে ট্রাম্প অবৈধভাবে আইনি ব্যয় হিসেবে দেখাতে গিয়ে আইন ভঙ্গ করেছেন।ব্যবসায়িক রেকর্ডে জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ার অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মোট ৩৪টি গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। বিচারের রায়ের জন্য ১২ বিচারককে একমত হতে হবে যে ট্রাম্প নির্দিষ্ট অভিযোগে দোষী বা নির্দোষ।

সময়ে আসেনি ট্রেন,হাওড়া স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভ,ভাঙচুরের চেষ্টা ক্ষুব্ধ জনতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সময়ে ট্রেন না পেয়ে হাওড়া স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভ। বিক্ষোভের জেরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সে। কাচ ভাঙল অনুসন্ধান অফিসের। মেঝেতে ছুড়ে ফেলা হল ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড। শেষ পর্যন্ত অকুস্থলে এসে রেলের আধিকারিকেরা ক্ষুব্ধ যাত্রীদের পরিবর্তিত সময়সূচি জানান। তার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়।বারবিলগামী জন শতাব্দী এক্সপ্রেস সকাল ৬টা ২০ মিনিটে ছা।ার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেন সময়ে আসেনি। এমনকী কেন ট্রেন সময়ে আসছে না, তার কোনও কারণ জানান হয়নি। যার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন যাত্রীরা। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করায়, একসময় মেজাজ হারান যাত্রীদের একাংশ। সেই সময়েই ঘটে যায় এই ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরপিএফ। দক্ষিণ পূর্ব রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রেন ছা।ার পরবর্তী সময়সূচি জানালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।এই বিষয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলের সিনিয়র ডেপুটি ডিসিএম(খড়গপুর)জানান, ট্রেনেটির রেক প্লেসমেন্ট করতে দেরী হয়। যে কারণে সমস্যা হয়। যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবে ঠিক কী কারনে দেরি হল তা জানতে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠান হচ্ছে। আধিকারিকরা হাওড়া যাচ্ছেন। তাঁদের রিপোর্ট পেলেই জানা যাবে। দশটা নাগাদ ট্রেন দেওয়া হয় কুড়ি নম্বর প্লাটফর্মে। তারপর ট্রেনটি হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়ে যায় যাত্রীদের নিয়ে। তবে রেলের একটা সূত্রে মারফত জানা গিয়েছে, ট্রেনটি বেশ কিছু দেরিতে এসেছিল। তারপর রেগুলার চেকিং চলার সময় ট্রেনের তিনটি কামরা ও পাওয়ার কার-এ সমস্যা দেখা যায়। ফলে সেই কামরাগুলি কেটে অন্য কামরা লাগানো হয়। আর সেই কারণেই এই ঘটনা।লোকাল হোক বা এক্সপ্রেস, ট্রেন সময়ে চলে না বলে প্রায় প্রতিদিনই অভিযোগ ওঠে যাত্রীদের তরফ থেকে। হাওড়া হোক বা শিয়ালদা ডিভিশন, চিত্রটা সর্বত্রই এক। কয়েক মাস আগেই ট্রেন দেরিতে চলাচর জন্য যাত্রী বিক্ষোভের খবর উঠে আসে। গতবছর নভেম্বর মাসের শেষের দিকে, খড়গপুরগামী ডাউন টাটানগর - খড়গপুর লোকাল ট্রেন অনেকটা দেরিতে ঝাড়গ্রাম স্টেশনে পৌঁছয়। আর তাতেই তৈরি হয় সমস্যা। ওই দিন টাটানগর-খড়গপুর লোকাল বেশ কিছুটা দেরিতে ঝাড়গ্রাম স্টেশনে পৌঁছয়। তিন নম্বর প্লাটফর্মের পরিবর্তে ট্রেনটিকে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন যাত্রীদের একাংশ। দীর্ঘক্ষণ ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। যার জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

হাজিরা এড়াচ্ছেন শাহজাহানের ভাই ,সিরাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি ইডির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেফতার হয়ে এখন জেলবন্দি শেখ শাহজাহান। এবার তাঁর ভাই সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করা হল। ইডি আশঙ্কা করছে, সিরাজুদ্দিন পালিয়ে যেতে পারে। সেই প্রেক্ষিতেই তাঁর বিরুদ্ধে এই নোটিস জারি করা হয়েছে। ইডির তদন্তকারীদের আশঙ্কা, তদন্ত থেকে বাঁচতে বিদেশে পালানোর চেষ্টা করে থাকতে পারেন সিরাজউদ্দিন। তিনি যাতে দেশ ছাড়তে না পারেন, সে কারণে দেশের সব বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছে ইডি। পাঠানো হয়েছে সিরাজউদ্দিনের ছবি এবং তাঁর সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও।সন্দেশখালি এবং ন্যাজাট থানায় ২০১৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মহিলা নির্যাতন, জমির জবরদখল, স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর জুলুমবাজির যে সমস্ত অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার মধ্যে শাহজাহান ছাড়া নাম ছিল শিবু হাজরা এবং অন্যদের। ইডি সূত্রে খবর, সেই মামলার তদন্তের সূত্রেই তাঁকে একাধিক বার তলব করা হয়েছিল।ন্ডএর আগে শাহজাহানের আর এক ভাই আলমগিরকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। রবিবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদের পর ' অ্যারেস্ট' দেখিয়ে তাঁকে গ্রেফতার

গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন বরাহনগরে সিপিএমপার্টি অফিসে , অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সিপিআই কার্য্যালয়ে আগুন। সোমবার মধ্যরাতে ভয়াবহ আগুন লাগেসিপিএম এর বরানগর ২ নং এরিয়া অফিসে। প্রথমে, এক ফুড ডেলিভারি বয় দেখতে পায় সেই আগুন। তারপর আশেপাশের লোকজনের সহায়তায় আগুন নিযন্ত্রণে আসে। গতকালে, লেনিনের ১৫৫তম জন্মদিন পালন হয় এই কার্য্যালয়ে। রাতের অন্ধকারে কমিটির কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সিপিএমের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সুজন চক্রবর্তী এলেন ঘটনাস্থলে।বরাহনগর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ন'পাড়ায় রয়েছে সিপিএমের একটি পার্টি অফিস। সোমবার গভীর রাতে সেই পার্টি অফিসেই আগুন লেগে যায়। আশপাশের লোকজনের সহায়তায় বাম কর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেললেও, কী ভাবে আগুন লাগল, তা নিয়ে চাপানউতর শুরু হয়েছে। সিপিএমের সরাসরি অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই কেরোসিন তেল ঢেলে পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। স্থানীয়েরা জানাচ্ছেন, সোমবার গভীর রাতে বাড়ি ফিরছিলেন এলাকারই এক দম্পতি। তাঁরা দেখতে পান পার্টি অফিস থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কাছে এসে বুঝতে পারেন আগুন লেগে গিয়েছে। তাঁরাই চিৎকার, চেঁচামেচি করে আশপাশের লোকজনকে জাগান। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় সিপিএম কর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেন। মঙ্গলবার সকালে পোড়া পার্টি অফিস পরিদর্শনে এসে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তন্ময়। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের অনুগামীরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, ' এসে জানায় সিসিটিভি অকেজো। তৃণমূল কাউন্সিলরের নেতৃত্বাধীন দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। আমরা আপাতত বলছি, পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করুক। যদি পুলিশ দায়িত্ব পালন না করে, আমরা দু'দিন দেখব, তিন দিন দেখব, চার দিন দেখব।এলাকারই এক বাম কর্মী রণজি মিত্র বলেন, ' তিনটে নাগাদ খবর পাই। দৌড়ে এসে দেখি এই অবস্থা। প্রথমে আমরা জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। তার পর প্রশাসনে খবর দেওয়া হয়। আগুন যদি নিয়ন্ত্রণে না আসত, তা হলে বিরাট বিপদ হতে পারত। কারণ, আমাদের পার্টি অফিসের গায়ে গায়ে কত বাড়ি। সেই বাড়িগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারত।''সিপিএমের পার্টি অফিসে আগুন লাগানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

কাশীতে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন অমিত শাহ

বারাণসী, ২৩ এপ্রিল ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার কাশীতে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষা করবেন। জানা গেছে, ওইদিন সন্ধ্যায় বারাণসীর ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবেন শাহ। মহমুরগঞ্জের মতিঝিলে লোকসভা নির্বাচনের জন্য এখন পর্যন্ত যেসব প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বুথ সভাপতিদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নেবেন শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর প্রসঙ্গে দলের নেতারা জানিয়েছেন, কাশীর নেতারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের দুদিনের কাশী সফর সফল করতে সমস্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যে নিয়ে নিয়েছে। ঐদিন বারাণসীতে শাহ-এর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ রাজ্যের দলীয় নেতারা। এই সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মহমুরগঞ্জের তুলসী উদ্যানে বারাণসী লোকসভা কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কার্যালয়ের উদ্বোধন করবেন।

ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে

নয়াদিল্লি,২৩এপ্রিল ঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও

হনুমান জয়ন্তীতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাজনাথ সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার হনুমান জয়ন্তী। সেই উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন।তিনি লিখেছেন, হনুমান জয়ন্তীর পবিত্র দিনে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। পবনপুত্র হনুমানজি আমাদের সকলকে শক্তি এবং বুদ্ধি দিন। পাশাপাশি সেবা এবং সমর্পণের মনোভাবও দিন আমাদের। সকলের জীবন সুখী হোক ও মঙ্গল হোক। জয় বজরঙ্গবলী!উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই পালিত হয়েছে পবিত্র রামনবমী তিথি। আর মঙ্গলবার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে হনুমান জয়ন্তী।

মঙ্গলবার বিরল মহাজাগতিক দৃশ্য, আকাশে দেখা মিলবে গোলাপি চাঁদের

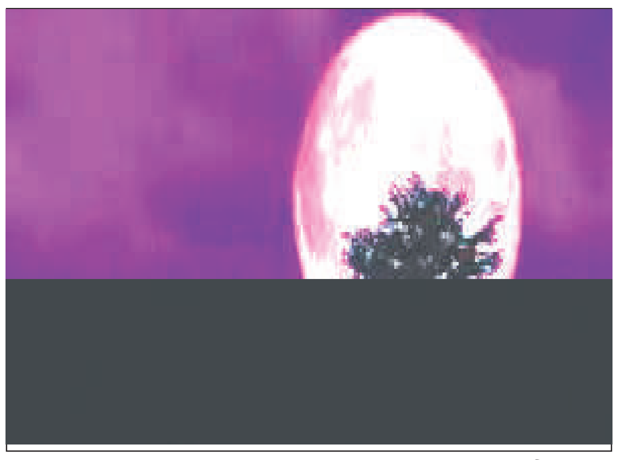

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার বিরল মহাজাগতিক দৃশ্যর সাক্ষী থাকবে পৃথিবী। এদিন আকাশে দেখা মিলবে গোলাপি চাঁদের। আকাশে ঘটা এই ঘটনা ''পিঙ্ক মুন'', ''ফুল মুন'' বা ''এপ্রিল মুন'' নামেও পরিচিত।এদিন সূর্যাস্তের পরে, চাঁদ গোলাপি রঙের দেখাবে। এই মহাজাগতিক ঘটনাকে গোলাপি চাঁদ বা পিঙ্ক মুন বলা হয়। এদিন চাঁদ স্বাভাবিক দিনের চেয়ে বড় ও উজ্জ্বল দেখায়।

জঙ্গি টার্গেটে অভিষেক?রাজারামকে গ্রেফতারের পর খোঁজ মিলল ৫ লিঙ্কম্যানের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ও অফিসের সামনে রেইকি করার অভিযোগে রাজারাম রেগে নামে এক ব্যক্তিকে মুম্বই থেকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে কলকাতায়। তাঁকে আগামী ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে ব্যাঙ্কশাল আদালত। রাজারাম কোনওভাবে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করার চেষ্টা করছিলেন কি না, রেইকির পিছনে তাঁর ঠিক উদ্দেশ্য কী ছিল, তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অভিযুক্তকে।ন্ডমুম্বই হামলার কয়েক বছর আগে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ও লস্কর-ই তৈবা জঙ্গি সংগঠনের মদতে এই রাজারামের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রীর। অভিযোগ, পাক জঙ্গিদের এই লিঙ্কম্যানকেই নাকি কালীঘাটে ঘুরঘুর করতে দেখা গিয়েছিল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির চারপাশে রেইকিও করে যায় সে। গতকালই তাকে মুম্বই তেকে পাকড়াও করে পুলিশ। ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়।ন্ডধৃতকে জেরা করে ও তার মোবাইল ঘেঁটে পাঁচ জন লিঙ্কম্যানের হদিশ পাওয়া গেছে। লালবাজারে তরফে জানানো হয়েছে, শেক্সপিয়ার সরণি থানাতে মামলা হয়েছে। মুম্বই হামলার মতো কোনও নাশকতার উদ্দেশ্যে রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোমবার মুম্বই থেকে গ্রেফতার করা হয় রাজারাম রেগেকে। এরপর ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় এনে ধৃতকে তোলা হয় আদালতে। ধৃত রাজারাম রেগেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।ন্ডলালবাজার সূত্রে খবর, মুম্বইয়েরই বাসিন্দা রাজারাম। ২ দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিল সে। পুলিশের ধারণা, কলকাতায় অভিষেকের বাড়ি ও অফিসে রেইকি করে অভিযুক্ত। এমনকী, ভুয়ো পরিচয়ে অভি।কের আপ্ত সহায়ককে ফোন করে অভিষেকের সঙ্গে দেখা করারও চেষ্টা করে রাজারাম।ন্ডসোমবার গ্রেফতার হওয়ার পরে লালবাজারের গোয়েন্দা আধিকারিকরা যখন রাজারামকে নিয়ে বিমানে কলকাতার দিকে রওনা দিচ্ছেন, তখনও সে গোয়েন্দাদের জানিয়েছে, সে পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ' তার রোজগার। এতেই বিপুল টাকা রোজগার করে সে মুম্বইয়ের মাহিমে ফ্ল্যাটও কিনে পরিবার নিয়ে থাকে।ন্ডপুলিশ জানাচ্ছে, লস্কর-ই তৈবার নির্দেশে ডেভিড হেডলি যখন মুম্বইজুড়ে রেইকি করছে, তখন এক লিঙ্কম্যানের মাধ্যমে রাজারামের সঙ্গে যোগাযোগ হয় হেডলির। তখনও রাজারাম নিজেকে ' বলে পরিচয় দিত। রাজারাম মুম্বইয়ের দাদারে শিব সেনা ভবনের ভিতরই তার সঙ্গে দেখা করেছিল। নিজেকে রাজারাম শিব সেনার জনসংযোগ আধিকারিক হিসাবে পরিচয় দিয়েছিল। যদিও

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে, চ্যাম্পিয়নের দাবিদার তিনটি দল

কলকাতা, ২৩ এপ্রিলঃ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা হচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে। শিরোপার লড়াই হচ্ছে ত্রিমুখী। আর্সোনাল, লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটির মধ্যে। ৩৩ রাউন্ডে এসেও কে শিরোপা জিতবে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। এই তিনটি দলের মধ্যে মাত্র একটি-দুটি পয়েন্টের পার্থক্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে আগের সপ্তাহে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতা থেকে এই তিনটি ক্লাব বিদায় নেওয়ায় তাদের মনোযোগ এখন প্রিমিয়ার লিগে! এই তিন দলের মধ্যে লড়াইয়ে আপাতত শীর্ষে আছে আর্সেনাল।উলভসকে হারিয়ে ম্যানচেস্টার সিটিকে টপকে গেছে গানাররা। এফএ কাপে খেলার জন্য এখনও এ রাউন্ডে লিগ ম্যাচ খেলেনি সিটিজেনরা। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগটাই নিয়েছে গানাররা। অ্যাস্টন ভিলা এবং বায়ার্নের কাছে চ্যাম্পিয়নস লিগে হারের ধাক্কা সামলে উঠে ভালোভাবেই মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল দল ফিরে এসেছে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইয়ে।ত্রিমুখী এই লড়াইয়ে এখন দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে লিভারপুল। ফুলহামের মাঠে ৩-১ গোলের জয়ে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল অলরেডরাও টপকে গেছে ম্যানসিটিকে। ইউরোপা লিগে দুই লেগ মিলিয়ে আতালান্তার কাছে দের ধাক্কাটা সামলে উঠেছে অলরেডরা। আর তাতেই পেছনে পড়ে গেছে চলতি রাউন্ডে মাঠে না নামা ম্যানসিটি। তবে দ্বিতীয়স্থানে থাকলেও আর্সেনালের সমান পয়েন্ট কিন্তু লিভারপুলেরও। ৩৩ ম্যাচ থেকে দুই দলেরই ৭৪ পয়েন্ট। তবে গোল পার্থক্যে কিছুটা এগিয়ে থাকায় লিভারপুলের চেয়ে উপরে রয়েছে আর্সেনাল।শিরোপা যুদ্ধে তিন নম্বরে আছে ডিফেনডিং চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। শিরোপা জয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে ম্যান সিটি। কারণ, আর্সেনাল ও লিভারপুলের চেয়ে তাঁরা একটা ম্যাচ কম খেলেছে। ওই দুই দলের চেয়ে তাঁরা পিছিয়ে মাত্র এক পয়েন্ট। তাই আর্সেনাল ও লিভারপুল দুই ক্লাবকেই পেছনে ফেলার সুযোগ আছে সিটিজেনদের। কারণ নিজেদের বাকী ৬ ম্যাচ জিতলেই আবারও শিরোপা জিতবে পেপ গার্দিওলার দল। সুতরাং ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা-ম্যানসিটি, লিভারপুল না আর্সেনালের? উত্তর জানতে সময়ের অপেক্ষাই করতেহবে ফুটবল প্রেমীদের!

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৪এপ্রিল মার্ট ঃ বুধবার, ১১ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৪এপ্রিল ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১১ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২৪এপ্রিল মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১১ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ এবং নির্ঝঞ্ঝাট দিন উপভোগ করুন- যদি মানুষেরা সমস্যা নিয়ে ।
বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা
মিথুন রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে ।
কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা
সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন ।
কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।
তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। া
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে
ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে
মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।
কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে
মীন রাশিঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে

ওকে আমি কী না করেছি...... দীপিকাকে নিয়ে এ কী বললেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বেশিরভাগ সময়তেই এখন বলিউডি ছবিতে ধরা দেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। কিছুদিন আগেই দেখা গিয়েছে 'ক্রু' ছবিতে। এই সিনেমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাশ্বত। এরপর দীপিকা ও প্রভাস অভিনীত 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবিতেও দেখা যাবে অভিনেতাকে। এ ছাড়াও অনুরাগ বসুর 'মেট্রো ইন দিনো' তেও কাজ করছেন এই টলিউডের তব বিশ্বাস। এদিকে ২৬-এ এপ্রিল মুক্তি পাচ্ছে তাঁর আসন্ন বাংলা ছবি 'এটা আমাদের গল্প'। এক ষাটোর্ধ্ব প্রৌঢ়র ভালোবাসার কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছেমানসী সিনহার এই ছবি।এই ছবির প্রচারেই বাংলার সঙ্গে আড্ডায় ধরা দেন অভিনেতা। 'এটা আমাদের গল্প' ছবিতে এক ষাটোর্ধ্ব প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয় করেন শাশ্বত এই ছবির চরিত্র প্রসঙ্গে অভিনেতা জানান, এখানে আমি মিস্টার শর্মা, খুব ইন্টারেস্টিং চরিত্র। বয়স ষাটের উপর কিন্তু মনের বয়স ২৫! আমারই মতো। ভালো যখন লেগে গেছে ছাড়ব আমি না। আমার জীবন, জীবনে ভালো থাকতে গেলে ওকে (অপরাজিতা আঢ্য) আমাকে পেতে হবে। তার মধ্যে রয়েছে সমাজের চোখ রাঙানি, কিন্তু এই লোকটা তারই মধ্যে কীভাবে অপরাজিতাকে পটায়, সেটাই দেখবার। উফ! কী না করেছে লোকটা! অভিনেতার জীবনে এমন কোনও প্রেম এসেছে কি না সে প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, আমার না সলিড প্রেম করে বিয়েটা হয়নি! প্রেম এসে চলে গিয়েছে। তখন আমার এত বক বক ছিল না। মনের কথা বলেছি, আবার পিছিয়ে এসেছি। একদম আমি এখনও রোম্যান্টিক, জীবনে ওটা না থাকলে আর থাকল কী! আজকাল সম্পর্কে এত তিক্ততা, ডিভোর্স বাড়ছে এই বিষয়ে অভিনেতার কী মত জানতে তাইলে শাশ্বত বলেন, তুমি যদি চাও, তুমি জীবনে একা হবে না। তবে তোমাকে সাহস করে এগোতে হবে, আমাদের ছবিতে কিন্তু এটা হবে। সময় যাচ্ছে। এদের দুজনের পরিবারের মধ্যেও নানান প্রতিক্রিয়া, অনেকেই মেনেছে আমাদের কেউ মানেনি। অনেকেই আছেন একটু বয়স্ক,যারা একা, খুঁজে নিন নয় দেখুন পেয়ে যাবেন কাউকে না কাউকে। যারা ইচ্ছে করবেন বিয়ে করবেন না, একসঙ্গে থাকবেন। দুজন অ্যাডাল্ট যা করবেন নিজের ইচ্ছেয় করবেন। ইয়াং জেনারেশন তো আজকাল বিয়ের জন্য রেডি নয়। অর্ধেকের বেশি তো বিয়ে করতেই চায় না। আসলে সমাজে এত অস্থিরতা মানুষের ধৈর্য্য কমে যাচ্ছে। দায়িত্ব নেব না, এমন ভাবনা। আগে মানুষ অনেক শান্তিতে থাকতেন। আজকাল কি মুম্বইতেই কি বেশি থাকা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে অভিনেতা জানান, আপাতত ক'দিনের জন্য কলকাতায়। তারপর আবার ফিরে যাব। আপাতত অনুরাগের (বসু) মেট্রো ইন দিনো-র শ্যুটিং করছিলাম। সঙ্গে 'কাল্কি ২৮৯৮ এডি'র কাজ চলছে। আরেকটা নীরজ পাণ্ডে প্রোডাকশনের একটা ওয়েব সিরিজের কাজ শুরু হবে, ডেট চূড়ান্ত হয়নি। দীপিকার সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা কেমন জানতে চাইলে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় জানান, এইবারেও আমার দীপিকার সঙ্গে সিন ছিল। দীপিকা সূত্রে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। রণবীর বউয়ের শ্যুটিং দেখতে এসেছিল। দীপিকা এত বেশি সিনসিয়ার, ওকে আমি কী না করেছি এই ছবিতে! চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনছি! আমি ছবির মুখ্য ভিলেন, আমি তো প্রথমে মরে গিয়েছিলাম। তারপর গল্প চেঞ্জ করে, আমাকে বাঁচিয়ে দিল। আর যে আমাকে মেরে দিয়েছিল, তাঁকে মেরে ফেলেছে। আসলে ছবিটা করতে করতে ওরা বুঝেছে এটাকে শেষ পর্যন্ত রাখতে হবে।

আইপিএল ম্যাচের দিনে পূর্ব রেল আপনার পাশে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, এপ্রিল ২৩, ২০২৪ ভাবছেন আইপিএল ম্যাচ দেখে এতো রাতে বাড়ি ফিরবো কিভাবে ? সত্যি খুবই চিন্তার ব্যাপার , কারণ খেলা শেষ হতে তো অনেক রাত হয়ে যাবে। কিন্তু পূর্ব রেল আপনাদের জন্য ব্যবস্থা রেখেছে। ২৬ শে এপ্রিল, ২৯ শে এপ্রিল এবং ১১ ই মে খেলা শেষ হবার পর আপনাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে পূর্ব রেল। উপরোক্ত দিনগুলিতে রাত ১১.৫০ মিনিটে একটি ১২ কোচের ইএমইউ ট্রেন প্রিন্সেপঘাট থেকে ছেড়ে বারাসাত পৌঁছবে রাত ১ টায়। এই ট্রেনটি প্রিন্সেপঘাট থেকে ছেড়ে ইডেন গার্ডেন্স, বিবাদী বাগ , বাগবাজার , কলকাতা, দমদম জংশন , দমদম ক্যান্টনমেন্ট , বিরাটি , মধ্যমগ্রাম হয়ে বারাসাত পৌঁছবে। ঐদিনই অপর একটি ১২ কোচের ইএমইউ ট্রেন মধ্যরাতে ১২,০২ মিনিটে বিবাদি বাগ থেকে ছেড়ে বারুইপুর পৌঁছবে রাত ০১,৩২ মিনিটে।

বিশ্ব ধারীত্রী দিবস উপলক্ষে ভোট সচেতনতা কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৩ এপ্রিল ঃ প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে প্রতি বছর ২২ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় আর্থ ডে বা ধরিত্রী দিবস। এবছর 'গ্রহ বনাম প্লাস্টিক' প্রতিপাদ্য নিয়ে দিনটি পালিত হচ্ছে। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পরিবেশের সুরক্ষা কতটা জরুরি, তা উপলব্ধি করতে পেরে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ প্রথম ১৯৭০ সালে ধরিত্রী দিবস পালন করে। এখন বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশের কোটি কোটি মানুষ দিনটি পালন করছে। ২০২৪ সালের ধরিত্রী দিবসের প্রতিপাদ্য ধরা হয়েছে 'গ্রহ বনাম প্লাস্টিক'। এর লক্ষ্য প্লাস্টিক দূষণের ফলে মানুষ ও পৃথিবীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। আগের বছরগুলোতে ধরিত্রী দিবসে জলবায়ু পরিবর্তন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে শুরু করে প্রজাতি রক্ষা, গাছ রোপণের উপকারিতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ধরিত্রি দিবস উপলক্ষে, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণের পক্ষ থেকে হিরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর অন্তর্গত কাঞ্জিয়াখালী শ্মশান তীরবর্তী অঞ্চলে হুগলী নদীর তীরে একটি বৃক্ষরোপন এর মাধ্যমে এস. ভি. ভী. প কার্যক্রম উদযাপন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন অধিকারিক লিপিকা রায়, ব্লকের আধিকারিক সেখ আজহারউদ্দিন, চন্দন দাস, সেখ নুরউদ্দিন আলম,অমরনাথ গুড়িয়া, উত্তম বারিক, নাজির হোসেন মিদ্দা প্রমুখ। অপরদিকে শ্যামপুর থানার উদ্যোগে গাদিয়াড়াতেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সে যাত্রী বিক্ষোভের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ এপ্রিল ঃ ট্রেন ছাড়তে দেরি হওয়ায় মঙ্গলবার সকালে হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সে যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখান বলে জানা গেছে। অভিযোগ, বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস এদিন সকাল ৬.২০তে ছা।ার কথা ছিল।কিন্তু ট্রেন সময়ে না আসার সঠিক কারণ না জানতে পারায় ক্ষোভে ফেটে প।নে ওই ট্রেনের যাত্রীরা। খবর পেয়ে আসে আরপিএফ। দক্ষিণ পূর্ব রেলের আধিকারিকরা এসে ট্রেন ছাড়ার পরবর্তী সময়সূচী জানালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দক্ষিণ পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেছে, কিছু সমস্যার কারণে ট্রেন আসতে দেরি হয়। এরপর ট্রেনটি বেলা ১০টার কিছু সময় পর হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রীদের নিয়ে রওনা হয়। উল্লেখ্য, এদিন ট্রেনটি দেরিতে আসার কারণে সকাল ১০-২০ নাগাদ ছাড়ে। এই ঘটনায় কিছু যাত্রী এসে অনুসন্ধান অফিসের কাছে বিক্ষোভ দেখান এবং অভিযোগ জানান। তবে কোনওরকম ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেনি। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে লিঙ্ক রেক দেরিতে চলার কারণে এদিন বারবিল-হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেস বারবিল থেকে দুপুর ১-৪০এর পরিবর্তে বিকেল ৫-৪০ নাগাদ ছেড়েছে।

জয়নগর লোকসভার দুটি থানা এলাকা থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৩ এপ্রিল ঃ লোকসভা ভোটের আগে জেলা জুড়ে তল্লাশি অভিযানে নেমেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল পুলিশ। জয়নগর

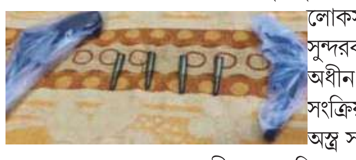

লোকসভার ৬ টি বিধানসভা এলাকা সুন্দরবন তথা বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীন। আর পুলিশের অতি সংক্রিয়তায় বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে অস্ত্র সহ দুস্কৃতি গ্রেফতার হচ্ছে। এবার জয়নগর লোকসভার অধীন ক্যানিং এবং জীবনতলা থেকে পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার তিনটি বন্দুক ও তাজা কার্তুজ। ভোটের আগে গোলমাল পাকানোর জন্য এগুলো মজুত করা হতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। পুলিশ সূত্রে খবর,ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত এলাকায় এই ভাবে চিরুনি তল্লাশি চলবে। পুলিশ সূত্রে খবর, ক্যানিং থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অন্য দিকে, জীবনতলা থেকেও কার্তুজ-সহ দু'টি বন্দুক উদ্ধার হয়েছে। ক্যানিংয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার এক। ধৃতের নাম আজিবর মোল্লা। সোমবার রাতে ক্যানিংয়ের শ্যামসুন্দর কলোনি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইস্রাফিল শেখ নামে আরও এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ইস্রাফিলের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে ছিলেন আজিবর, প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই জানতে পেরেছে পুলিশ। ধৃত দু'জনকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। ধৃতদেরকে মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়। আবার জীবনতলার ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির পুলিশ সোমবার রাতে দু'টো বন্দুক ও চারটে গুলি উদ্ধার করেছে। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম মুজিবর রহমান,আব্দুর রহমান গাজি এবং জিয়াউর রহমান গাজি। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে পুলিশ। ধৃতদেরকে মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে পাঠানো হয়।

নিউবারাকপুরে ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এর মানবিক উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২৩ এপ্রিল ঃ প্রখর দাবদাহ ।বাড়ছে তাপপ্রবাহ । এই গরমে সমাজকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা করতে কেউ রাস্তায় ঝাড়ু মারছে আবার ড্রেনে নোংরা আর্বজনা তুলছে কেউ বা জঞ্জাল সাফাই পরিচ্ছন্নতা করছে নিত্য প্রতিদিন। এরা সমাজ বন্ধু। সমাজের ভালো কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এগিয়ে চলেছে। সমাজের এই সব অসহায় বঞ্চিত সাফাইকর্মী, ঝাড়ুদার ভোরের বাঁশি ওয়ালাদের কথা বেমালুম ভুলে যাই। সমাজে উপেক্ষিত এইসব রাস্তায়. ঝাড়ুদার, সাফাইকর্মীদের পাশে দাঁ।য়ে তাদের সুস্বাস্থ্য কামনায় শক্তি বর্ধক গ্লুকোনডির এক কেজির প্যাকেট এবং সকালে টিফিন খাবার দিয়ে মানবিক দৃষ্টান্ত নজির গড়লেন নববারাকপুর পুরসভার ৮নং

ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তথা শিক্ষিকা শোভা রায়।মঙ্গলবার সকালে পুর প্রতিনিধির নিজ বাসভবনে ওয়ার্ডের সাফাইকর্মী থেকে ঝাড়ুদার দের নিজ হাতে গ্লুকোনডির জার তুলে দিলেন। উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ডের সম্পাদক নিরঞ্জন রায়, সভাপতি মানিক হালদার সহ ওয়ার্ডের কর্মী বৃন্দ।পুর প্রতিনিধি শিক্ষিকা শোভা রায়.জানান প্রচন্ড গরমে সমাজকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এগিয়ে চলেছে সাফাইকর্মী থেকে ঝাড়ুদার রা। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সুস্বাস্থ্য সুরক্ষায় শক্তি বর্ধক গ্লুকোনডির প্যাকেট দেওয়া. হল। তারা সুস্থ থাকলে সমাজ সুস্থ থাকবে। পরিবেশ ভালো থাকবে।এই সামান্য প্রয়াস মাত্র। পুর প্রতিনিধি তথা শিক্ষিকা শোভা রায়ের মানবিক উদ্যোগে খুশি ও আনন্দিত সাফাইকর্মী থেকে ঝাড়ুদার রা।

উপনির্বাচনের আগে বরানগরে আক্রান্ত সিপিএম, রাতের আঁধারে পার্টি অফিসে আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ উপনির্বাচনের আগে বরানগরে সিপিএমের উপর হামলার অভিযোগ

উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ হল রাতের অন্ধকারে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা নাকি নপাড়া এলাকায় পার্টি অফিসে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রাতেই খবর পেয়ে সিপিএম কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভান। তবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পার্টি অফিসের ভিতরে বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে। লেনিনের ছবির একাংশ পুড়েছে। নষ্ট হয়েছে চেয়ার, টেবিলও। পার্টি কর্মীদের দাবি, তৎক্ষণা আগুন নেভাতে না পারলে পার্টি অফিস তো বটেই, আগুন ছড়িয়ে পড়ত আশেপাশের বাড়িতেও। সকালে খবর পেয়ে পার্টি অফিসে যান বরানগর উপনির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্য। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগে সরব সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

জানা গিয়েছে, সোমবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ নপাড়া এলাকায় সিপিএমের কার্যালয় থেকে আগুন বেরতে দেখেন এক দম্পতি। তাঁরাই খবর দেন পাশে থাকা দলীয় কর্মীদের। রণজি মিত্র নামে এক দলীয় কর্মীর জানান, আমরা তাড়াতাড়ি এসে জল ঢেলে আগুন নেভালাম। তবু অনেক কিছুই পুড়ে গিয়েছে। তবে আশঙ্কার কথা এই যে, আমরা যদি আগুন নেভাতে না পারতাম, তাহলে তা পাশের বাড়িগুলোতে ছড়িয়ে পড়ত। বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটত। যারা এই কাজ করেছে, তাদের কড়া শাস্তি চাই।

স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, বরানগর পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, তৃণমূলের সুনাত বিশ্বাসের নেতৃত্বে তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে আগুন ধরানো হয়েছে। সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্যর দাবি, পুলিশ যদি যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে আমরা একদিন, দুদিন, চারদিন দেখব। তার পর তৃণমূলকে বুঝিয়ে দেব, এই সিপিএম ২০১১-র সিপিএম নয়, ২০২৪-র সিপিএম। যদিও সুনাত বিশ্বাস অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা দাবি করেন, সিপিএমের অন্দরে দ্বন্দ্বের ফলে এই ঘটনা ঘটেছে, এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কোনওভাবে জড়িত নয়। আইন আইনের পথে চলবে। উল্লেখ্য, আগামী ১ জুন, দমদম লোকসভা কেন্দ্রের সঙ্গে বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোট দেবেন বাসিন্দারা। এই কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্য, তৃণমূলের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপির সজল ঘোষ। এখানকার বিধায়ক তাপস রায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি যোগ দিয়ে উত্তর কলকাতা থেকে প্রার্থী হয়েছেন। সেই কারণেই উপনির্বাচন।

নিউটাউনে জমিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় নির্মাণের অভিযোগ,অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এবার নিউটাউনে জমি দখল করে একাধিক পার্টি অফিস তৈরির অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। নিউটাউনে ফুটপাত এবং ফাঁকা জায়গা দখল করে একের পর এক পার্টি অফিস তৈরি করেছে রাজ্যের শাসক দল। বিষয়টি জেনেও হিডকো এবং নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন পর্ষদ বা এনকেডিএ কোনও পদক্ষেপ করেনি, এই অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় এনকেডিএ-কে কড়া ভৎর্সনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। বেআইনিভাবে পার্টি অফিস তৈরি হয়ে থাকলে তা অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগামী ১০ মে এবিষয়ে এনকেডিএ, হিডকো এবং নিউটাউন থানাকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।সাধারণত নিউটাউনে কোনও নির্মাণের জন্য অনুমতি দিয়ে থাকে এনকেডিএ। অভিযোগ, হিডকোর জমি দখল করে তৃণমূলের পার্টি অফিসগুলি তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানিতে এনকেডিএ-র আইনজীবী দাবি করেন, মামলাটির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। পাশাপাশি যেসব জায়গায় পার্টি অফিসগুলি তৈরির অভিযোগ উঠছে সেগুলি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই বক্তব্য শুনেই ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি সিনহা। হিডকোর আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'আপনি কি কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে সওয়াল করতে এসেছেন? ওই এলাকায় নির্মাণের জন্য অনুমতি আপনারা দিয়ে থাকেন। বিনা অনুমতিতে তাহলে কী করে ওই পার্টি অফিস গুলো তৈরি হল? বলতে চান আপনারা কিছুই জানেন না?'বিচারপতির প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আইনজীবী বলেন, একটি বেআইনি নির্মাণ বা টিনের তৈরি অস্থায়ী পার্টি অফিসের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। সেটি হিডকোর জমিতে তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, নিউটাউন থানার তরফে উপস্থিত আইনজীবী জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে কেএমডিএ এবং হিডকো উভয়ের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও কোনও উত্তর মেলেনি। এরপরই বিচারপতি নির্দেশ দেন, ওই পার্টি অফিসগুলির ছবি আদালতে জমা পড়েছে। সেই ছবি দেখে অবিলম্বে ওই পার্টি অফিসগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। একইসঙ্গে সেগুলির যদি অনুমতি না থাকে তাহলে অবিলম্বে তা ভেঙে ফেলতে হবে। শুধু এনকেডিএ কর্তৃপক্ষ নয়, পুলিশকেও ওই বেআইনি নির্মাণগুলি খুঁজে বার করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। আগামী ১০মে মামলার পরবর্তী শুনানি।

হাওড়ায় জোড়া অগ্নিকাণ্ড, গোলাবাড়ির নন্দীবাগানে বহুতল আবাসনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় জোড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো। গোলাবাড়ির নন্দীবাগানে বহুতল আবাসনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পাশাপাশি এদিন চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকাতেও পৃথক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার নন্দীবাগানে বহুতল আবাসনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন বহতলের বাসিন্দারা। তবে, ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। দমকলের তৎপরতায় আগুন খুব দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি আগুনে ঝলসে যায়। তিনটি বাড়ি ভস্মীভূত হয় এই ঘটনায়। ঘিঞ্জি এলাকার কারণে আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। ঘটনার জেরে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কীভাবে আগুন লাগলো জানা যায়নি। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। তিনি জানান, ওই আবাসনে ৮৪টি পরিবার থাকেন। তিনটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের পাশে আমরা রয়েছি। কীভাবে আগুন লেগেছে তা জানা নেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। পাঁচটা ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। সিইএসসি, দমকল ভালো কাজ করেছে। খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দমকল দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে। ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ক্ষতিগ্রস্ত ফ্ল্যাটের আবাসিকদের যতদিন না তাদের ঘর ঠিক হয় ততদিন পর্যন্ত খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুজিত সিং শ্যামজি বলেন, এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন হঠাই দেখি ধোঁয়া উঠছে। এসে দেখি আগুন লেগেছে। আগুন দেখে স্থানীয় বিধায়ক গৌতম চৌধুরীকে ফোন করা হয়। ফোন করার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। দমকল কর্মীদের কাজে আমরাও সাহায্য করেছি। অনুমান শর্ট সার্কিট এর জন্য এমন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কয়েকটি গাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়। আবাসিকদের সকলকেই উদ্ধার করা হয়। দমকলের আধিকারিক রঞ্জন কুমার ঘোষ জানান, পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আমরা সময়মতো আগুনকে নেভাতে পেরেছি। এখানে বৈদ্যুতিক তার ঠিকভাবে লাগানো নেই। যাতে সেই তারগুলো ঠিকভাবে লাগানো হয় সে ব্যাপারে ফ্ল্যাটের মালিকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। ফ্ল্যাটের চারটে ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকার নন্দলাল মুখার্জি লেনেও আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় একটি পুকুরপাড়ের বেশ কিছু জায়গা জুড়ে শুকনো গাছের

ডালপালায় হঠাই আগুন ধরে যায়। প্রায় ২০ ফুট এলাকা জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পিন্টু মন্ডল জানান, আমরা খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছেই স্থানীয় থানা ও দমকলে খবর দিই। প্রায় ২০ ফুট এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ আধিকারিকের পাশাপাশি কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকল এসে পৌঁছায়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। কোনওরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কি থেকে আগুন লাগল দমকল খতিয়ে দেখছে।

দক্ষিণবঙ্গের জেলায় বহাল তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ অন্য কয়েকদিনের মতোই মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বহাল থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, শুক্রবার পর্যন্ত এমন অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। তবে এর মধ্যেই এদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। দু''এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কয়েকটি জেলায়। তবে বৃষ্টির জন্য তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। রাজ্যের বহু জেলায. তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির ওপর থাকবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসারে আগামী চার দিন কলকাতার তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি বাড়বে। বাংলা জুড়ে চলবে তীব্র তাপপ্রবাহ।

বিগত এক দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণ ও কার্য্যকলাপে আমরা আতঙ্কিত

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৩ এপ্রিল ঃ আমরা আতংকিত বিগত এক দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণ ও কার্য্যকলাপে আমরা আতঙ্কিত। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা পৃথিবীতেই এখন বৃদ্ধসমাজ জনসংখ্যার একটি উল্লেখ যোগ্য অংশ। ভারতে দুটি পেশা(ডাক্তার ও অধ্যাপক) ও একটি বিশেষ পেশা(পলিটিসিয়ান) বাদে মোটামুটি সবারই অবসরের বয়স ৬০ এবং এই বয়সের পরে সবাই সরকারী ভাবে স্বীকৃত সিনিয়র সিটিজেন। সারা পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত ও সভ্য দেশে সিনিয়র সিটিজেনদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ও নজর প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে সেইস্থলে পৃথিবীর বৃহত্তম গনতন্ত্রে বিগত এক দশক ধরে গরিষ্ঠ নাগরিকদের রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুবিধার ক্রম সংকোচনের প্রয়াস চলছে। প্রথমে আইন প্রনয়ন করে সংকোচনের প্রয়াসগুলি দেখুন। ১ আয়করের নয়া ট্যাক্স রেজিম নো কনসেসন ফর সিনিয়র সিটিজেনস। প্রথমে ছিল ঐচ্ছিক এখন ডিফল্ট আর আগামীদিনে হবে স্টাটুটরী। ২ করোনার সময়ে বয়স্কদের ভ্রমনে নিরুসাহ করার কারণ দেখিয়ে রেলওয়ে হতে সিনিয়র সিটিজেন কনসেসন প্রত্যাহার আর এখন রেল বাজেটে এই অনুচ্ছদটাই নেই ভারত নাকি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হবার দিকে চলছে আর পৃথিবীর ১ম থেকে ৫০তম ইকনমীতে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে সিনিয়র সিটিজেন কনসেসন চালু আছে কেবলমাত্র ভারতে নেই। ৩ সারা পৃথিবীর সমস্ত সভ্য অর্থনীতির দেশে সিনিয়র সিটিজেনদের চিকিৎসা বীমার একটি অংশ সরকার বহন করে আর বিগত এক দশকে বৃদ্ধ চিকিৎসাবীমার প্রিমিয়াম তিনগুনের বেশী বেরেছে আর গোদের উপর বিষফোড়া ১৮ ডিএসটি। ৪ বিগতে এক দশকে সিনিয়র সিটিজেনদের জীবনরক্ষাকারী ঔষধের দাম তিন থেকে দশগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫ সারা পৃথিবীর সমস্ত উন্নত সভ্যতার দেশে সিনিয়র সিটিজেনদের সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ, জলকর, টেলিফোন বিলে একটি নির্দিষ্ট কনসেসন থাকে, তৃতীয় বৃহত্তম ইকনমী হবার দিকে দ্রুত ধাবমান ভারতে বিগত দশকে এর একটিও লাগু হয়নি কিন্তু আজ দশ বছরের মধ্যে এই খাতে বৃদ্ধ নাগরিকদের তিন থেকে পাঁচগুন বেশী খরচা করতে হচ্ছে । ৬ যে হেতু এটি ব্যাঙ্ক কর্মীদের ফোরাম তাই কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন ব্যাঙ্কে ত সিনিযর সিটিজেনদের জন্য সুদের হার বেশী? উত্তরটা ভালো করে শুনুন ব্যাঙ্কের কাসা ডিপোজিটের ২৩ অংশ সিনিয়র সিটিজেনদের আর বিগত দশ বছরে ব্যাঙ্কগুলি মোট ১৫৩১৪৫৩ কোটি টাকা রাইট অফের নামে বৃহ পুজিপতিদের হাতে তুলে দিয়েছে এই টাকা গেছে লাভ্যাংশ থেকেই তাই বিগতে দশ বছরে সুদ কমেছে গড়ে ৩ পেনসনভোগী বাদে বৃদ্ধজনতার অধিকাংশ ও পেনসনভোগীরা আংশিক ভাবে গচ্ছিত টাকার সুদের উপর নির্ভরশীল তাদের আয়ের এক তৃতীয়াংশ কেড়ে নিয়ে ০.৫ বেশী দেওয়া কোন কনসেসন নয় বাধ্যবাধকতা রিসোর্স ধরে রাখার জন্য। এই কটি কথায় তুলে ধরার চেষ্টা করলাম শাসকগোষ্ঠীর সিনিয়র সিটিজেনদের প্রতি মনোভাব বা চিন্তন এই লেখাটি আমি কোন রাজনৈতিক প্রচার হিসেবে লিখিনি এটি বাস্তবের অনুলিপি যদি কেউ এটিকে রাজনৈতিক প্রচার ভাবেন সেটা আমার সৌভাগ্য।

সন্দেশখালিতে ভোট প্রচারে সিপিআইএম প্রার্থী নিরাপদ সরদার

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২৩ এপ্রিল ঃ সন্দেশখালি ইস্যু বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে তা সময় ই বলবে। তবে চব্বিশের লোকসভা ভোটে মুখ্য তিন প্রতিদ্বন্ধী দলের মধ্যে দুটি রাজনৈতিক দলই তাদের প্রার্থী নির্বাচন করেছে বসিরহাটের সন্দেশখালি এলাকা থেকেই। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক দল গুলির তরফে ততই জোর বাড়ছে নির্বাচনী প্রচার সহ কর্মসূচীতে। সোমবার সন্দেশখালীর খুলনায় নির্বাচনী প্রচারে নামেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী নিরাপদ সরদার । এদিন সন্দেশখালি খুলনায় বামফ্রন্টে র কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচারে বার হন তিনি। নির্বাচনী প্রচারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন বাম প্রার্থী। জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী এই বাম নেতা বলেন,যেভাবে লাল ঝান্ডার উন্মেষ ঘটেছে তাতে আগামীদিনে তৃণমূল, বিজেপি হারছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।তার কথায়, বসিরহাটের মানুষ সবসময় শান্তি চায়, বিভাজন চায়না,তৃণমূল ও বিজেপি উভয়েই যে বিভাজন করে তার অভিজ্ঞতা আছে বসিরহাটের মানুষের, তাই বসিরহাটের মানুষ এই লোকসভা তে বিজেপি ও তৃণমূল কে ভোট দেবেনা লাল ঝান্ডা কেই জেতাবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৪৪ সংখ্যা, বুধবার, ১১ বৈশাখ, ১৪৩১

ভারতের সাইবার সতর্কতা

সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে সাইবার অপরাধ। কেউ জানতে পারছে না কাকে কখন সাইবার অপরাধে বলি হতে হচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে দেশে বিদেশে বহু আলোচনা হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। কিন্তু সাইবার অপরাধকে ঠেকানো যাচ্ছে না। বহু জঙ্গি সংগঠন সাইবার অপরাধের সঙ্গে জড়িত। তাদের দিকে বিশেষ নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে ইন্টারপোল। বহু সময়ে ইন্টারপোল সাইবার অপরাধীদের খোঁজ খবর নিতে পারছে না। সাইবার অপরাধীরা এমন কয়েকটি স্থান থেকে সাইবার হানা দিতে শুরু করে দিয়েছে যার স্থান চিহ্নিত করাচা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলিও এই সব সাইবার অপরাধীদের নিকেশ করে দিতে পারছে না। তার কারণ কারা কারা এই সব সাইবার অপরাধের সঙ্গে জড়িত তার নির্দিষ্ট করে কোনও সন্ধান করতে পারছে না। যার ফলে সাইবার অপরাধীরা রাম রাজত্ব করতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও প্রায় সময়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ছে সাইবার অপরাধীরা। কিন্তু যারা সাইবার অপরাধ করছে দেশের বাইরে ভিন দেশ থেকে তাদেরকে কীভাবে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে তা নিয়ে চিন্তিত নিরাপত্তা বাহিনীরা। আবার বহু রাষ্ট্র রয়েছে যারা বিরোধী রাষ্ট্রে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সাইবার অপরাধ করে থাকে। অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানকার সেনা বা সামরিক দফতরের খোঁজ খবর নেয় এবং তথ্য সংগ্রহ করে। একটি বিশাল ধরনের আন্তর্জাতিক সাইবার মাফিয়া কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে সবার অলক্ষ্যে। এবারে ভারতের লোকসভার নির্বাচনের দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে সাইবার প্রতারকেরা। তারা যদিও সফল হতে পারছে না। তবে ফাঁক খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে কীভাবে নষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে এবং ভোটকে কীভাবে বানচাল করে দেওয়া সম্ভব তারই পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির ওপরে তাদের নিজস্ব দক্ষতা দিয়ে সব কিছুকে বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা রত। যদিও ভারতের সাইবার প্রযুক্তিবিদেরা যথেষ্ট দক্ষ এবং তারাই ভারতের সাইবার ব্যবস্থাকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। এছাড়া ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ নজর রাখতে শুরু করেছে ভারতের সাইবার প্রযুক্তির ওপরে কেউ হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে কিনা। যদি এই দক্ষ ভারতীয় প্রযুক্তিবিদেরা বুঝতে পারে কোনও প্রযুক্তির ওপরে হ্যাক করেছে সাইবার অপরাধীরা তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে সাইবার অপরাধীরা দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করতে পারছে না। ভারত বিরোধী রাষ্ট্রগুলি সব সময়ে জঙ্গিদের সহযোগিতা করছে যাতে ভারতের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বারতের তথ্য প্রযুক্তিকে যারা নিরাপদে রাখার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে তারা সব সময়ে স্যাটেলাইটের ওপরে নজর রাখতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ভারতে সীমান্ত এলাকাগুলির ওপরে বেশি করে নজর দেওয়া শুরু করেছে। তার ফলে সীমান্ত এলাকা দিয়ে কোনও জঙ্গি প্রবেশ করতে পারছে না। সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে যাতে করে ভারতের লোকসভার নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অবাধ হতে পারে।

বিশ্বনীতিতে চিন মার্কিন

ইজরায়েল, তাইওয়ান এবং ইউক্রেন মার্কিন সাহায্য পেতে চলেছে। তার ফলে বিশ্ব রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। রাশিয়া এর প্রতিবাদ করেছে। এদিকে তাইওয়ান বলতে শুরু করেছে তারা চিনের অধীনে নয়। তারা একেবারে স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন দেশ। চিন বারবার তাদের ওপরে খবরদারি করতে চেষ্টা করছে। তাইওয়ান থেকে চিনা বিমানের ওপরে হামলা শুরু করে দিয়েছিল বেশ কয়েকটি বিমানকে আকাশ পথে ধ্বংস করে দেয়। তাতেও চিনের শিক্ষা হয়নি বলে তাইওয়ান মনে করছে। এদকে চিন আমেরিকার সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সহযোগিতার রাস্তা একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু, মাদক দমন ও সামরিক ক্ষেত্রে আলোচনা। চিনকে বারবার ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। চিন আমেরিকার কোনও কথাকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করে চলেছিল। কিমও চিনের উস্কানিতে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করে চলেছে। রাশিয়াও এদিকে আমেরিকার নাকের ডগায় বসে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করছে। তারা ইউক্রেনের ওপরে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। মারিয়ুপোলের ওপরে রাশিয়া বারবার ক্ষেপনাস্ত্র আক্রমণ করেছে। এর ফলে শহরটি একেবারে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এদিকে মার্কিন হুমকিকে উপেক্ষা করে তাইওয়ানের চারপাশে চিন সামরিক মহড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন তাইওয়ানকে ভয় দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। তাইওয়ানকে তাক না করে ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেপনাস্ত্র জাপানের আর্থিক পরিমণ্ডলে গিয়ে আঘাত করেছিল। তা নিয়ে জাপান আপত্তি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের সামরিক মহড়াকে সংযত হতে জাপান নির্দেশ দিয়েছে। চিন আমেরিকাকে ভয় না পেতে পারে। কিন্তু জাপান সম্পর্কে চিনের একটা অ্যালার্জি রয়েছে। চিন কোনও সময়ে জাপানকে একেবারে চটাতে চায় না সেটা পরিষ্কার। ভারতের বিরুদ্ধে চিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে জাপান ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জাপান এবং আমেরিকা শক্তির সঙ্গে তার সঙ্গে রাশিয়ার শক্তি জাপানকে শক্তিশালী করে তুলেছে। সেই কারণে চিন ভারতের দিকে তাক করে কোনও ক্ষেপনাস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেনি। সীমান্তে চিন গুলি বর্ষন করেনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, পুরুষ এবং নারী মিলেই এই বিশ্ব সংসার। পুরুষকে বাদ যেমন দিয়ে বিশ্ব আসন তৈরি হতে পারে না। ঠিক তেমনি নারীকে বাদ দিয়ে বিশ্ব সংসার নির্মাণ হতে পারে না। সেই কারণে দরকার হচ্ছে নারী জাগরণ। জীবন নারীর সবচেয়ে সেরা কি? সেটা হচ্ছে মাতৃভক্তি। মায়ের প্রতি আকর্ষন অনুভব করা। মায়ের প্রতি যার আকর্ষন রয়েছে তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। এটা হচ্ছে মাতৃ আশির্বাদ। এর থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। মায়ের ভক্তি পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। আবার মাতৃভক্তি কোনও সময়ে ঋণ হয় না। মাতৃভক্তি হচ্ছে অকৃত্রিম।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

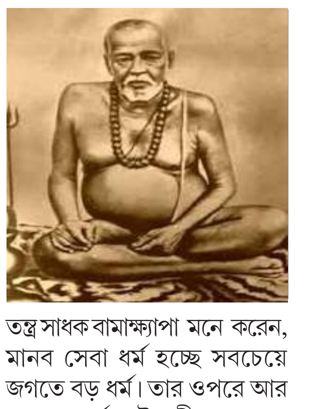

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে জগতে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম হতে পারে না। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হয়েছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী হতে হবে। তবে মায়ের সাধনা হবে। তবেই মাতৃভক্তি জাগরিত হবে। মায়ের কাছেই আছে জীবন শক্তি। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদমিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে।

লোকসভার নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে, এরই মধ্যে ‘গুলেদানন্দ’ বাবাজি ভূতের গল্প বলছেন রসিয়ে রসিয়ে

রবীন্দ্র কুমার শীল

গুলেদানন্দ এখন আবার রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে এখন ভূতের গল্প বলতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বউবাজারে বহু ভূতের বাড়ি রয়েছে বলে মনে করেন। তবে তিনি নিজেও বেশ কয়েকটি বাড়ি থেকে গিয়েছিলেন। সেখানে ভূত ছিল বলে আর দ্বিতীয়বার তিনি সেখানে পা ফেলেননি। গুলেদানন্দ একবার গিয়েছিলেন বড়াল বাড়িতে। বড়াল বাড়িতে কেউ বেশি যায় না। সন্ধ্যা হলেও সেখানে একটি মাত্র বাল্বের আলো জ্বলে। আর কোনও আলো দেখতে পাওয়া যায় না। বাড়ির মধ্যে কে যে বাস করে তাকে দেখা যায় না। দিনের বেলা কেন সন্ধ্যা বেলাতে তিনি বাইরে বের হন না। সবাই দরজার কাছে এসে বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে যায়। কার হাতে বাড়ি ভাড়া দিল তাও দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি সন্ধ্যার সময়ে বাড়ি থেকে এবার বের হন না। তাঁকে আর দেখতে পাওয়া অসম্ভব। বড়াল বাড়ির সমানে বেশ কয়েকটি বেঞ্চ রয়েছে লোহার। ‘আদ্দ্যিকালের বদ্যি বুড়ো’ বেঞ্চ বলা যেতে পারে। নকসা কাটা বেঞ্চ। ব্রিটিশ যুগের বেঞ্চ। এখনও বেঁচেবর্তে রয়েছে। বড়াল বাড়ির সমানে রয়েছে একটি বিশাল বড় আম গাছ। সেই গাছ গোটা বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে গাছের কোঠরের ভিতরে বড়াল বাড়িটি অবস্থিত। সন্ধ্যার সময়ে গা ছম ছম করতে থাকে বলে গুলেদানন্দ বলে থাকেন। আমরা কয়েকবার গিয়েছিল সেখানে বসে আড্ডা মেরে ছিলাম। আমাদের কাছ থেকে সেখানে বলে আড্ডা দেওয়ার কথা শুনেই রে করে উঠলেন গুলেদানন্দ। তোরা খবরদার সেখানে সন্ধ্যার সময়ে ওখানে যাস নি। সন্ধ্যা হলেও সেখানে আধার নেমে আসে। সেই আধারে দেখতে পাওয়া যায় কে একজন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। গুলেদানন্দ তা দেখেছেন নিজের চোখে বলে জানান। আমরা তো এতো রাত করে সেখানে থাকি না। তাই দেখতে পাইনি। তবে ভূত দেখা ভাগ্যের কথা বলে মনে করেন গুলেদানন্দ। বউবাজার এলাকার বহু প্রাচীন বনেদি বাড়ি রয়েছে। রাত হলেও সেই সব বাড়িগুলি এক একটি দৈত্য দানবে পরিণত হয় বলে মনে করেন গুলেদানদ। তবে তাঁর কথা সত্যই বটে। যত রাত বাড়তে শুরু করে ততই সব বাড়িগুলিকে দেখতে ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হবে। রাতের বেলা সব গলি সুনসান। রাস্তায় চলাফেরা করাটা খুবই মুশকিল। বাবুরাম শীল লেনের গলি দিয়ে রাতের বেলায় হঁটলে গেলে দেখতে পাওয়া যায় কেউ যেন একজন পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। আর পিছন ফিরে তাকলে আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবে পায়ের শব্দ শোনা যায়। রাত যত বাড়তে থাকে ততই ভূতের কীর্তন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বউ বাজারের মধ্যে রয়েছে আবার বেশ কয়েকটি বাঈজি ঘর। সেই সব বাঈজি ঘর এখন আসর বসে না। মদন দত্ত লেনের মুখে একেবারে বউ বাজারের সংযোগ স্থলে রয়েছে একটি বাঈজি বাড়ি। বাঈজিদের গান সেখান থেকে ঠিক সন্ধ্যা হলেও ভেসে আসতো। এখন আর বাঈজিরা থাকে না। তবে বাড়িটা রয়েছে। লোক বসতি কমতে শুরু করেছে। রাতের বেলায় সেই বাড়ির পাশ দিয়ে কেউ কেউ কাওয়ালি বা গজল রাগ প্রধান গান শুনতে পায়। পায়ের ঘুঙুর পরে নাচের শব্দও শুনতে পাওয়া গিয়েছে। সেই কারণে বেশি রাত হলে সেই বাঈজির বাড়ির পাশ দিয়ে কেউ বেশি একটা যাতাযাত করে না। বহুবাজারে রায়েছে একটি ছোট মাঠ। সেই মাঠের পাশেই রয়েছে বেশ কয়েকটি বস্তি। সেখানে আবার উড়িশার দেশের লোকেদের বেশি বসবাস। সেখানে একটি জগন্নাথদেবের মন্দিরও রয়েছে। সেই জায়গার নাম হচ্ছে ফুলবাগান। কলকাতায় ফুলবাগান দুটো রয়েছে। একটি রয়েছে রাজাবাজার ছাড়িয়ে নারকেলডাঙ্গার দিকে। আর একটি রয়েছে এই বউবাজারের গলিতে। সেখানে রাতের বেলায় গেলেই বেশ কয়েকটি ছায়া লোকের সঙ্গী হওয়ার চেষ্টা করে। জানতে পারা গিয়েছে সেইখানে আগে একটি নিষিদ্ধ পল্লি ছিল। সেই নিষিদ্ধ পল্লিতে অনেকেই রাতের বেলায় মারধোর করে টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে রেখে দুস্কৃতিরা পালিয়ে যেত। রাস্তায় মার খেয়ে পড়ে গিয়ে বহু লোকের মৃত্যু পর্যন্ত

হয়েছে। সেই সব অতৃপ্ত আত্মরা আজও রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে রাতের বেলায় এখনও চলাফেরা করতে গা ছম ছম করে। কেউ যেন পিছু নিয়েছে। পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তবে দেখতে পাওয়া যায় না। বউবাজার পার হয়ে গেলে রয়েছে কাপালিটোলা। সেখানে আগেকার সময়ে কাপালিকরা থাকতো। তারা তন্ত্র সাধনা করতো। সেখানে একটি প্রাচীন কালী মন্দির এখনও বর্তমান। তবে সেখানে এখনও রাতের বেলায় মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সেই কারণে বলে থাকে যে এখনও সেখানকার অতীতের তন্ত্র সাধকেরা অমাবস্যার রাতে এসে কালী মন্ত্র উচ্চারণ করে মায়ের আরাধনা করে। কাপালিকরা আবর কোনও লোকের সমানে দেবী পুজায় বিশ্বাসী ছিল না। তারা লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে কালী পুজো করতো। হোম করতো। যাগযজ্ঞ করতো। সেই সঙ্গে কালী নৃত্য পরিবেশন করতো। কালী নৃত্যু পরিবেশ করার সময়ে হাতে নরমুন্ডু থাকতো। এই কালী মন্দিরে আগে নাকি নরবলি দেওয়ার রীতি ছিল। শব সাধনার ব্যবস্থ ছিল। তান্ত্রিক এবং কাপালিকেরা তন্ত্র সাধনাকে সফল করতে শব সাধনা করতো। সেই কারণে এই সব অঞ্চলে লোকেরা রাতে বেলায় একাকী বের হয় না। একা বের হওয়া মানেই একটি অপ্রাকৃত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া। বো ব্যারাকে আবার সাহেব ভূত দেখতে পাওয়া যায়। এই সব সাহেব ভূত আবার রাত গভীর হলে বের হয়। বুঝতে পারা যাবে না মানুষ না ভূত। আপনার কাছ থেকে একটি সিগারেট চাইবে খেতে। গল্প করবে। তারপরে কোথায় যে মিলিয়ে যাবে তা আর বুঝতে পারবে না। হওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যায় যেন। এই রকম সাহেব ভূতের সাক্ষাৎ বহুজন পেয়েছে। সেই কারণে এখন রাতের বেলায় বো ব্যারাকে ধরে চলাফেরা খুবই মুশকিল। এই সব ভূতেরা আবার বুঝতে পারে কারা কারা বউবাজারের বাসিন্দা। তারা বউবাজারের বাসিন্দাদের বেশি বিরক্ত করে না। তবে বাইরের অচেনা লোক দেখলেই তাকে পাকড়াও করবেই করবে। এটা নিশ্চিত। গুলেদানন্দ এই রকম কত ভূতের গল্প বলেছেন তার আর ইয়োত্তা নেই। সবচেয়ে বেশি করে ভূত দেখতে পাওয়া যায় বিধায়ক ভূত এবং কাউন্সিলর ভূত। তাদের বাসা কোথায় কেউ জানেন না। তবে এই সব কাউন্সিলর ভূত আবার তাদের নিজেদের এলাকার মোহ এখনও ত্যাগ করতে পারেনি। অতি প্রিয় ছিল তাদের এলাকা। বিধায়ক ভূতের দেখা মেলে শিয়ালদহ অঞ্চলে। এই বিধায়করা জীবিত থাকার সময়ে তার এলাকাকে খুবই ভালোবাসতো। কিন্তু তারা ইহলোক ত্যাগ করে গেলেও ভুলে যেতে পারেনি নিজেদের ভালোবাসার এলাকাকে। সেই কারণে সময়ে সময়ে তারা এসে দেখা দেয়। ভালো করে ভোট দিবি। নির্ভয়ে ভোট দিবি বলে সবাইকে বলে দিয়ে যায় খুবই ফিসফাস করে। তবে এই সব বিধায়ক ভূতেরা মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। উপরন্তু নির্ভয় দান করে থাকে। শিয়ালহ বিধানসভার ভূত সবচেয়ে শক্তিশালী ভূত বলা যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের বিধানসভার ভূতের চেয়ে শক্তিশালী ভূত হচ্ছে শিয়ালদহের ভূত। কারণ শিয়ালদহের বিধায়ক ভূত গোটা পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করতো একটি সময়ে। কলকাতা থেকে মালদহ পর্যন্ত শিয়ালদহ ভূতের অধীনস্থ থাকতো। প্রভাবশালী ভূত বলা যেতে পারে। তিনি যখন এই এলাকার বিধায়ক হয়েছিলেন তখন বহু বেকার ছেলেদের চাকরি দিয়েছিল রেলে এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে। সেই সব ছেলেদের প্রিয় নেতা ছিলেন তিনি। সেই কারণে এখনও পর্যন্ত তিনি ইহজগতে না থেকেঔ নিজের প্রিয় এলাকার কথাকে একেবারে ভুলে যেতে পারেননি। এখনও তিনি বৈঠকখানা, ছৌখানসামা, স্কট লেন, জয়নায়ারণ চন্দ্র লেন, অখিল মিস্ত্রি লেন চষে বেড়ান। তাঁর বহু ছাত্র নেতারা পাল্টি খেয়ে অন্য দলের প্রবেশ করেছে বটে। তবুও তিনি ভূত হয়ে তাদেরকে সমর্থন করছেন। কারণ তিনি যখন বিধায়ক ছিলেন তখন এদেরকে নিজের হাতে করে রাজনীতির প্রাঙ্গনে নিয়ে এসেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কাউন্সিলর ভূত এখনও বাইকের পিছনে চেপে রাজাবাজার যান এটা নাকি সবাই দেখতে পেয়েছে। তিনি দলের তরুণ নেতাদের বাইক বা স্কুটারে চেপে দলীয় অফিসে যেতেন। তিনি জনদরদী কাউন্সিলর ছিলেন। শিয়ালদহ উড়াল পুলের ওপর দিয়ে কতবার যে গভীর রাতে তাকে বাইকের পিছনে ছুটে চলে দেখেছে পথচারীরা তার হিসাব করতে পারে না। ৪৮ পল্লির রাস্তাঘাট যত গভীর হতে থাকে ততই সেখানে কাউন্সিলর বিধায়ক এবং সাংসদের ভূতের আনাগোনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এই সব ভূতেরা যখন মানুষ হিসাবে ইহজগতে বসবাস করতেন তখন তারা জন দরদী নেতা বলে পরিচিত ছিলেন। কারোকে বিপদে ফেলে পালাতেন না। সবাইকে আগলে রাখতেন। সেটা নিজস্ব দলের হোক বা বিরোধী দলের হোক। সবাই তাঁর কাছে এলাকার বাসিন্দা বলে পরিচিত ছিল। নির্বাচন আসলেই এই সব ভূতের আনাগোনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারাও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা ইচ্ছা প্রকাশ করে। ভোট দেওয়া দিন রাতের বেলায় ফিসফাস করতে দেখা যায়। হঠাৎ করে কারোর হাত লেগে হোলি ট্রিনিটির চার্চের মাথা গালানো বিশাল ঘন্টাটা বেজে উঠল ঢং ঢং করে। সাত বাজলো। বিধানসভার নির্বাচনের ভোটদানের সময় শুরু হল। এখনই বিশাল লাইন হয়ে গিয়েছে। ভোট দান করার লাইন। সেন্ট পলস স্কুলে বিদ্যাসাগরের ভোট দান কেন্দ্র। এলাকার ভোটাররা এসে গিয়েছে ভোট দেবে বলে। সিপাইরা প্রস্তুত। এক এক করে ভোট দিয়ে সবাই বের হয়ে যেতে শুরু করেছে। সেন্ট পলস স্কুলে বাগানের মগডালে আগের দিন রাতের বেলায় স্থানীয় বিধায়ক ভূত পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছে। ভূতেরা বিধানসভার নির্বাচনী ব্যবস্থা দেখে খুশি। তারাও বলতে শুরু করে দিয়েছে এবারে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অবাধ হওয়া সম্ভবনা বেশি। লোকসভার নির্বাচনকে অবাধ এবং সুষ্ঠু করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। নির্বাচন কমিশন তৎপর অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করতে। তবে ভূতরা এখন থেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছে প্রয়োজন হলে তারা ব্যালট বক্স পাহারা দেবে। ব্যালট বক্সে ভোট রয়েছে। জনসাধারণের রায় রয়েছে। জনগণ ঠিক করবে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের আগামি দিনের সরকার কে বা কারা গঠন করবে। সেই কারণে এখন সারা পশ্চিমবঙ্গ তটস্থ। কোথাও কোনও রকম রাজনৈতিক ঝামেলা তৈরি করা হচ্ছে না। সবাই জনগণের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে। জনগণের রায়কে মাথায় পেতে নিয়ে এবারে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা হবে। নয়া ভারতবর্ষ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করতে শুরু করে দিয়েছে সব রাজনৈতিক দলের নেতারা। দেখা যাক কার কপালে শিকল ছেঁড়ে ।(এটি রম্য রচনা। কাউকে আঘাত করে লেখা নয়। সবাই এই লেখাকে হালকাভাবে গ্রহণ করুন। প্রচণ্ড গরমে এখন সিরিয়াস লেখা বের হচ্ছে না। হালকা চালে লেখা প্রকাশ করতে হচ্ছে। মনে কিছু করবেন না)

বারাণসী কড়চা ঃ হনুমত জন্মোৎসব একটি সনাতনী বৈদিক আর্শ মহাপর্ব

জয়দেব দাস, কাশী

হনুমত জন্মোৎসব হল একটি সনাতন বৈদিক আর্শ মহাপর্ব। চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয়। এই দিনটিকে হনুমানজির জন্ম বলে মনে করা হয়। শ্রী হনুমান মারুতি পুত্র। ‘হনুমান’ শব্দের ‘হ’ ব্রহ্মার সমার্থক, ‘ন’ অর্চনার সমার্থক, ‘মা’ লক্ষ্মীর সমার্থক এবং ‘ন’ বীরত্বের সমার্থক। হনুমত জয়ন্তী বছরে দুবার পালিত হয়, একটি চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এবং অন্যটি কার্তিক কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে। প্রথম চৈত্র শুক্ল পূর্ণিমা কার্তিক কৃষ্ণ চতুর্দশীতে পড়ছে এবং দ্বিতীয় চৈত্র শুক্লা পূর্ণিমা সকাল ২.২৭ মিনিটে পড়ছে, যা আগামী দিন ভোর ৪.১৫ পর্যন্ত থাকবে। তাই ২৩ এপ্রিল হনুমত জয়ন্তী পালিত হবে। মেষ রাশির রাশি সকাল ৬ ৪৩থেকেসকাল৮ ৩৯পর্যন্ত। বাল্মীকি রামায়ণ অনুসারে, কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে স্বাতি নক্ষত্রে হনুমান জির জন্ম হয়েছিল। একই সঙ্গে চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে হনুমান জয়ন্তী পালনের পেছনে একটি পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। শৈশবে একবার হনুমানের ক্ষুধা লাগলে তিনি সূর্যকে ফল ভেবে খেতে ধেয়ে যান। সূর্যকে গ্রাস করার চেষ্টা করেন, যার ফলে পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসে। ইন্দ্রদেব বিষয়টি জানতে পেরে হনুমানকে থামানোর জন্য বজ্র দিয়ে আক্রমণ করেন, যার ফলে হনুমান অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পবনদেব এই কথা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং সমগ্র বিশ্বজগতের প্রাণশক্তি বন্ধ করেন। পৃথিবীতে হৈচৈ পড়ে যায়। তারপর ব্রহ্মাজী বায়ু দেবকে শান্ত করেন এবং হনুমানকে জীবন দান দিলেন। মনে করা হয় চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে হনুমান এই নতুন জীবন লাভ করেছিলেন। এ কারণেই প্রতি বছর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিকে হনুমান জন্মোৎসব হিসেবেও পালন করা হয়। তামিলনাড়ু এবং কেরালায় হনুমান জয়ন্তী মার্গশীর্ষ মাসের অমাবস্যা দিনে এবং উড়িষ্যায় বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে পালিত হয়। কর্ণাটক এবং অন্ধ্র প্রদেশে, এই উৎসবটি চৈত্র পূর্ণিমা থেকে বৈশাখ মাসের ১০ম দিন পর্যন্ত পালিত হয়। হনুমান জির গুরু ছিলেন তাঁর মা, ভগবান শঙ্কর, ভগবান সূর্য এবং ঋষি মাতঙ্গ। চৈত্র পূর্ণিমায় দেবাধিদেব মহাদেবের নগরীর কাশীর বাড়ি এবং মন্দিরে, রামের ভক্তরা শিবের অংশ হনুমানের গুণগানে নিমজ্জিত হন। সুন্দরকাণ্ড প্রতিধ্বনিত হয় চহুদিক। সাজ শয্যা ও সৌন্দর্য দেখতে মন্দিরগুলোতে ভিড় জমা হয়। এর কৃতিত্বও গোস্বামী তুলসীদাসের, রামচরিতমানসে ভগবান শ্রী রামের জীবন কাহিনী সংরক্ষণ করেছিলেন। শুধু তাই নয় কাশী নগরীতে হনুমান মন্দির স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শাস্ত্র ও পুরাণের ভিত্তিতে তিনি বলেন, হনুমত হলেন ভগবান শিবের অবতার। এর ভিত্তিতে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে কাশী যখন শিবের প্রিয়, তখন তাঁর একাদশ রুদ্র অবতার হনুমান জিও তাঁর প্রিয় হওয়া উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা মাথায় রেখে তিনি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে হনুমানজির মূর্তি স্থাপন করেন এবং মন্দিরও নির্মাণ করেন। গোস্বামী তুলসীদাস সবসময় হনুমত প্রভুর শিশুরূপ পছন্দ করতেন। কাশীতে রামচরিতমানস রচনার সময় তিনি সনাতন সমাজকে শক্তিশালী ও জাগ্রত করার জন্য রামভক্ত হনুমানের এই রূপটিকেই স্মরণ করেছিলেন। তিনি আখড়াগুলিকে মন্দিরের সাথে যুক্ত করেন এবং সমাজে শৌর্য ও সাহসিকতা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রহ্লাদ ঘাটে বসবাসরত তাঁর ঘনিষ্ঠ জ্যোতিষী গঙ্গারামের সাহায্য নেন। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত ১২০০ টাকা দিয়ে, কাশীতে শৌর্য নায়ক হনুমানের বারটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, যার মধ্যে সাতটি শিশুরূপী হনুমান মূর্তি দিয়ে সজ্জিত। তুলসীদাস কর্নঘন্টা বনাঞ্চলে দক্ষিণমুখী শিশু হনুমানের মূর্তি স্থাপন করেন। পক্কা মহাল রাজমন্দির এলাকায় বুন্দি রাজপরিবারের পরকোটা দালানে গোস্বামীজি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হনুমান মন্দিরটিও শিশু রূপে, দক্ষিণমুখী এবং একটি বিশাল গাছের নিচে প্রতিষ্ঠিত। দারানগরের মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরে দুটি প্রতিমা স্থাপন করেন তুলসীদাস। প্রধান উঠানের একটিতে দক্ষিণমুখী শিশু রূপ রয়েছে। গ্রহের দোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি মন্দিরের পূর্বদিকে বট গাছের নিচে আর একটি মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। তুলসীদাস প্রহ্লাদঘাটে দক্ষিণমুখী হনুমান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মহামারী দ্বারা ভীত জনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে। এখানেও তার আখড়া। (ক্রমশ)

বাংলার মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের ব্যক্তিত্বের কথা আজও টালিগঞ্জে চর্চিত

বিশেষ প্রতিবেদক

ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতেন না কেউ, এমনই ব্যক্তিত্ব ছিল । সুচিত্রা সেন অভিনীত বিখ্যাত ছবি ‘কমললতা’ তে প্রখ্যাত হেয়ার ড্রেসার গোষ্ঠকুমারের সহকারী ছিলেন অসিত দাস । এ ছবিতেই সুচিত্রা সেনের কেশবিন্যাসে প্রথম হাত পড়ে অসিতবাবুর । মহানায়িকার হেয়ার ড্রেসিংয়ের সেই অভিজ্ঞতার কথা আজও তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল । শ্রীমতি সেনের হেয়ার ড্রেসিংয়ের আসল কাজগুলো গোষ্ঠকুমারই করতেন । মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে তবেই সহকারীকে ডাকতেন । অসিতবাবু বলেন, ‘ সুচিত্রা সেন এতবড় একজন পার্সোনালিটি যে তাঁর সঙ্গে গোড়ার দিকে কথা বলতেই আমার ভয় করত । তবে যতই ম্যাডামের সঙ্গে কাজ করেছি ততই একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । পরে অন্যান্য ছবিতে দেখেছি কোন্ দৃশ্যে কেশবিন্যাস কেমন হবে তা নিয়ে উনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন । আমি কোনো পরামর্শ দিলে উনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, কখনও কোনও রকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেননি। আউটডোরে যখন যেতাম তখন হয়তো ম্যাডাম পরদিন যে শুটিং হবে তার স্ক্রিপ্টে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন, আমাকে ডেকে পাঠাতেন । নানান ধরনের দৃশ্য । কোন দৃশ্যে চুল কীভাবে বাঁধলে ঠিক লাগবে আমাকে জিজ্ঞেস করে খানিকক্ষণ হয়তো আলোচনা করলেন তারপর ম্যাডাম হেসে বললেন, ঠিক আছে অসিত, তোমার কেরামতি দেখা যাবে । বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালী যুগ। কেমন ছিল সুচিত্রা সেনের চুলের ধরন ? অসিতবাবু জানান, ম্যাডামের চুল খুবই ভাল ছিল । সফট এবং বেশ ঘন । সফট হেয়ার বলে ওঁর হেয়ার ড্রেসিংয়ের কাজ করে আনন্দ ছিল । তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যা হয় চুল ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসে । তবে ম্যাডাম সাধারণত ব্যাক কম্বিং করতে দিতেন না । ব্যাক কম্বিং করলে কি হয়, যেহেতু খোলা চুলটা বাউন্স করে মনে হয় যেন খুব ঘন চুল । গোটা ব্যাপারটা অবশ্য চিরুনির সাহায্যেই করা হয় । তবে ব্যাক কম্বিং অর্থাৎ চুল পুরো উল্টে আঁচড়ালে যেহেতু চুল খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় । তাই ম্যাডাম ব্যাক কম্বিং করতে দিতেন না । ইদানিং সায়েন্স সবদিকে খুব উন্নত হয়েছে । চুলের জন্যও অনেক নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু তখন তো এত জিনিস ছিল না । তবে কখনও কখনও প্রয়োজন পড়লে মিসেস সেনকে ব্যাক কম্বিং করেছি বৈকি । কিন্তু শ্যুট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর চুলকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতাম । ‘মস ‘ নামে একটা কেমিক্যাল আছে । কখনও মস লাগিয়ে, চুলে ভালভাবে তেল মাখিয়ে মোটা দাঁড়ার চিরুনি দিয়ে ব্যাক কম্বিং হেয়ার আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতাম। বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালী যুগ । কমললতা, দেবী চৌধুরানী, দত্তা, প্রণয় পাশা, আঁধি ইত্যাদি অনেক ছবিতেই সুচিত্রা সেনের হেয়ার ড্রেসার হিসেবে কাজ করেছেন অসিতবাবু । শ্রীমতি সেনকে কী ধরনের চুলে সব থেকে ভালো লাগত জিজ্ঞেস করেছিলাম । অসিতবাবু বললেন, ‘ সব ধরনের চুলেই মানিয়ে নিতেন ম্যাডাম । আসলে ওঁর মুখটা আর ফিগার এত সুন্দর ছিল যেভাবেই চুল বাঁধুন তাঁকে খারাপ লাগত না কখনও । তবে মিসেস সেনকে সব থেকে ভালো লাগত যখন সামান্য ব্যাক কম্বিং করে তাঁর পুরো চুলটাকে পেছন দিকে টেনে শক্ত করে বাঁধা হতো । মনে করে দেখুন, ‘সপ্তপদী’ রীণা ব্রাউনের হেয়ার স্টাইল এরকমই ছিল । আরও অনেক ছবিতে ম্যাডামের চুল ব্যাক কম্বিং করা হয়েছে । তবে ওই ব্যাক কম্বিং কতটা হবে উনি নিজেই বলে দিতেন । অনেক সময় ব্যাক কম্বিং করলে চুলে চুল জড়িয়ে গিঁট পড়ে যায় । এরকম কোনও সমস্যা হলে কী করবেন একবার মিসেস সেন আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন । তাঁকে বলেছিলাম , আপনি বাড়ি গিয়ে প্রথমেই খানিকটা অলিভ অয়েল একটু গরম করে ভালভাবে মাথায় ম্যাসাজ করবেন । এতে চুল নরম হয় । তখন চুলের গিঁট সহজেই ছাড়িয়ে নেওয়া যায় । তেলটা খানিকক্ষণ মাথায় রাখার পর শ্যাম্পু করে নিলেই চুল আবার আগের মতো হয়ে যায় । অলিভ অয়েল লাগানোর কথা বলেছিলাম কারণ, এটা কন্ডিশনারের কাজ করে । মিসেস সেন আমার পরামর্শ অনুযায়ী চুলের যত্ন নিতেন । আর এতে যথেষ্ট উপকারও পেয়েছিলেন । সাইড পার্টিং চুলেও কিন্তু ম্যাডামকে দারুণ লাগত । অসিতবাবু আরও বললেন, ‘ মিসেস সেন তাঁর মেকআপ, চুল, কস্টিউম ইত্যাদির ক্ষেত্রে সচেতন

প্রখর রোদের তাপকে উপেক্ষা করে ইটাহারে নির্বাচনী প্রচার ও রোড শো বিপ্লব মিত্রের

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৩ এপ্রিল ঃ হাতে মাত্র আর দুইদিন তার আগে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের ইটাহারে শেষ নির্বাচনী প্রচার ও রোড শো করলেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। আগামী ২৬ এপ্রিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৬ নং বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচন। মঙ্গলবার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের ইটাহারে বিভিন্ন এলাকা জুড়ে গ্রীষ্মের দাবদহ ও সূর্যের প্রখর তাপকে উপেক্ষা করে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী তথা রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ও জেলার ভূমিপুত্র বিপ্লব মিত্র এইদিন দুপুরে ইটাহারে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটি নির্বাচনী প্রচার, রোড শো ও জনসংযোগ সভা করলেন। ওই নির্বাচনী প্রচার ও সভা থেকে বাংলার প্রতি বিজেপির বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে কার্যত বিজেপিকে এক হাত নিলেন প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। এর পাশাপাশি তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন এই নির্বাচনী প্রচার ও সভায়। লোকসভা নির্বাচনের প্রচার, রোড শো ও জনসংযোগ সভা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। শাসক ও বিরোধীদল একে অপরকে এক ইঞ্চি ও জমি ছাড়তে নারাজ। তার আগে মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের ইটাহারে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে জেলার ভূমিপুত্র তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ও রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের নির্বাচনী প্রচার, রোডশো ও জনসংযোগ সভায় তথা প্রার্থী তথা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ইটাহার এলাকার বাসিন্দাদের আগামী ২৬ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচনের দিন দলের প্রতীকি জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। দ্বিতীয় দফায় আগামী ২৬ এপ্রিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা লোকসভা নির্বাচন তারই আগে জোরকদমে গ্রীষ্মের দাবদহ ও সূর্যের প্রখর তাপকে উপেক্ষা করে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের ইটাহারে বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনী প্রচার, রোড শো ও জনসংযোগ সভা করলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তথা জেলার ভূমিপুত্র ও বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। এই দিন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের ইটাহারে তৃণমূল প্রার্থী তথা জেলার ভূমিপুত্র ও রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের সাথে উপস্থিত ছিলেন ইটাহার বিধানসভার বিধায়ক মোশারফ হোসেন মিয়া সহ ওই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

ফরাক্কার অর্জুনপুর হাইস্কুলে চাকুরি চ্যুত ৩৬ জন শিক্ষক- শিক্ষিকা

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ২৩ এপ্রিল ঃ ফরাক্কার অর্জুনপুর হাইস্কুলে চাকুরি চ্যুত ৩৬ জন শিক্ষক- শিক্ষিকা। ৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৬ জনই বাতিলের তালিকায়! সোমবার ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশে চাকুরি হারিয়েছেন প্রায় ২৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষক- শিক্ষিকা এবং শিক্ষা কর্মী। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুর হাইস্কুলেই শুধুমাত্র চাকুরিচ্যুত হয়েছেন ৩৬ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা। তারা প্রত্যেকেই ২০১৬ সালের প্যানেলের শিক্ষক - শিক্ষিকা। স্কুল সূত্রে খবর, ফরাক্কার অর্জুনপুর হাই স্কুলে মোট শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা ৬০ জন। পাশাপাশি পার্শশিক্ষক রয়েছেন ৭ জন। পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় দশ হাজারেরও বেশি। এদিকে ২০১৬ সালের প্যানেলের তালিকাভুক্ত ছিলেন ৩৬ জন শিক্ষক- শিক্ষিকা। ফলে তারা সকলেই বাতিলের তালিকায়। ৩৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা চাকুরী চ্যুত হয়ে যাওয়ায় স্কুলে শিক্ষক - শিক্ষিকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ জন। দশ হাজারের বেশি ছাত্র - ছাত্রীদের মোট ২৪ জন শিক্ষক- শিক্ষিকাকে কিভাবে স্কুলে পঠন- পাঠন দেওয়া হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

টিআরডি পরিবর্তনের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: টিআরডি/এলএমজি/০৬ অফ ২০২৪-২৫; তারিখ: ১৮-০৪-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং.: ইএল-টিআরডি-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-২১; কাজের নাম: লামডিং-ফরকাটিং সেকশনে ২২টি পুনর্নির্মাণ এবং ৩টি অতিরিক্ত ওপেনিং -এর জন্য আরসিসি বক্স নির্মাণের সাথে যুক্ত টিআরডি পরিবর্তনের কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ₹ ১,৭৪,৩৩,৫৯২.৩৩/-; বায়না মূল্য: ₹ ২,৩৭,৫০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২০-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫ ০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহক সেবায়

রাজগঞ্জে বন্ধ আরও একটি চা বাগান, ক্ষোভ শ্রমিকদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল ঃ বন্ধ হয়ে গেল জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের আরও একটি চা বাগান। রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাওদা ভিটার প্রণবানন্দ এগ্রো স্টোরস প্রাইভেট লিমিটেড নামে চা বাগানটিতে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ভোটের আবহে কর্মহীন হয়ে পড়লেন ৬৪ জন শ্রমিক। মঙ্গলবার সকালে কাজে গিয়ে বাগান বন্ধের নোটিশ দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন চা শ্রমিকরা। তারা জানান, কোনওরকম আলোচনা না করে অন্যায়ভাবে বাগান বন্ধের নোটিশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অবিলম্বে বাগান খোলা না হলে তারা নিজেরাই বাগান পরিচর্যা করে পাতা তুলে নেবেন বলে জানান। চা বাগান কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মোশারফ হোসেন। তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে রাজগঞ্জ থানার আইসি, ডিএলসি, বিডিও সহ সমস্ত জায়গায় জানানো হবে।' এদিকে, বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি, বার বার আলোচনা করেও ফলপ্রসূ না হওয়ায় বাগান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে তারা।

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্টের চুক্তি প্রদান

নং.: কম/জি৩০/এসটিবিএ/করেস/পিটি-১ তারিখ : ২২.০৪.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে খড়গপুর ডিভিসনের নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট প্রদানের জন্য আবেদন আহ্বান করছেন :—

স্টেশন	শ্রেণী	স্থানের কোড	চুক্তির মেয়াদ
ভঞ্জপুর (ভিজেডআর)	এনএসজি-৬	ভিজেডআর-I	৩ বছর
দেশপ্রাণ (ডিএসপিএন)	এনএসজি-৬	ডিএসপিএন-I	
খেমাসুলি (কেএসও)	এনএসজি-৬	কেএসও-I	
কলাইকুণ্ডা (কেকেকিউ)	এনএসজি-৬	কেকেকিউ-I	
বেনাপুর (বিপিই)	এনএসজি-৬	বিপিই-I	
বখরাবাদ (ভিকেডি)	এনএসজি-৬	ভিকেডি-I	
বেতনটি (বিটিকিউ)	এনএসজি-৪	বিটিকিউ-I	২১.০৮.২০২৪ পর্যন্ত

জমার তারিখ : ১৫.০৫.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে। **খোলার তারিখ :** ১৫.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **স্থান :** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, খড়গপুর।

যোগ্যতার শর্তাবলী, স্থান, আবেদনের বয়ান এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট www.ser.indianrailways.gov.in-তে পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার সংক্রান্ত যে কোনও জিজ্ঞাস্যের উত্তর সিনিয়র ডিসিএম-এর কার্যালয় থেকে যে কোনও কাজের দিন কাজের সময়ে পাওয়া যাবে।

বি.দ্র. : অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন, টেন্ডার জমা/টেন্ডার বাক্স খোলার দিন যদি রাজ্য সরকারের কোনও আদেশানুসারে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যহত হয় তাহলে সেটি পিছিয়ে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে, জমা/টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখ পরবর্তী স্বাভাবিক কাজের দিনে পুনর্নির্ধারিত করা হবে।

(PR-72) ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল)/খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিজিএসটি-ইটিএন-ওকিউসি-জিডিজিটি-২৪-২৫, তারিখ: ১৯.০৪.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং: এসডিজিএসটি-ইটিএন-ওকিউসি-জিডিজিটি-২৪-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিশনের শেওড়াফুলি-গোঘাট শাখায় পুরনো এবং জীর্ণ ৬ কোয়াড কেবল প্রতিস্থাপন। **বিডিং সিস্টেম:** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৩,৫৭,৭৪,২৩২.৪০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৩,২৮,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ১৮.০৪.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬.৫৫ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২৯.০৪.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৩.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** তে পাওয়া যাবে।

HWH-23/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অধিসূচনা

কাটিহার মণ্ডলের গতি শক্তি ইউনিটগুলির জন্য পরিষেবার প্রয়োজনে মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনরায় নিয়োগ

এই অফিসের ১৪-০৩-২০২৪ তারিখের সমসংখ্যায় জারি করা পূর্ববর্তী অধিসূচনা বাহাল রেখে নিম্নলিখিত অধিসূচনা জারি করা হয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডের এল/সংখ্যা. ২০২১/ডব্লিউ-১/জিইএনএল./গতি শক্তি, তারিখঃ ২৭/০৭/২০২২ এর পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার মণ্ডলের গতি শক্তি ইউনিটে ভারতীয় রেলওয়ে থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনরায় নিয়োগের মাধ্যমে, মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদগুলি পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতএব, ইচ্ছুক প্রাক্তন কর্মীদের কাছ থেকে আবেদন পত্র, যারা নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ করেন এবং রেলওয়ে পরিষেবা থেকে অবসর নিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে আবেদন পত্র আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যাতে ডিওয়াই.সিই/জিএস/কাটিহার কার্যালয়ের অধীনে গতি শক্তি ইউনিটে আগামী ০৬-০৫-২০২৪ বা তার পূর্বে ১৭.০০ ঘন্টা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়।

ক্রমিক সংখ্যা	পদবী	শ্রেণী	আবশ্যকীয় কর্মচারী সংখ্যা
১	ইঞ্জিনিয়ারিং	এসএসই ওয়ার্কস	০৩
২	ইঞ্জিনিয়ারিং	এসএসই পি.ওয়ে	০১
		মোট	০৪

এই বিজ্ঞপ্তির বিস্তৃত বিবরণ এবং আবেদন প্র-পত্র www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

ডিওয়াই.সিই/জিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কোনো হাসপাতাল- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে না টিবি রোগের ওষুধ, দুশ্চিন্তায় রোগীরা

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ২৩ এপ্রিল ঃ কোনো হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে না টিবি রোগের ওষুধ। চরম দুশ্চিন্তায় টিবি রোগীরা। বারবার হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও টিবির ওষুধ না পেয়ে আতঙ্কিত রোগী থেকে শুরু করে পরিবারের সদস্যরা। কোন ফার্মেসি কিংবা বেসরকারি সংস্থা তেও কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না এই টিবি রোগের ওষুধ। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং হাসপাতালেও নেই টিবি রোগের ওষুধ। টিবির ওষুধ না পেয়ে ক্রমশ শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে রোগীদের। বাড়ছে মৃত্যু ঝুঁকিও। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা গুলোতেই মূলতঃ টিবি রোগীর সংখ্যা বেশি। শুধুমাত্র সামশেরগঞ্জ এলাকাতেই চার শতাধিক টিবি আক্রান্ত রোগী রয়েছেন বলেই খবর। তার মধ্যে রয়েছে কঠিনতর টিবি এম ডি আর রোগীও। টিবি আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের অভিযোগ, প্রায় দেড় মাস থেকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার কোন হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে টিবির ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। বারংবার হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রতে একটা ওষুধের জন্য ঘোরাফেরা করলেও ওষুধ না পেয়ে কার্যত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন পরিবারের সদস্যরা। প্রতিদিন টিবি রোগীদের জন্য চার থেকে পাঁচ রকমের ওষুধ খাওয়া বাধ্যতামূলক হলেও একটিও ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরেও কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না ওষুধ। ফলে তারা কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। চিকিৎসক মহল জানিয়েছেন, টিবি রোগীর প্রত্যেকদিন ওষুধ খাওয়া বাধ্যতামূলক। একদিন ওষুধ বাদ পড়লেই রোগ অত্যাধিক হারে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়তে পারে মৃত্যু ঝুঁকিও। পাশাপাশি ক্রমশই বাড়বে সংক্রমণের সংখ্যা। কিন্তু এই মুহূর্তে দেড় মাস ধরে ওষুধ না পাওয়া যাওয়ায় রোগীদের দুশ্চিন্তা শতভাগ বেড়েছে। এদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, আমাদের কাছে কোনরকম ওষুধ না আসায় আমরা দিতে পারছি না। বিড়ি শ্রমিক এলাকায় একদিকে যখন টিবি রোগের আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে ঠিক তখন এই রোগীদের চিকিৎসার জন্য ওষুধ দেওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না হাজার হাজার টিবি রোগী। অবিলম্বে টিবি রোগীদের জন্য সরকারের কাছে পর্যাপ্ত ওষুধ পাঠানোর দাবি করেছেন তারা।

কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য সহ জোটের পাঁচ শতাধিক কর্মী যোগ দিলো তৃণমূলে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ এপ্রিল ঃ শিয়রে লোকসভা ভোট। নির্বাচনের বাকি আর মাত্র দুই সপ্তাহ। তার আগে আবার ভাঙন কংগ্রেস-সিপিএম শিবিরে। কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতেই ভাঙন। তৃণমূলের দাপুটে জেলা পরিষদ সদস্যের হাত ধরে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য সহ কংগ্রেস সিপিএম জোটের প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী যোগ দিলো তৃণমূলে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে বুথ গুলোতে ধরাশায়ী হয়েছিল তৃণমূল। সেই তিনটি বুথেই এই যোগদানের ফলে লোকসভার আগে চনমনে শাসক শিবির। অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থীর গড়েই দলের ভাঙন রুখতে ব্যর্থ জোট। যদিও এই যোগদানকে একদমই গুরুত্ব দিতে নারাজ কংগ্রেস। ভোটের প্রাক্কালে যোগদান রাজনীতি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের চিরুনি মোড়, বাসুদেবপুর এবং তিমিরপুরা বুথে বড়সড় ভাঙন কংগ্রেস সিপিএম শিবিরে। সোমবার রাতে তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য দাপুটে নেতা বুলবুল খানের নেতৃত্বে হয় এই যোগদান কর্মসূচি। কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য মনিরুল হকের সঙ্গে কংগ্রেস সিপিএম জোটের তিনটি বুথের প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী এদিন যোগ দেয় তৃণমূলে। এই এলাকা কংগ্রেসের গড় হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে গেলেও পঞ্চায়েত ভোটে এই এলাকায় শক্তি প্রদর্শন করেছিল কংগ্রেস। লড়াইয়ে ধারে কাছে ছিল না তৃণমূল। সেখানে এবার লোকসভা ভোটের আগে এই যোগদান। মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম। একদিকে যখন ভূমিপুত্র মোস্তাক নিজের বিধানসভা থেকে বড় লিড নেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। সেই সময় তার হোম গ্রাউন্ডে তার ঘরেই ভাঙন। পঞ্চায়েত ভোটে যে এলাকা গুলোতে তৃণমূল দুর্বল ছিল সেই এলাকাগুলোতেই বুলবুল খানের নেতৃত্ব হচ্ছে একের পর এক যোগদান। যোগদানকারীদের দাবি তারা উন্নয়নে শামিল হতে চেয়েছেন। তাই তৃণমূলে যোগ দিলেন। বুলবুল খানের মতে তৃণমূলের কিছু নেতার জন্যই এই এলাকা গুলোতে খারাপ ফল হতো। লোকসভা ভোটে এবার বড় লিড পাবে তৃণমূল। খেলা হওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন এই দাপুটে জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। যদিও পাল্টা কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি তথা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষের স্বামী আব্দুস শোভানের দাবি যোগদান মিথ্যে। ভয় দেখিয়ে পাঁচজনকে যোগ করিয়ে বলছে ৫০০ জন। এর কোন প্রভাব পড়বে না লোকসভায়। হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ ভূমিপুত্রকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডব্লু_এলএলএইচ_২৩_২০২৩-২৪_আর১, তারিখঃ ১৮.০৪.২০২৪। ডেপুটি সিএমই/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য কারিগরী ক্ষমতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়ায় তিন বছরের জন্য এসি কোচে রোবোটিক এসি ডাক্ট ক্লিনিং এবং ওজোন দ্বারা স্টেরিলাইজেশন = ১৮০০ টি কোচ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,৯০,০৩,৪৭২ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৯৫,০০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in**

MISC-29/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
April 25, 2024	06:00 PM	Kenilworth Hotel, 1&2 Little Russel Street, Kolkata - 700 071.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

মনোনয়ন জমা দিতে এসে দিলীপ ঘোষকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মানতে নারাজ কীর্তি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ এপ্রিল ঃ ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে দলীয় কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি ঝাঁ আজাদ। এদিন সকালে বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পূজো দিয়ে বর্ধমানের টাউন হল থেকে কার্জনগেট পর্যন্ত বিশাল মিছিল সহকারে এসে কোর্ট চত্বর থেকে চারজন প্রস্তাবক ও সমর্থক নিয়ে জেলাশাসকের কার্যালয়ে যান প্রার্থী। এদিন পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে সম্পূর্ণ বাঙালি সাজে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন কীর্তি। তার সাথে মিছিলে পা মেলান রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, জেলা তৃণমূলের যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, বিধায়ক খোকন দাস, শহর তৃণমূলের সভাপতি তন্ময় সিংহ রায়, বিধায়ক নেপাল ঘোড়ুই, তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল প্রামাণিক, আজিজুর রহমান সহ জেলা তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন প্রার্থী কীর্তি ঝাঁ আজাদ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, জনগন ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বর্ধমান-- দুর্গাপুর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস লক্ষাধিক ভোটে জয় লাভ করবে। সেই জায়গায় আমরাও জয়ের বিষয় নিশ্চিত। তৃণমূলের বুথ স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত নেতা-কর্মীরা সমন্বয়ে কাজ করছে। তিনি আরো বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন প্রচুর কলকারখানা বন্ধ, জাতীয় সড়কে ফ্লাইওভার নিয়ে কিছু সমস্যা এবং তালিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন স্টেডিয়ামে অসামাজিক কার্যকলাপের আখারা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবেন বলে জানান তৃণমূল প্রার্থী। এদিন তার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভাবতে নারাজ বলে জানিয়েছেন কীর্তি। তিনি এদিন দিলীপ ঘোষকে নিশানা করে বলেন, এই কেন্দ্রের যিনি বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন তিনি কখন কি বলেন বোঝা দায়। গত দিন একটি সত্য কথা তার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল যে তৃণমূল কে সবাই সহানুভূতির সাথে দেখছে। অর্থাৎ মানুষ তৃণমূলকে যে সহানুভূতি দেখাচ্ছে তা বিজেপিকে দেখাচ্ছে না বলে এদিন কটাক্ষ করেন তিনি। মিছিল শেষে জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, এইরকম প্রচার চাইছেন সাধারণ মানুষ আর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষ ভোট দিয়ে দুই কেন্দ্রে অর্থাৎ বর্ধমান পূর্ব ও বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভায় তৃণমূলকে জেতাবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এদিন দ্রুত মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ করে প্রার্থী সহ উপস্থিত জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ভাতাড়ের এড়ুয়ার গ্রামে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর একটি প্রচার সভায় যোগ দিতে চলে যান।

৩০টি আসন, ২য় এইমস হাসপাতাল তৈরীর প্রতিশ্রুতি শাহর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল ঃ রাজ্যে বিজেপি তিরিশটি আসন পেলেই উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় এইমস হাসপাতাল তৈরী করার প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভোটের প্রচারে শেষ বেলায় এসে এইমস তৈরীর গ্যারেন্টি দিয়ে গেলেন নরেন্দ্র মোদীর সরকারের দ্বিতীয় ব্যাক্তি অমিত শাহ। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কার্তিক চন্দ্র পালের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসে এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া হাই স্কুল মাঠে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি।

বিএসএফের বড়সড় সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৩ এপ্রিল ঃ নদীয়ার গেদে ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের আবারও বড়সড় সাফল্য। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার গেদে হালদারপাড়া থেকে এদিন দুপুর বেলায় বিএসএফ টহল দিচ্ছিল। টহল দেওয়ার সময় তিন মোটরসাইকেল আরোহীকে দেখতে পায় বিএসএফের জওয়ানরা। দেখামাত্রই তাদের তারা করলে তারা বাইক রেখে পালিয়ে যায়। এরপর বিএসএফ তল্লাশি চালালে সোনার ওপরে পাথর বসানো কিছু গহনা ও কিছু নগদ টাকা তিনটি মোটরসাইকেল সহ এক মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। গেদে সীমান্তের বিএসএফ ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়ান উদ্ধার হওয়া সমস্ত গহনা ও নগদ টাকা বার্নপুর শুল্ক বিভাগের হাতে তুলে দেয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী গুলোর বাজার মূল্য আনুমানিক ৩৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৬৬ টাকা বলে দাবি করে বিএসএফ। ঘটনায় কারা কারা জড়িত এবং উদ্ধার হওয়া সামগ্রী কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তার তদন্ত শুরু করেছে সীমান্তরক্ষী সহ কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নংঃ ১, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১০৮০-২০২৩-২৪-এ-আর। কাজের বিবরণঃ** তিনটি প্রিমিয়াম ট্রেন যেমন ১২৩১৩/১২৩১৪ (শিয়ালদহ-নিউ দিল্লী) রাজধানী এক্সপ্রেস, ১২২৫৯/১২২৬০ (শিয়ালদহ-বিকানের) দুরন্ত এক্সপ্রেস এবং ২২৩১৭/২২৩১৮ (শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই) হামসফর এক্সপ্রেস ব্যতীত এক (০১) বছরের জন্য যে কোন ধরনের স্পেশাল ট্রেনের (এসজি এবং এলএইচবি) জন্য শিয়ালদহ স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করা ট্রেনগুলিতে পথিমধ্যে ট্রাবল শুটিং, অপারেশন, রেকর্ড কিপিং, এইচওজি কাপলিংয়ের অ্যাটাচমেন্ট এবং ডিটাচমেন্টের জন্য এসকর্টিং স্কিলড্ আউট-সোর্সড্ স্টাফ ভাড়ার জন্য প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,৪২,৫১,৯৫৩.৬৬ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩,২১,৩০০ টাকা। **ক্রমিক নংঃ ২, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১০৮১-২০২৩-২৪-এ-আর। কাজের বিবরণঃ** আন্তর্জাতিক ট্রেন যেমন ১৩১০৯/১৩১১০ (কলকাতা-ঢাকা) মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং (কলকাতা-খুলনা) বন্ধন এক্সপ্রেস ব্যতীত এক (০১) বছরের জন্য যে কোন ধরনের স্পেশাল ট্রেনের (এসজি এবং এলএইচবি) জন্য কলকাতা স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করা ট্রেনগুলিতে পথিমধ্যে ট্রাবল শুটিং, অপারেশন, রেকর্ড কিপিং, এইচওজি কাপলিংয়ের অ্যাটাচমেন্ট এবং ডিটাচমেন্টের জন্য এসকর্টিং স্কিলড্ আউট-সোর্সড্ স্টাফ ভাড়ার জন্য প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,২২,৮০,৯৪১.৬১ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩,১১,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। **টেন্ডার প্রকাশনের তারিখঃ** ১৮.০৪.২০২৪ তারিখ। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২৬.০৪.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-20/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক রেজিস্টার

অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় ''এ'' ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রাঙ্গণ নং ০২০৩৬০, প্লট নং ডি এইচ ৬ /২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ

যেখানে আপনি নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণ গ্রহীতা, গ্যারান্টর এবং বন্ধকীরা তাদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন। আপনার সকলের ডিফল্টের ফলে, আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে একটি সুরক্ষিত পাওনাদার এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ২ এর সাথে পড়ুন, ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতার / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদেরকে কলাম নং ২-এ উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নোটিশ, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের কিছু নোটিশ পরিবেশন করা যায়নি।

ক্রম নং	নাম ও ঠিকানা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার / বন্ধক-এর	লোন অ্যাকাউন্ট নং / লোন মূল্য / শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	NPA এর তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	বকেয়া টাকার পরিমাণ
১	১. জগন্নাথ হালদার এস/ও কাঙাল হালদার, ২. পুতুল হালদার, দুজনেই এক সাথে রায়নগর, দক্ষিণ বারাসাত, জয়নগর-১, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৩৭২-এ থাকেন।	৩৩০৬২১০১ ৭০০০০০১০ / টাকা ৭,০০,০০০ /- / ৩৩০৬- কমাল গাজী	মৌজা- রায়নগর, জেএল নং ৪৯, তৌজি নং ৩৭৯, আরএস-এ অবস্থিত প্রায় ১.৫ ছটাক একটি জমি পরিমাপের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। খতিয়ান নং ২৩২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬১০, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৮৪৩, P.S- জয়নগর হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণার আওতাভুক্ত এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুযায়ী সীমানাঃ উত্তর-গোবিন্দ মণ্ডলের ডাং জমি, দক্ষিণ-৪ ফিট ওয়াইড কমন প্যাসেজ, পূর্ব - সতীশ চন্দ্র মালির বাস্তু জমি, পশ্চিম - বুদ্ধেশ্বরের বাস্তু জমি পুতুল হালদারের মালিকানাধীন (আপনার মধ্যে নং ২) একটি পার্টিশন ডিড তারিখে -২১.০১.২০১৯ তারিখে A.D.S.R দক্ষিণ বারাসাত জেলা- দক্ষিণ-এ। ২৪ পরগণা হচ্ছে ২০১৯ সালের দলিল নং ১৩৮। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার মেমোরেন্ডাম, তারিখ-২৫.০৩.২০১৯ এবং সাধারণ বন্ধকের দলিল তারিখ ১১.০৪.২০১৯	০৮.০২.২০২২ এবং ০৬.০২.২০২৪	টাকা ১০,২৪,২৮৬.৪৬ ০৬.০২.২০২৪ পর্যন্ত
২	১. নিতাই দাস ও গোপাল দাস ২. ডালিয়া দাস @ ডালিয়া দাস এবং নিতাই দাস, উভয়ই জিয়াখালি, তালিত্য, জিয়াখালি, ল্যান্ডমার্ক- তালিত্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৬৪১-এ থাকেন।	৩৩৪৭২১০১ ৭০০০০০০১ / টাকা ৭,০০,০০০ /- / ৩৩৪৭- পাঁশকুড়া	বাস্তু সম্পত্তি পরিমাপের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল মৌজা- তালিত্য ০.০৪৬৬ একর রূপান্তরিত জমি ০.০৩৫০ একর, জে . এল. নং ৩৫, আর.এস. খতিয়ান নং ২৪৫, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৮৬৪, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ৩৯৬৭, আর.এস. এল.আর. প্লট নং ১২৯১, জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর, কেশপাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে P.S পাঁশকুড়া এবং একটি তলা আবাসিক বিল্ডিং পূর্বোক্ত জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং দলিল নং ১৫৯১ অনুসারে সমস্ত উন্নতির সীমানা- উত্তরঃ অবশিষ্ট জমি প্লট নং ১২৯১ দক্ষিণঃ বিশ্রাম জমি প্লট নং ১২৯১ পূর্বঃ আর.এস ও এল.আর প্লট নং ১২৯২ পশ্চিমঃ জমির মালিক হরেকৃষ্ণ শাসমল দলিল নং ১৫৯০ অনুযায়ী সীমানাঃ উত্তর দক্ষিণ পশ্চিমঃ বিশ্রাম প্লট নং ১২৯১ পূর্ব ঃ আর.এস ও এল.আর প্লট নং ১২৯২ মিঃ নিতাই দাস এবং মিসেস ডালিয়া দাস @ ডালিয়া দাস (আপনার মধ্যে নং ১ এবং ২) এর মালিকানাধীন উপহারের দলিল নং ১৫৯১ তারিখ ২৪.০২.২০২১ তারিখে ২০২১ সালের জন্য এবং উপহারের দলিল নং ১৫৯০ তারিখ ২৪.০২.২০২১ তারিখে যথাক্রমে ২০২১ সালের জন্য। বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিডের ডিপোজিট অফ সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট মেমোরেন্ডামের বিবরণ, তারিখ-২৯.১০.২০২১	০৮.০৯.২০২৩ এবং ২৪.১১.২০২৩	টাকা ৭,৭৮,৩৬৮.৮২ ৩১.১০.২০২৩ পর্যন্ত
৩	১. সুদীপ্তা জানা, প্রোঃ মা কমলা বাসনালয় এস / ও নকুল চন্দ্র জানা ২. লীলাবতী জানা ডব্লু / ও নকুল চন্দ্র জানা, দুজনেই পূর্ব দোবন্দী চন্দ্র, ময়না, শ্রীকণ্ঠ বাজার, ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৬২৯ -এ বাস করেন।	৩৬০৪২১০১ ৮০০০০০০১ / টাকা ১২,০০,০০০ /- / ৩৬০৪- তিলখোজা	মৌজা- পূর্ব দোবন্দী, পিএস-ময়না, জেএল নং ১৬৮, আরএস খতিয়ান নং ৩৮৫, খতিয়ান নং ২১৭৮, এলআর খতিয়ান নং ২৮৫২, আরএস ডিএজি, এলআর ১০৮ নং খতিয়ানে অবস্থিত ৩.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল DAG নং ১২৭৩ শ্রীরামপুর -২ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা -পূর্ব মেদিনীপুরের অধীনে এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। দ্বারা আবদ্ধ- উত্তরঃ DAG নং ১০৮৪ দক্ষিণঃ ডিএজি নং ১০৮৬ পূর্বঃ ডিএজি নং ১০৬০ পশ্চিমঃ ২০২১ সালের ২৭.০৭.২০২১ তারিখের দলিল নং ১-১১০১-০৬৬২৯ হচ্ছে DSR-১, পূর্ব মেদিনীপুরের অফিসে নিবন্ধিত বাঙালি উপহারের দলিলের ভিত্তিতে লীলাবতী জানার (আপনার মধ্যে নং ২) মালিকানাধীন নদী। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিডের জমার মেমোরেন্ডাম, ১৩.০৭.২০২২ তারিখে।	০৪.১২.২০২৩ এবং ০৫.০২.২০২৪	টাকা ১৩,১১,০২৪.৪৬ ০৫.০২.২০২৪ পর্যন্ত
৪	১. সেখ নুরুদ্দিন এস / ও সেখ মামুদালি, ২. সেখ মামুদালি এস / ও সেখ মোকসেদ, ৩. নাজমা বিবি ডি /ও সেখ নুরুদ্দিন, সকলেই একসাথে থাকেন কালরাইতে, দারি মাধবপুর, উত্তর ৩৩০৩ মাধবপুর, সুন্দিয়া বাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫০২	৩৩০৩২১০০ ৮০০০০১০৬ / টাকা ৮,০০,০০০ /- / ৩৩০৩- টালিগঞ্জ	প্রায় ১৩.১৩ ডেসিমেল (দাগ নং ৪৯১ এর অধীনে বাস্তু জমির ৭.৮৮ ডেসিমেলে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করা হয়েছে) এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল মৌজায় অবস্থিত - দরিমাধবপুর, P.S. - ভাঙ্গার, পরগনা পাইখাটি, জে.এল. নম্বর ৮৩, রে.সা. নং ৬৬, তৌজি নং। ১০৩৯-১০৪০, C.S. খতিয়ান নং. ৩৪৫, ৩৪৬, R.S. খতিয়ান নং ৫৬৭, ৫৭০, L.R. খতিয়ান নং. চন্দনেশ্বরের অধীনে ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১ এবং ৫০১ - ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দলিল অনুযায়ী সীমানা- উত্তরঃ গাফফার খান দক্ষিণঃ এসকে রুলামিন ও এসকে হামিদ, পূর্বঃ এসকে আখের আলী, পশ্চিমঃ এসকে। ১৮.০৪.২০১৬ তারিখের একটি বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে সেখ মামুদালির (আপনার মধ্যে নং ২) চিন্দিক মালিকানাধীন এবং ২০১৬ সালের জন্য ADSR, ভাঙ্গার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গের অফিসে নং ।-১৬২১০২১৫৮ হিসাবে নিবন্ধিত। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিডের জমার স্মারক, তারিখ ১৮.০২.২০২১	০৪.১২.২০২৩ এবং ২৪.০১.২০২৪	টাকা ৭,১৩,৯৯৬.৭৬ ১৫.০১.২০২৪ পর্যন্ত
৫	১. সুদীপ্ত দে এস / ও রতন কুমার দে, ২. খুকু দে ডব্লু / ও রতন কুমার দে, উভয় ৪৮৬, উত্তরে বসবাস করছেন উকিল পাড়া, পীরপুকুর রোড, মাঝেরহাট ক্লাবের কাছে, ভাই ভাই সংঘ, ওয়ার্ড নং ৫, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪৪	৩৩৩১২১০১ ৭০০০০০৫৫ / টাকা ১৫,০০,০০০-/ ৩৩৩১- রাজপুর	আবাসিক জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল ২ কটাহ পরিমাপ, পড়ে আছে এবং মৌজা -বারুইপুর, পরগনা - মদনমেলা, জেএল নং ৩১, আরএস নং. এ গঠিত। ৭১, তৌজি নং ২৫০, আরএস খতিয়ান নং ২৯৯৪, আর.৫ দাগ নং। ২৬৩২, পি.এস.- বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ৮০৩, দত্ত পাড়া রোড, কলকাতা অ্যাসেসমেন্ট নং ১১০৩৮০১৫৭৪৮৩৯, ওয়ার্ড নং ৫, বারুইপুর পৌরসভার আওতার মধ্যে এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুযায়ী সীমানা- উত্তরঃ১০ ফুট প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ এবং ড্রেন, দক্ষিণঃ মার্ক বি- এর জমি, পূর্বঃ ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যালিটি রোড, পশ্চিমঃ মার্ক সি- এর জমি সুদীপ্ত দে এবং খুকু দে- এর মালিকানাধীন (নং ১ এবং ২ এর মধ্যে) আপনি) ০৭.০৭.২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল দেখে, ADSR বারুইপুরের আগে নিবন্ধিত, ২০১৫ সালের জন্য নং ১৬১১০৫৮৬৭।	০৮.০১.২০২৪ এবং ০৫.০২.২০২৪	টাকা ১৬,১৪,৩০৮.৪৩ তারিখ ০৫.০২.২০২৪ পর্যন্ত
৬	১. শ্রী গৌতম মান্না এস / ও যুগল মান্না, ২. শ্রীমতি. বিনা মান্না ডব্লু / ও কৈলাশপতি রজক, দুজনেই পূর্ব ঠাকুরানী চক, ঠাকুরানীচক হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৬১৩ তে বসবাস করেন।	৩৩৬০২১০১ ৭০০০০০০৪ টাকা ৯,৫০,০০০-/ ৩৩৬০- আরামবাগ	বাস্তু জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল প্রায় ৩ ছটাক বহনকারী জে এল নং ১৮, L.R. খতিয়ান নং ৩০৫৬, এল.আর. প্লট নং ৩৫৮, জেলায় অবস্থিত। হুগলি, পি.এস. খানাকুল, মৌজা - পূর্ব, ঠাকুরানিচালক, পশ্চিমবঙ্গ, এবং এর সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুযায়ী সীমানা- উত্তরঃ গোবিন্দ মান্নার সম্পত্তি দক্ষিণঃ গোবিন্দ মান্নার সম্পত্তি ও ৪'ফুট রোড পূর্ব পুকুর পশ্চিমঃ রাজু মান্নার সম্পত্তি গৌতম মান্না এবং বিনা মান্নার মালিকানাধীন (আপনার মধ্যে নং ০১ এবং ০২) ২০.০৪.২০১৭ তারিখের একটি উপহারের দলিলের ভিত্তিতে, ২০১০ সালের ৫০৫৫ নং এবং ADSR খানকুলের আগে নিবন্ধিত। ২৬.০৪.২০১৯ তারিখের উপহারের দলিল ২০১৯ সালের জন্য যথাক্রমে ।-০৬১১-০২১৮০ নম্বরে ADSR, Khanakulÿএর কাছে নিবন্ধিত। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ মর্টগেজ তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারক, তারিখ- ২৪.০৪.২০১৯।	০৮.০১.২০২৪ এবং ০৫,০২.২০২৪	টাকা ৯,৩০,১৪৯.০২ তারিখ ০৫.০২.২০২৪ পর্যন্ত

তাই ঋণগ্রহীত / সহ-ঋণ গ্রহীতা/ জামিনদার এবং বন্ধককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি কলাম নং ২-এ উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সকল সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কলাম নং.৬-এ দেখানো সমষ্টিগত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে কলাম নং ৬-এ দেখানো তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিমাণ প্রদেয় বলে মনে করা হয়। এটি স্পষ্ট করা হয় যে যদি সমষ্টির পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদ এবং অন্যান্য পরিমাণের সাথে হতে পারে। অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হবে, অর্থপ্রদান না করা হলে, কলাম নং ৪ এ বর্ণিত সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের জন্য উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই প্রকাশনাটি আইনের অধীনে উল্লিখিত আর্থিকগুলির ঋণগ্রহীতা / সহঋণদাতা/ জামিনদার/ বন্ধকদের বিরুদ্ধে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই করা হয়েছে। সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য আপনার কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩(৮) এর প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, আপনি সংযত আছেন সিকিউরড ক্রেডিটরের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত নিরাপত্তার নিষ্পত্তি বা তার সাথে ডিল করা বা বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদের স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ।

তারিখ ঃ ২৩.০৪.২০২৪, স্থান- পশ্চিমবঙ্গ **স্বা /- অথরাইজড অফিসার, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক**

ভ্রমণ

কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন, বমির প্রবনতা আছে তাহলে মেনে চলুন এই নিয়ম

যাত্রার সময় বমির প্রবণতা কমাতে যানবাহন ও যানবাহনের আসন নির্বাচন করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। সঙ্গে যাত্রার সময়ও নিজের প্রতি একটু যত্নশীল হতে হবে। যাত্রার আগে ও যাত্রাবিরতিতে কী খাচ্ছেন, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। কিছু ওষুধ আছে, যেসব সেবনে সমস্যা খানিকটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে সেই ওষুধ কখন সেবন করতে হবে, তাও জানা থাকা চাই।

যানবাহন ও আসন

জানালার পাশের আসন নিতে চেষ্টা করুন।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যানবাহন আবদ্ধ রাখতেই হয়। কারও কারও এ ধরনের বদ্ধ যানবাহনে বমির প্রবণতা বাড়ে। তাই তাঁদের জন্য সম্ভব হলে এমন যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে, যেটির জানালা খোলা যায়। তবে সব ক্ষেত্রে সেটি সম্ভব না হলেও কিছুটা বাড়তি বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা করে দেখতে পারেন। ব্যাটারিচালিত ছোট ফ্যান রাখতে পারেন নিজের কাছে।

যানবাহনের সামনের দিকের আসনে বসতে চেষ্টা করুন। ট্রেনের ক্ষেত্রে গন্তব্য অভিমুখে বসার চেষ্টা করুন। উল্টো দিকে মুখ করে বসলে বমির প্রবণতা বাড়বে।

তবে নৌপথে ভ্রমণের সময় একেবারে সামনের দিকে না বসে মাঝামাঝি আসনে বসা ভালো। এ ক্ষেত্রে ওপর দিকের আসন এড়িয়ে চলুন।

নিজস্ব যানবাহনে যাতায়াত করলে যে এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করছেন, সেটি যাতে তীব্র ধরনের না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। সবচেয়ে ভালো হয় অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সহনীয় এয়ার ফ্রেশনাল ব্যবহার করা।

যাত্রার সময়

দূর দিগন্তের দিকে চোখ রাখুন। চলমান কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকবেন না।

ভ্রমণের সময় মুঠোফোন বা অন্য কোনো গ্যাজেটের পর্দায় তাকিয়ে থাকবেন না। এমনকি ভ্রমণের সময় বই পড়লেও সমস্যা বাড়তে পারে।

আরাম করে বসুন। পিঠ রাখুন আসনে। মাথা এলিয়ে দিন এবং মাথা স্থির রাখতে চেষ্টা করুন। চোখ বুজেও থাকতে পারেন।

হালকা কোনো সুগন্ধি দ্রব্য রাখতে পারেন হাতে। এটি হতে পারে কমলা, কমলার খোসা, লেবুর টুকরা বা লেবুপাতা টিস্যু পেপারে কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল দিয়েও কাছে রাখতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, তীব্র গন্ধে বমির প্রবণতা বাড়ে।

যাত্রার সময় আদাকুচি চিবুতে পারেন অল্প করে।

এক-দুই ঢোক ঠান্ডা জলও খেতে পারেন।

খাবারদাবার, ওষুধ এবং অন্যান্য যাত্রা শুরুর অন্তত এক ঘণ্টা আগেই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলুন। হালকা খাবার খান, যা সহজে হজম হয়। ভরপেট খাবেন না। আবার একেবারে খালি পেটে থাকলেও বমিভাব হতে পারে।

বমির প্রবণতা কমানোর ওষুধ যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটি খেতে হবে খাবার খাওয়ার আধা ঘণ্টা আগেই।

দীর্ঘযাত্রার ক্ষেত্রে যাত্রাবিরতিতেও ওষুধের আরেকটি ডোজের প্রয়োজন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিরতির আধা ঘণ্টা আগেই অল্প জল দিয়ে ওষুধটি খেয়ে নিন।

বিরতিতেও অল্প পরিমাণে খাবার খান। এ সময়ও হালকা খাবার খাওয়া ভালো। চাইলে এ সময়ের জন্য শুকনা খাবার বা ফলমূল সঙ্গে রাখতে পারেন। ফলের রসও করে নিয়ে আসতে পারেন সঙ্গে।

যাত্রার সময় কিংবা যাত্রার আগে তেল-চর্বি ও মসলাসমৃদ্ধ খাবার খাবেন না ডিমদুধও না খাওয়াই ভালো। যেসব খাবার ডিম বা দুধ দিয়ে তৈরি হয়, সেসবও এড়িয়ে চলুন। চা-কফিও খাবেন না। ধূমপান ও মদ্যপান অবশ্যই বর্জনীয়।

নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি প্রার্থী রেখা

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট,২৩ এপ্রিলঃ মঙ্গলবার বসিরহাটে দণ্ডীরহাটে দলীয় কর্মীসমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে প্রচার সারলেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। দণ্ডীরহাটের বাজারে প্রচারের পাশাপাশি এবং বাজার সংলগ্ন এলাকায় জনসংযোগ করেন ও দণ্ডীরহাটের কালীমন্দিরে পুজো দেন তিনি।

এদিনের প্রচারে বেরিয়ে রেখা পাত্র বলেন সাধারন মানুষ তার সাথ দিচ্ছে,লড়াই টা সবার লড়াই,কারো ব্যক্তিগত লড়াই নেই।তার কথায় এটা সম্মানের লড়াই, যেভাবে গরীব মানুষের জমি জায়গা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে,হুমকি দেওয়া হয়েছে,জব কার্ডের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে সেই সব কিছুর বিরুদ্ধেই লড়াই।তার কথায়, সিপিএম- তৃণমূল মিলিত হয়ে কাজ করছে, উনাদের প্ল্যান অনুযায়ী উনারা একটা দল দুভাগে ভাগ হয়ে ভোট কে ভেঙে ভাগ করতে চাইছে।

তৃণমূল এবং সিপিএম বোঝাপড়া করে চলছে ওনারা রাজ্যে এক রকম করে আর দিল্লিতে একসঙ্গে চা খায় , পার্টি করে । উনারা একসঙ্গে বোঝাপড়া করে চলছে, বিচার টা সাধারন মানুষ করবে বলে আশাবাদী রেখা।

ভোটের আগেই জয়, বিনা যুদ্ধে জয়ী বিজেপি প্রার্থী, ক্রোনোলজি বুঝতে বলল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কংগ্রেস-সহ ১২ প্রার্থীর মনোয়ন নির্বাচনী আধিকারিক বাতিল করতেই চলতি লোকসভা নির্বাচনে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল বিজেপি। তাও আবার নরেন্দ্র মোদির রাজ্যে। সুরাত কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মুকেশ দালালের বাকি ৮ প্রতিদ্বন্দ্বী ভোট ময়দান থেকে নিজের নাম তুলে নিলেন শেষমেশ। ফলত বিনা যুদ্ধে জয়ী হল বিজেপি। এই ঘটনায় বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা জয়রাম রমেশ । সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, গণতন্ত্র বিপদে। আপনারা ক্রোনোলজিটা বুঝুন। ৭ মে গুজরাতের ২৬টি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হওয়ার কথা । তবে এবার ২৫টি আসনে ভোট হবে ।সুরাত জেলা নির্বাচনী কার্যালয় সূত্রে খবর, সুরাত লোকসভা কেন্দ্রে ৪ জন নির্দল, তিনজন ছোটখাটো পার্টির প্রার্থী নিজের নাম তুলে নিয়েছেন । এছাড়া বহুজন সমাজ পার্টির প্যারেলাল ভারতীও মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ভোটযুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান ।অন্যদিকে রবিবার কংগ্রেসের নীলেশ কুম্ভানির আবেদন খারিজ করে দেন নির্বাচনী আধিকারিক । জেলার রিটার্নিং অফিসারের দাবি, কংগ্রেস প্রার্থীর আবেদনপত্রের স্বাক্ষরে কিছু গোলমাল রয়েছে। তাই তাঁর মনোনয়ন নাকচ করে দেওয়া হয় । তারপর কংগ্রেসের আরেক প্রার্থী সুরেশ পাড়শালা মনোয়ন জমা দেন । তাঁর মনোনয়ন পত্রটিও নাকচ করেন নির্বাচনী আধিকারিক ।কাজেই কোনও ভোটগ্রহণ পর্ব ছাড়া বিজেপি প্রার্থী মুকেশ দালাল জয়ী হন। জেলার কালেক্টর তথা নির্বাচনী আধিকারিক সৌরভ পার্ধি জানিয়েছেন, তিনি মুকেশ দালালের হাতে নির্বাচনী শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি ঘোষণা করছি, বিজেপির মুকেশকুমার চন্দ্রকান্ত দালাল সুরাত লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচিত হয়েছেন ।কংগ্রেস অবশ্য তাদের দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের ঘটনাটিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়নি । তাদের অভিযোগ, বিজেপিকে সুবিধে করে দেওয়ার জন্যই কুম্ভানির মনোনয়নপত্র খারিজ করা হয়েছে । আর এই বাতিল হওয়া নিয়ে কংগ্রেস হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে । কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ তথা সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, সুরাত জেলায় নির্বাচনী আধিকারিক সুরাত লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী নীলেশ কুম্ভানীর নাম খারিজ করে দিয়েছেন। কারণ, তিনজন সমর্থকের স্বাক্ষর ঠিক নেই বলে জানানো হয়েছে।

এরকম কারণ দেখিয়েই সুরাত কংগ্রেসের বিকল্প প্রার্থী সুরেশ পাড়শালার নামও বাতিল করা হয়। কংগ্রেসের হয়ে লড়ার আর কেউ নেই । আমাদের নির্বাচন, লোকতন্ত্র, বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধান- সবকিছু ভয়ঙ্কর বিপদে রয়েছে। আমি আবারও বলছি, এটা আমাদের জীবনের সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ নির্বাচন।

শাহজাহান সহ বারো জনকে মঙ্গলবার বসিরহাট আদালতে আনা হলো

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৩ এপ্রিলঃ শেখ শাজাহান , শেখ আলমগীর , শিবু হাজরা , মাফুজার মোল্লা , জিয়াউদ্দিন , দিদার বক্স সহ মোট বারো জনকে মঙ্গলবার ফের বসিরহাট মহকুমা আদালতে আনা হয় । বসিরহাট মহকুমা আদালতের কর্মরত এক ক্লার্ক মারা যাওয়ায় মঙ্গলবার কর্মবিরতি পালন করেন আইনজীবিরা।সেই মতো এদিন সাওয়াল জবাবে অংশগ্রহন করেননি আইনজীবীরা। আগামী সাত তারিখে ফের বারো জনকে বসিরহাট আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গেছে । বসিরহাট আদালত চত্বর থেকে বের হবার সময়,প্রিজন ভ্যানে তোলার পর শাহজাহানের সঙ্গে দেখা করেন তার পরিবারের সদস্য রা। তাদের সঙ্গে কথা বলেন শাহজাহান। তবে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ খুলতে চাননি শাহজাহান।

তীব্র গরমে সাধারন মানুষের জন্য জলসত্রের ব্যবস্থা করলো রায়দিঘী থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর,২৩ এপ্রিলঃ বৈশাখের তীব্র তাপদহে ভুগছে বাংলা।আর এই গরমে সাধারণ মানুষের তৃষ্ণা নিবারনে এগিয়ে এলো পুলিশ।প্রশাসনের কাজের পাশাপাশি সামাজিক কাজে ও এগিয়ে এলো তাঁরা। জল দান, জীবন দান। এই তীব্র তাপপ্রবাহে পথ চলতি মানুষের মাঝে রায়দিঘী থানার উদ্যোগে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং বাতাসা বিতরণ করা হলো মঙ্গলবার দুপুরে। এইদিন তীব্র তাপ প্রবাহের কারণে সুন্দরবন পুলিশ জেলার নির্দেশে রায়দিঘী থানার আইসি দেবর্ষি সিনহার তত্ত্বাবধানে কাশিনগর বাজারে পথচারী, টোটো চালক, সহ বিভিন্ন পেশার মানুষের মাঝে পানীয় জল বিতরণ করা হয়। সুন্দরবন পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল এসপি কৌস্তবতীর্থ আচার্য, রায়দিঘী থানার আইসি দেবর্ষি সিনহা, রায়দিঘী থানার এস আই রাহুল রায় সহ অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পানীয় জল, বাতাসা বিতরণ করা হয়।

গ্রীষ্মের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে কাটিহার ও আনন্দ বিহার টার্মিনালের মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২৩ এপ্রিল ঃ গ্রীষ্মকালীন ভিড়ের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কাটিহার ও আনন্দ বিহার টার্মিনালের মধ্যে সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সামার স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৭২১০৫৭২২ (কাটিহার আনন্দ বিহার টার্মিনাল - কাটিহার) উভয় দিক থেকে দশটি করে ট্রিপের জন্য চলবে। এই রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনের সুযোগ নিতে পারবেন। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৭২১ (কাটিহার আনন্দ বিহার টার্মিনাল) ২৪ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার কাটিহার থেকে ১৭.২৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে বৃহস্পতিবার ১৮.৫০ ঘন্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনালে পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৭২২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল - কাটিহার) ২৫ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২৩.২৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শনিবার ০১.৩০ ঘন্টায় কাটিহারে পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য এসি-৩ টিয়ার, শ্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সিটিং কোচ থাকবে। যাত্রার উভয় পথে নাউগাছিয়া, বারাউনি জং, ছাপড়া, গোরখপুর জং, গোন্ডা জং, চাঁদৌসি জং এবং হাপুর জং ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে ও টিকিট উপলব্ধ থাকবে।

এই স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

Name Change
I SUDIPA BISWAS (OLD NAME) W/O KAJAL BISWAS R/O 46/44, ACHARJEE PARA BYE LANE, PO-HALISAHAR, BIZPUR, NORTH 24 PARGANAS, 743134 WEST BENGAL, INDIA. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDIPA BISWAS BOSE (NEW NAME) . AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC SILIGURI COURT VIDE AFFIDAVIT NO 93AB 07848 DATE 22/04/2024 SUDIPA BISWAS (OLD NAME) AND SUDIPA BISWAS BOSE (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SYED KIRMANY MOLLICK AND SOIYAD KIRMANI MALLIK, SON OF KOUSER ALI MALLICK, RESIDING AT UTTARPARA,DHANTALA,NADIA-741202, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOIYOD KIRMANI MALLIK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024.THAT SYED KIRMANY MOLLICK AND SOIYAD KIRMANI MALLIK ALSO SOIYOD KIRMANI MALLIK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ASFAK AHMED MOLLA, S/O-ABDUR RAHAMAN, R/O- 40/2-JOGI PARA LANE, PS-RAJA BAGAN, KOLKATA-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASFAK AHMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT ASFAK AHMED MOLLA AND ASFAK AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD SHANAWAZ ALAM & SHANAWJ ALAM, & MD SHAHNAWAZ, S/O MOHAMMAD SERAJ, R/O NIRCHAYA APT 1 FLOOR 1A STREET NO 709, ACTION AREA 2D NEW TOWN, PS NARAYANPUR BIDHANNAHAR, PIN-700161, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHNWAZ ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT MD SHANAWAZ ALAM & SHANAWJ ALAM & MD SHAHNAWAZ AND SHAHNWAZ ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARUN KUMAR AGARWAL MUSADDI, S/O LATE BABULAL AGARWAL, R/O 10C, HO CHI MINH SARANI, SHAKESPEARE SARANI, KOLKATA -700071, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN KUMAR MUSADDI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT ARUN KUMAR AGARWAL MUSADDI AND ARUN KUMAR MUSADDI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BIJAN KUMAR SAHA & BIJON SAHA, S/O DHIRENDRA SAHA, R/O 307, SRI RAMKRISHNA PALLY, SONARPUR, BARUIPUR, PIN-700150, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJAN SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT BIJAN KUMAR SAHA & BIJON SAHA AND BIJAN SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sabreen Khatoon (Old name) W/O Sohail Rahman, Residing at 19/1, Mominpore Road, Kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sabrin Khatoon (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/04/2024. Sabrin Khatoon (New name) and Sabreen Khatoon (Old name) both are same identical person.

Name Change
I MD JAHANGIR AND ZAHANGIR, S/O- LATE MATIBUR RANGREJ , R/O-BANKRA KABAR PARA, PO-BANKRA, PS-DOMJUR, HOWRAH-711403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHANGIR RANGREJ, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT MD JAHANGIR AND ZAHANGIR AND JAHANGIR RANGREJ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD MANJOOR ALAM, S/O- MOHAMMAD MAKSOOD ALAM, R/O- 49 BELILIOUS ROAD, HOWRAH 1, HOWRAH- 711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED MANZOOR ALAM AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT MD MANJOOR ALAM AND MOHAMMED MANZOOR ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, GUNENDRA PAT SINGH, SON OF LATE YOGENDRAPAT SING DUGAR, RESIDENT OF 34/1H, BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA-700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GUNENDRAPAT SING DUGAR, AS DECLARED BEFORE THE LD. NOTARY PUBLIC AT ALIPORE COURT,VIDE AFFIDAVIT NO 10 DATED 20/04/2024 GUNENDRA PAT SINGH AND GUNENDRAPAT SING DUGAR BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

Name Change
I, Mamata Mondal W/O Subhasish Mondal, declare that my son said name Ishaant Kumar Mondal (old name), Residing at 35/1/H-10 Cossipore Road, P.S.- Cossipore, Kolkata, Pin- 700002, West Bengal, India, have changed my son name to (shall henceforth be known as) Ishant Kumar Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/04/2024. Ishant Kumar Mondal (new name) and Ishaant Kumar Mondal (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Urmi Dutta (পুরাতন নাম) পিতা Prabir Bandyopadhyay ঠিকানা - Lotus-405, Siddha Town, P.O.- Jugberia, Madhyamgram, P.S.- New Barrackpore, 24 Pgs. (N), Pin-700110 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-02-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Urmi Banerjee (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Urmi Banerjee (নতুন নাম) ও Urmi Dutta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I, Angsuman Das (old name) S/O Lakshman Chandra Das, residing at Vill. & P.O.- Nandakumarpur, Raidighi, Dist- South 24 Pgs, Pin-743349, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ansuman Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/04/2024. Ansuman Das (new name) and Angsuman Das (old name) both are same identical person.

Name Change
I AKOBBAR BISWAS, S/O- IYAKUB BISWAS, R/O- GILABARIA, DEGANGA, JADABPUR BOALIA NORTH 24 PARGANA 743423, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKBAR ALI BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT AKOBBAR BISWAS AND AKBAR ALI BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Dhananjoy Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Haralal Biswas ঠিকানা Goyalbari, Chowgachha, Nadia-741222 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 23-04-2024 এর Affidavi দ্বারা আমার নাম এখন Dhananjay Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Dhananjay Biswas (নতুন নাম) ও Dhananjoy Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I, Nilu Agarwal (old name) W/O Manoj Kumar Agarwal, residing at Urbana Complex, Block-T-3, 23rd Floor, Flat No. 2302, 783 Anandapur, E.K.T, Kolkata- 700107, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nilu Agrawal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/04/2024. Nilu Agrawal (new name) and Nilu Agarwal (old name) both are same identical person.

Name Change
I B N CHAKRAVARTY, S/O- LATE KALIPADA CHAKRABORTY, R/O-439,RAJSHREE APPARTMENT PARNASREE, KOLKATA, PIN-700060, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISWANATH CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/04/2024, THAT B N CHAKRAVARTY AND BISWANATH CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Prabir Banerjee (পুরাতন নাম) পিতা Binoy Krishna Bandyopadhyay ঠিকানা -Lotus-405, Siddha Town, P.O.- Jugberia, Madhyamgram, P.S.- New Barrackpore, 24 Pgs. (N), Pin-700110 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-02-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Prabir Bandyopadhyay (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Prabir Bandyopadhyay (নতুন নাম) ও Prabir Banerjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SHYAMAL KUMAR KAR, S/O BALARAM CHANDRA KAR, R/O PATABUKA, PS GAIGHATA, BONGAON-743249, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL KAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT SHYAMAL KUMAR KAR AND SHYAMAL KAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MUSTOFA SK, S/O-ISRAI SK, R/O- RANISAI, PO-RANISAI, PURBA MEDINIPUR, PIN-721446, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUSTAFA SK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT MUSTOFA SK AND MUSTAFA SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Puja Mondal (old name) wife of Kartick Mondal daughter of Mahendra Chowdhury presently residing at B/13, Bapuji Nagar Colony, 2nd Floor, Flat-C-2, P.O- Regent Estate, P.S- Jadavpur, Kolkata- 700092, West Bengal, henceforth be known as Puja Chowdhury Mondal (new name) as declared before the Notary Public Kolkata, vide Affidavit SL No. 05/24 dated 23/04/2024. That Puja Mondal (old name) and Puja Chowdhury Mondal (new name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sariful Islam (Old name) S/O Md Sabir @ Mahammad Sabir, Residing at VILL- Helan, P.O.- Helan, P.S.- Khanakul, Hooghly Rural, 712412, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Sariful Islam (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/04/2024. Md Sariful Islam (New name) and Sariful Islam (Old name) both are same identical person.

Name Change
I SEKH ATAULLAH S/O SK RAMJAN ALI RESIDING AT AKUNI, PO-AKUNI, PS-CHANDITALA, HOOGHLY, W/B, PIN-712701. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ATAULLAH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024.THAT SEKH ATAULLAH AND SEKH AATAULLAH ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Mohammed Salimuddin Siddique S/o. Md Yasin R/o. 25/2, Topsia Road, P.O + P.S- Tiljala, Kolkata-700039, W.B, India shall henceforth be known as Md Salimuddin Siddique. I declare that Md Salimuddin Siddique and Mohammed Salimuddin Siddique is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-04-2024

Name Change
I HOSEN SEKH, S/O NASIR ALI SEKH, R/O ASHINA, PO MAKHNA, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HOSEN ALI SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT HOSEN SEKH AND HOSEN ALI SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PALLY MALLICK, WIFE OF HIMANGSHU SARKAR, RESIDING AT STATION ROAD BAYAM SAMITY, DUTTAPUKUR, NORTH 24 PARGANAS -743248, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALLY SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024.THAT PALLY MALLICK AND PALLY SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Shaik Abu Hanif (Old Name) S/o. Sk Abdur Rahim Residing at Kusumba Mondal Para, Noor Masjid, Rajpur Sonarpur (M) South 24 Parganas, W.B- 700103, India shall henceforth be known as Sk Abu Hanif (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-04-2024. Shaik Abu Hanif (Old Name) and Sk Abu Hanif (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I KOWSAR MALLICK AND KOWSOR MALLIK, SON OF RAJABALI MALLIK, RESIDING AT UTTARPARA, DHANTALA, NADIA-741202, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KOUSER ALI MALLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024.THAT KOWSAR MALLICK AND KOWSOR MALLIK ALSO KOUSER ALI MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SIBAYAN SAHA, S/O BIJAN SAHA, R/O 307, SRI RAMKRISHNA PALLY, SONARPUR, BARUIPUR, PIN-700150, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIBAYAN SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT SIBAYAN SAHA AND SHIBAYAN SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mohammed Ejaz Afzal Siddique S/o. Md Salimuddin Siddique R/o. 25/2, Topsia Road, P.O + P.S- Tiljala, Kolkata-700039, W.B, India shall henceforth be known as Md Ejaz Afzal Siddique. I declare that Md Ejaz Afzal Siddique and Mohammed Ejaz Afzal Siddique is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-04-2024

Name Change
I ISRAT AHAMAD, W/O LATE MD NURUDDIN, RESIDING AT WARD NO 2, MIRIK, DARJEELING-734214, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISRAT AHAMED VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024.THAT ISRAT AHAMAD AND ISRAT AHAMED BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SENTO KUMAR RAY, S/O-JITENDRA ROY, R/O- 106/1 EAST ALIPUR ROAD, UNDER NORTH DUM DUM, NORTH 24 PARGANAS, KOLKATA-700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SENTU KUMAR ROY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARRACKPORE COURT ON 19/04/2024, THAT SENTO KUMAR RAY AND SENTU KUMAR ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Gopal Prasad Mundhara (old name) son of Ram Krishan Mundhra The Rise, Flat No. 13C, Floor-13, 5/1, Nerode Behari Mullick Road, Manicktala, Beadon Street, Kolkata- 700006, henceforth be known as Gopal Prasad Mundhra (new name) as declared before the Notary Public Kolkata. That Gopal Prasad Mundhara (old name) and Gopal Prasad Mundhra (new name) both are same and identical person.

Name Change
I MONINA KHATOON AND MOMINA KHATOON AND MONINA BEGUM AND MOMINA BEGUM, W/O- JAHANGIR RANGREJ, R/O- BANKRA KABAR PARA, PO-BANKRA, PS-DOMJUR, HOWRAH-711403, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOMINA BEGAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT MONINA KHATOON AND MOMINA KHATOON AND MONINA BEGUM AND MOMINA BEGUM ALSO MOMINA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ZUBAYER AHMED MOLLA, S/O-ASFAK AHMED, R/O- 40/2, JOGI PARA LANE, PS- RAJA BAGAN, KOLKATA-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JUBAYER AHMED MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT ZUBAYER AHMED MOLLA AND JUBAYER AHMED MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Seikh Ashique Ali S/o. Seikh Piyar Ali R/o. Raigachi Baans Bagan, P.O. + P.S.- Rajarhat, Dist.- Bidhannagar, Pin-700135 shall henceforth be known as Sk Ashique Ali. I declare that Sk Ashique Ali and Seikh Ashique Ali is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-04-2024.

Name Change
I, (Old Name) ANJIBUR RAHAMAN S/o-ANARUL HOAD, Residing at Vill- Bhabanipur bundai, Post- Purandapur, Ps - Kandi, Dist-Murshidabad, Pin- 742171, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ANJIBUR RAHAMAN To NAJIBUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NAJIBUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, NAJIBUR RAHAMAN and ANJIBUR RAHAMAN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ANISUL SK S/o- ASMAHAMMAD SK, Residing at Vill- Surenranathpur, Post- Barnia, Ps - Palashipara, Dist- Nadia, Pin- 741156, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ANISUL SK To ANICHHUL HOQUE SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANICHHUL HOQUE SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, ANICHHUL HOQUE SK and ANISUL SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SAHED ALI S/o- ABDUL KADAR ALI SEKH, Residing at Vill-Begunbari, Post- Begunbari, Ps - Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742133, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAHED ALI To SAHED ALI MALLICK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAHED ALI MALLICK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, SAHED ALI MALLICK and SAHED ALI both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, SANGITA KURMI (পুরাতন নাম) স্বামী MANOJ SONKAR ঠিকানা 326A, RABINDRA SARANI KACHOUDI GALI, P.S-GIRISH PARK, KOLKATA- 700006, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, 22.04.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SANGITA SONKAR (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। SANGITA SONKAR (নতুন নাম) এবং SANGITA KURMI (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SK. SUKUR ALI, RESIDING AT KHARAJIPARA, PO-PANDUA, HOOGHLY-712149, WEST BENGAL.DO HERE BY INFORM THAT MY FATHER SHEKH ANOWARALI SHEKH AZAIMALI AND ANOYAR SEKH SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK. ANOWAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024.THAT SHEKH ANOWARALI SHEKH AZAIMALI AND ANOYAR SEKH ALSO SK. ANOWAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUKURALI SHEKHANOWARALI SHEKH, SON OF SK. ANOWAR, RESIDING AT KHARAJIPARA, PO-PANDUA,HOOGHLY-712149,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK. SUKUR ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024. THAT SUKURALI SHEKHANOWARALI SHEKH AND SK. SUKUR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, (Old Name) MD ANAMUL HOQUE S/o-SULTAN SK, Residing at Vill- Chhakra para Bamangram, Post- Bamangram, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ANAMUL HOQUE To MD ENAMUL HOQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD ENAMUL HOQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad, MD ENAMUL HOQUE and MD ANAMUL HOQUE both are Same and one identical person.

Name Change
I HRITHIK DAS, S/O DINESH DAS, R/O 15/1C, JOY KRISHNA PAUL ROAD, KHIDDIRPORE, PIN-700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HRITHIK KUMAR DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT HRITHIK DAS AND HRITHIK KUMAR DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, (Old Name) SANGITA MANDAL DAS W/o- JAYANTA MANDAL, Residing at Vill- Rameshwar tola, Post- Gurutala, Ps - Baishnabnagar, Dist- Malda, Pin-732127, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SANGITA MANDAL DAS To SANGITA DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SANGITA DAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad, SANGITA DAS and SANGITA MANDAL DAS both are Same and one identical person.

Name Change
I ANJU BANTHIA, W/O SANJAY KUMAR BANTHIA, R/O 7J, ORBIT NORTH VIEW 3, KHELAT BABU LANE, BELGACHIA CHITPORE, KOLKATA -700037, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANJU DEVI BANTHIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/04/2024, THAT ANJU BANTHIA AND ANJU DEVI BANTHIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

শিলিগুড়িতে রোড শো করলেন বিরোধী দলনেতা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল ঃ দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রাজু বিস্তার সমর্থনে শিলিগুড়িতে রোড শো করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ শিলিগুড়ির হাসমি চক থেকে এই রোড শো শুরু হয়। হিল কার্ট রোড পরিক্রমা করে মাল্লাগুড়িতে গিয়ে রোড শো শেষ হয়। এই রোড শোতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক, প্রার্থী রাজু বিস্তা, বিধায়ক শংকর ঘোষ সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা কর্মীরা। এদিন এই রোড শোতে প্রচুর মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রাজু বিস্তার সমর্থনে শিলিগুড়িতে রোড শো করা ফাঁকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান এবারে বিজেপি এখানে বড় মার্জিনে জিতবে।

চূর্ণী নদী ব্যাপকভাবে পরিবেশগত সংকটের সম্মুখীন
বিপন্ন বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধারে সিফরির প্রয়াস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ শিমবঙ্গেরএকটিঅন্যতমগুরুত্বপূর্ণ নদী হল চূর্ণী। ২০২৪ সালের মার্চে সম্পাদিত একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যেবর্তমানে চূর্ণী নদী ব্যাপকভাবে পরিবেশগত সংকটের সম্মুখীন হয়ে চলেছে। আইসিএআর - সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণায় ২১ কিলোমিটার প্রসারিত এই নদীর বর্তমান অবস্থার একটি ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। এই গবেষণায় চূর্ণির কাদামাটির স্তর, কৃষি পদ্ধতি, জল নিঃসরণ, ক্যাটফিশের সংখ্যা, নদীর তীরবর্তী গাছপালার ক্ষয়, শিল্প, চিনিকল, ও প্লাস্টিক থেকে দূষণইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিগত বছরের তুলনায়, নদীর গভীরতা, প্রবাহের হার, জলের মাত্রা, অস্বচ্ছতার মাত্রা, তাপমাত্রা এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের নিরিখে, নদীর জলের গুণমান খারাপ হচ্ছে। রাবণবোর ফেরিঘাট এর কাছে, সাম্প্রতিক বছরে,

জলের অস্বচ্ছতার মাত্রা ৫.১১ গঙ্খঙ্গ বৃদ্ধি পেয়েছে। আড়ংঘাটায় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং কার্বনেট-এর ঘনত্বও বেশি, ক্ষরতা সর্বোচ্চ ৪৫০ PPM। কালীনারায়ণপুরে মোট ক্ষারত্ব ও ক্লোরিনিটির মাত্রা আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশি। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুরূপ একটি সমীক্ষায় নদীর বাস্তুতন্ত্রের উপরদূষণের নেতিবাচক প্রভাবকিছুটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দুটি গবেষণার আঙ্গিকে, চূর্ণী নদীর ব্যহত জলজ জীবন ও দূষণই প্রত্যক্ষ হয়েছে। চূর্ণী নদীতে পূর্বে ১০০ -এর অধিক মাছের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হত। বর্তমানে এই সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। তার মধ্যে চাঁদা মাছ, কালবাসু, ও গুলে মাছের আধিক্য সবচেয়ে বেশি। সম্প্রতি নদীর অবনতিশীল অবস্থা ও জলের গুণমান হ্রাসের কারণে মাছের মৃত্যুর হার বেড়ে চলেছে, যার মধ্যে কালবাসু সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। আড়ংঘাটা ও কালিনারায়ণের দিকে 'ডম্পিং' করে 'ফিসিং' এর ফলে চূর্ণীর জীববৈচিত্র্য সংকটের মুখে। আইসিএআর-সিফরি এই নদীর বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োগ করেছে। মাছের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য স্থানীয় জেলেদের বিতরণ করেছেছোট মাছের চারা, চুন ও মাছের খাদ্য। সর্বোপরিচূর্ণী নদীর পুনরুদ্ধারের জন্য এই ইনস্টিটিউট যথেষ্ট জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ও গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছে।

শেখ শাহজাহান সহ ১২ জনকে বসিরহাট আদালতে আনা হলো

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৩ এপ্রিল ঃ শেখ শাজাহান, শেখ আলমগীর, শিবু হাজরা, মাফুজার মোল্লা, জিয়াউদ্দিন, দিদার বক্স সহ মোট বারো জনকে ফের বসিরহাট মহকুমা আদালতে আনা হয়। বসিরহাট মহকুমা আদালতের কর্মরত এক ক্লার্ক মারা যাওয়ায় সোমবার কর্মবিরতি পালন করেন আইনজীবিরা। সেই মতো সোমবার সাওয়াল জবাবে অংশগ্রহন করেননি আইনজীবীরা। আগামী সাত তারিখে ফের বারো জনকে বসিরহাট আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গেছে। বসিরহাট আদালত চত্ত্বর থেকে বের হবার সময়,প্রিজন ভ্যানে তোলার পর শাহজাহানের সঙ্গে দেখা করেন তার পরিবারের সদস্য রা। তাদের সঙ্গে কথা বলেন শাহজাহান। তবে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ খুলতে চাননি শাহজাহান। সোমবার, চার জন কে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে ও আট জনকে বসিরহাট সাব জেল থেকে বসিরহাট আদালতে আনা হয়েছিলো। দুটি মামলায় তাদের কে বসিরহাট আদালতে আনা হয়েছিলো,আদালত সাত তারিখ তাদের পরবর্তী শুনানির তারিখ দিয়েছেন বলে জানান শেখ শাহজাহান পক্ষের উকিল রাজা ভৌমিক।

পশ্চিমবঙ্গে নোট ছাড়া কোন কাজ হয় না ঃ কিরন রিজিজু

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৩ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গে নোট ছাড়া কোন কাজ হয় না। রাজ্যের মানুষ জানে এরাজ্যে কত দূর্নীতি হয়। শুধু শিক্ষায় দূর্নীতি নয়। প্রত্যেকটা কাজে নোট লাগে। রাজ্যের প্রতিটা মন্ত্রী ও বিভাগ দূর্নীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এরাজ্যে যেভাবে দূর্নীতির কালো টাকা উদ্ধার হয়, দেশে আর কোন রাজ্যে পাওয়া যায় না। সোমবারই এসএসসি নিয়োগ দূর্নীতি নিয়ে ২৫ হাজার প্রার্থীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। আর মঙ্গলবার আদালতের রায় ও রাজ্যের দূর্নীতি নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

আজ হনুমান জয়ন্তী। জলপাইগুড়ি মাসকলাইবাড়ি পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরে সকাল থেকেই ভক্তদের লাইন। সারাদিনব্যাপী পুজো এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রসাদের আয়োজন উদ্যোক্তাদের।

বিদ্যালয়গুলি চালু রাখার দাবি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল ঃ নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ জলপাইগুড়ি ডি পি এস সি-র সভাপতি ও সচিব কে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। রাজ্যে বর্তমান দাবদাহের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় এগিয়ে আনা হয়েছে ২২ এপ্রিল থেকে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এখনো গরমের তীব্রতা তেমন কিছু হয়নি.

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-জিইএনএল-১৫৫-২০২৪-এনআইটি, টেন্ডার নংঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি - জিইএনএল-১৫৫-২০২৪, তারিখঃ ১৯.০৪.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, পার্টনারশিপ ফার্ম ইত্যাদি থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে কুনরি এবং সাঁইথিয়া স্টেশনের মধ্যে বাই-পাস লাইন সম্পর্কিত ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড ইকুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার এবং সুইচিং স্টেশন ইত্যাদি সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষণ ও চালুকরণ এবং বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪,০৫,৪৭,০৪৭.২৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩,৫২,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৩.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পূর্বে এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত "টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য" এবং "বায়না মূল্য" অনলাইনে জমা করার পরে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং সেইখানেই বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ এবং সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার www.ireps.gov.in-তে আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি www.ireps.gov.in -তে পাওয়া যাবে। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ অফিসের নোটিস বোর্ডে দেখা যাবে।

CON-03/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভিজিলেন্স টিমকে অভিনন্দন জানালেন এসইআর-র জিএম

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে চক্রধরপুর ডিভিশনের বীরবান্স রেলওয়ে স্টেশনে একটি জাল রেলওয়ে জব র‍্যাকেট ফাঁস করার জন্য আজ (২৩.০৪.২০২৪) হেডকোয়ার্টার, গার্ডেন রিচ-এ এসইআর-এর ভিজিল্যান্স টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দলটিতে শ্রী অবিনন্দন সমাদ্দার, এসভিআইট্রাফিক, শ্রী অচ্যুত চক্রবর্তী, সিভিআইঅ্যাকাউন্ট , শ্রী রবি সেন, সিভিআইআরপিএফ, শ্রী ভগবান পাত্র, প্রহরী এবং শ্রী অমিয় রঞ্জন দাস, প্রহরী ছিলেন। মহাব্যবস্থাপক তাদের দৃষ্টান্তমূলক নিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের প্রশংসা করেন। সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ভিজিল্যান্স টিম ১৬.০৪.২৩ তারিখে বীরবানস রেলওয়ে স্টেশনে একটি সুপরিকল্পিত অভিযানে একটি জাল নিয়োগ র‍্যাকেট ফাঁস করে এবং জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে। বীরবানস রেলওয়ে স্টেশনে রেলওয়ে বুকিং কাউন্টারে CCTC (বাণিজ্যিক ক্লার্ক কাম টিকিট কালেক্টর) পদের জন্য জাল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। এটাও অভিযোগ ছিল যে জাল নিয়োগপত্র, রেলওয়ে আইডি কার্ড এবং পোস্টিং অর্ডার জারি করা হয়েছে অর্থের বিনিময়ে চাকরিপ্রার্থীদের প্রতারণা করে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় বাণিজ্যিক পরিদর্শকের সাথে তিনজন ভিজিল্যান্স ইন্সপেক্টরের সমন্বয়ে একটি ভিজিল্যান্স টিম দ্বারা একটি যৌথ চেক পরিচালিত হয়েছিল। ভিজিল্যান্স টিমের জিজ্ঞাসাবাদের সময়, বীরবানস রেলওয়ে স্টেশনে রেলওয়ে বুকিং কাউন্টারে দায়িত্ব পালনকারী তিন ব্যক্তি জানিয়েছেন যে তারা ১১.০৩.২৪ থেকে বীরবানস রেলওয়ে স্টেশনে দায়িত্ব পালন করছেন যা তাদের হাতে দেওয়া জাল নিয়োগপত্র এবং আইডি কার্ডের ভিত্তিতে। মাসিক বেতনের আশ্বাস দিয়ে ধোকাবাজরা। আরও, জিজ্ঞাসাবাদে তারা ভিজিল্যান্স টিমের কাছে স্বীকার করেছে যে তারা চাকরির জন্য একজনকে বিপুল অর্থ (তিনজনের কাছ থেকে মোট ২১ লাখ টাকা) দিয়েছে। তিনজনই (চাকরি প্রত্যাশীরা) এবং চাকরির র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত একজনকে আটক করা হয়েছে এবং অবিক্রীত ইউটিএস টিকিট এবং তাদের জব্দ করা মোবাইল ফোন সহ জিআরপিএসসিনির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আইপিসি-৪২০৪৬৭৪৬৮১২০(বি) এবং ৩৪ এর অধীনে সরকারী রেলওয়ে পুলিশ একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে এবং জাল নিয়োগের এই র‍্যাকেটের সাথে জড়িত অন্যদের ধরতে আরও তদন্ত করা হচ্ছে।

রাজ্য তথা দেশ জুড়ে যখন চলছে গণতন্ত্রের উৎসব সেই সময় সি পি এম করলে মিলবে না পানীয় জল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল ঃ রাজনৈতিক রং দেখে তৃষ্ণা নিবারণের ব্যাবস্থার অভিযোগ অধিবাসী মহল্লায়। সিপিএম,বিজেপি, করায় এত গরমের মাঝে মহল্লায় দাঁড়ায় না তীব্র পানীয় জলের সংকট মেটাতে আসা জলের গাড়ী। এমনই এক অভিযোগ করছেন জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ি বস্তির অধিবাসী অধ্যুষিত জ্যোতি আশ্রম পাড়ার ১৯ নম্বর লাইনে বাসিন্ধা দুখিরাম মাহালি, রাজনৈতিক রং দেখে সরকারী ভাবে বাড়ী বাড়ী পানীয় জলের গাড়ী যাচ্ছে, অথচ এই ১৯ নম্বর লাইনে বসবাসকারী ৩২ টি অধিবাসী পরিবার সেই পানীয় জল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দুখীরাম মাহালির অভিযোগের খোজ নিতে কিছটা এগিয়ে গেলেই আরেকটি জনপদ যার নাম মালোদাস পাড়া সেখানে নজরে আসে পানীয় জলের গাড়ীকে ঘিরে বস্তিবাসীদের জল সংগ্রহের দৃশ্য। যদিও জলের জন্য হাহাকার পরে যাওয়া ১৯ নম্বর লাইনের গৃহবধূ পুষ্পা ওরাও

জানান, সামনের লাইনে জল দিচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে দেয় না। মূলত চা বাগান শ্রমিক দের বসবাস গরুমারা জঙ্গল ঘেঁষা এই মঙ্গল বাড়ি ১৯ নম্বর লাইন, স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় কুজুর নির্দ্ধিধায় অভিযোগের সুরে বলেন, জলের গাড়ী যাচ্ছে মালদাস পাড়ায়, কারন ওরা টি এম সি করে, আমরা আগে সিপিএম আর এখন বিজেপি করি তাই আমাদের লাইনে জলের গাড়ী দাড়ায় না।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

২৪.০৪.২০২৪ এবং ২৫.০৪.২০২৪ তারিখ
পার্পল লাইনে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে

ইআই সিগন্যালিং সিস্টেম থেকে সিবিটিসি সিগন্যালিং সিস্টেমে পরিবর্তিত করার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিচালনাগত আবশ্যিকতার কারণে ২৪.০৪.২০২৪ তারিখ (বুধবার) এবং ২৫.০৪.২০২৪ তারিখ (বৃহস্পতিবার) **জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত পার্পল লাইনের** মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে। ২৪ ও ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ জোকা-মাঝেরহাট অংশে কোনও বাণিজ্যিক মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে না।

যাত্রীসাধারণের অসুবিধার কারণে গভীরভাবে দুঃখিত ।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

জলপাইগুড়িতে জোরদার আন্দোলন শুরু করলো নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সহ চারটি সংগঠনের সদস্যরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল ঃ শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছেন রাজ্যের যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষকর্মিরা। রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দপ্তরের অপদার্থতার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করে জলপাইগুড়িতে জোরদার আন্দোলন শুরু করলো নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সহ চারটি সংগঠনের সদস্যরা। যে সমস্ত যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন তাদের পুনর্বহাল করার দাবিতে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বামপন্থী শিক্ষকরা। শিক্ষক দুর্নীতির দায় নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। গোটা ঘটনার দায় নিয়ে পদত্যাগ করতে হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে। একই সঙ্গে এই বেআইনি কর্মকাণ্ডে যুক্ত সরকারি নেতা মন্ত্রীদের কঠোর

শাস্তির দাবি করেন তারা। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছেন রাজ্যের যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষকর্মিরা। কিন্তু যারা যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন তাদের অবিলম্বে পুনর্বহাল করার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। এদিনের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই কর্মিরাও।

চড়ক থেকে পড়ে আহত চরক সন্ন্যাসী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল ঃ ঘূর্ণীয়মান চড়ক থেকে পড়ে গুরুতর আহত হলেন এক চরক সন্ন্যাসী। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নাতলীতে। এদিন চড়ক পূজা উপলক্ষে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সন্ধ্যা হতেই বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষের ঢল নামে চরক ঘোরানো চাক্ষুষ করতে। জানা গেছে বেশ কয়েক বছর ধরে ওই এলাকায় চড়ক পূজা করা হয়। সোমবার চড়ক পূজা উপলক্ষে ময়নাতলী এলাকায় বসেছিল মেলাও। সন্ধ্যারাতে হতেই চরক ঘোরানো শুরু হয়, চরকের দাঁড়ের সঙ্গে বাঁধা দড়ির সঙ্গে যুক্ত বড়শি, যা চরক সন্ন্যাসীর পিঠের চামড়া ফুঁড়ে লাগানো থাকে। তুরীয় আনন্দে হাতে সাইকেল নিয়ে খুব জোর ঘুরছিলো চরক সন্ন্যাসী। দর্শক বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করছিল তাকে। আচমকাই ছন্দপতন! দড়ির সঙ্গে ঝোলা বড়শি থেকে পিঠের চামড়া ছিড়ে ছিটকে পড়লেন নিচে। গুরুতর আহত হন চরক সন্ন্যাসী। চরক সন্ন্যাসীর নাম দিপু রায়,বয়স ৩৫, বাড়ি গধেয়ার কুঠির কাচারির টারি। গুরুতর আহত চরক সন্ন্যাসী বর্তমানে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

শোভাযাত্রা আলিপুরদুয়ারে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ এপ্রিল ঃ আলিপুরদুয়ার মাড়োয়ারি ঠাকুরবাড়ির পক্ষ থেকে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে বের করা হলো বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। মঙ্গলবার হনুমান জয়ন্তী এই হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে আলিপুরদুয়ার চৌপথি মারোয়ারি ঠাকুরবাড়ি থেকে বের করা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এদিন শোভাযাত্রাটি আলিপুরদুয়ার চৌপথি হয়ে বাটামোর, স্টেশনপাড়া,বাবুপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে ফের আবার মাড়োয়ারী ঠাকুরবাড়ির সামনে এসে সমাপ্ত হয়। এদিন বাড়ির মহিলা থেকে শুরু করে ছোট থেকে বড় প্রত্যেকেই এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

২৫ হাজার চাকরিজীবী বেকার হয়ে যাওয়াটা ভোট বাক্সে প্রভাব পড়বে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল ঃ হাইকোর্টের এক রায়ে ২৫ হাজার চাকরিজীবী বেকার হয়ে যাওয়াটা ভোট বাক্সে প্রভাব পলবে,কিন্তু এর ফল ভোগ করবে বিজেপি। ১৯ নম্বর ওর্য়াড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি উদ্দ্যোগে প্রচার পদযাত্রায় সামিল হন ওর্য়াড নাগরিকেরা। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে এক প্রচার মিছিলে পা মেলান পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। গতকাল মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের ফলে প্রায় ২৫ হাজার চাকুরিজীবী চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে যায়।এর প্রভাব ভোটের ইভিএম মেসিনে পরবে বলে জানান মেয়র গৌতম দেব।কিন্তু এর ফলে কোন সমস্যা হবে না তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের।এর প্র।াব পরবে বিজেপির ভোট বাক্সে।তিনি মহামান্য হাইকোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে আরো জানান যে যারা জোগ্যতার নিরিখে চাকরি পেয়েছেন তারা এই নির্দেশে কেন পরবেন। দলের নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় গতকাল সোজা জানিয়ে দিয়েছেন তারা উচ্চ আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে যাবেন। তাই কোন চিন্তা না করে শেষটা দেখে যাবার অনুরোধ জানান গৌতম দেব।

দিন দুপুরে মধুচক্র ফাঁস হলদিবাড়ির সুভাষপল্লী এলাকায়

দিন দুপুরে মধুচক্র ফাঁস হলদিবাড়ির সুভাষপল্লী এলাকায়, সোমবার দুপুর ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় হলদিবাড়ি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত সুভাষপল্লী এলাকায়। জানা গিয়েছে এক বাড়ি থেকে এক জোড়া যুবক যুবতীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে স্থানীয়রা। তারপর খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে হলদিবাড়ি থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা রানু রায় দীর্ঘদিন ধরে এমন কাজ করে আসছে। অর্থের বিনিময়ে যুবক যুবতীদের ঘর ভাড়া দিচ্ছে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ এ বিষয়ে পুলিশকে বারবার অভিযোগ করা হলো অভিযুক্ত মহিলার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয়রা জানায় এদিন এক এমনই এক যুগলকে হাতে নাতে ধরে ফেলা হয়। সুযোগ বুঝে যুবকটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। স্থানীয়রা তাকে পাকড়াও করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃত যুবকের নাম দীপক রায়। বয়স ২৮ বছর। তার বাড়ি হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। অন্যদিকে মেয়েটির বাড়ি উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

প্রোওয়াচ জেড়এন ও প্রোওয়াচ ভিএন-এর মাধ্যমে স্মার্টওয়াচের বাজারে বিপ্লব আনল প্রোওয়াচ সংস্থা

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ লাভা ইটারন্যাশনালের সাব ব্রান্ড 'প্রোওয়াচ তাদের নতুন দুই মডেল প্রোওয়াচ জেড়এন ও প্রোওয়াচ ভিএন-এর হাত ধরে গর্বিতভাবে স্মার্টওয়াচের বাজারে প্রবেশ করল। প্রোওয়াচ জেড়এন-পারফরম্যান্স ও স্টাইলের নতুন উচ্চতা, প্রোওয়াচ জেড়এন স্মার্টওয়াচের বাজারে তাদের বৈপ্লবিক ফিচার্স ও অতুলনীয় পারফরম্যান্সের মাধ্যমে কার্যত নতুন মানদণ্ড তৈরি করল। শ্রেণীতে প্রথম CORNING& GORILLA& GLASS 3-এর সুরক্ষা ও লাগাতার হার্টরেট মনিটরিংয়ের জন্য উচ্চমানের নিখুঁত পিপিজি সেন্সর থাকা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষসম্পন্ন এই স্মার্টওয়াচ স্বাস্থ্যসচেতন জীবনশৈলী অনুসরণের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের আরও দক্ষ করে তোলে। মাত্র ২,৫৯৯ টাকার প্রারম্ভিক মূল্যে উপলব্ধ পাওয়ারটেক জেড়এন-এ রয়েছে বিভিন্ন আধুনিক বৈশিষ্ট্য যেমন, স্লিক ও প্র্যাকটিক্যাল রোটেটিং-সহ বৃত্তাকার ডায়াল, প্রাণবন্ত ১.৪৩ ইঞ্চির অ্যামোলেড ডিসপ্লে যার রেজোলিউশন ৪৬৬৪৬৬, সার্বিক স্বাস্থ্য ট্র্যাকিংয়ের ক্ষমতা, ১১০টি স্পোর্টস মোডের বিস্তৃত সম্ভার, ১৫০টি পরিবর্তনশীল ওয়াচ ফেস, বাধাহীন স্মার্ট নোটিফিকেশন, নাগাড়ে ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার জন্যে দ্রুত চার্জিং ও মজবুত ধাতব শরীর- যা প্রতিদিনের ব্যবহার অনায়াসে সহ্য করতে পারে। প্রোওয়াচ জেড়এন-এর দুটি দুর্দান্ত ভেরিয়েন্ট রয়েছে, ভ্যালিরিয়ান গ্রে ও ড্রাগনগ্লাস ব্ল্যাক। দুটিতেই রয়েছে ধাতব ও সিলিকনের স্ট্র্যাপ। সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাত দিন চলতে পারা ব্যাটারি লাইফের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা সারাদিন তাঁদের স্বাস্থ্যের মাপকাঠিগুলি পরিমাপ করতে

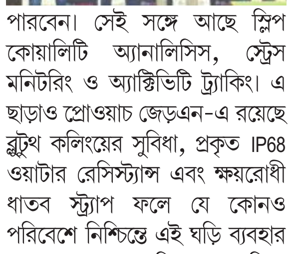

পারবেন। সেই সঙ্গে আছে স্লিপ কোয়ালিটি অ্যানালিসিস, স্ট্রেস মনিটরিং ও অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকিং। এ ছাড়াও প্রোওয়াচ জেড়এন-এ রয়েছে ব্লুটুথ কলিংয়ের সুবিধা, প্রকৃত IP68 ওয়াটার রেসিস্ট্যান্স এবং ক্ষয়রোধী ধাতব স্ট্র্যাপ ফলে যে কোনও পরিবেশে নিশ্চিন্তে এই ঘড়ি ব্যবহার করা যায়। প্রোওয়াচ ভিএন, বহুমুখিতা ও পারফরম্যান্সের নতুন সংজ্ঞা প্রোওয়াচ ভিএন জীবনের সব ক্ষেত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থেকে আপনার জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে ওঠার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। ড্রিফ্‌ট ব্লু, মূর ব্ল্যাক ও গাল গ্রে-র মতো বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙে উপলব্ধ প্রোওয়াচ ভিএন স্টাইল ও কার্যকারিতার আদর্শ মেলবন্ধন। মাত্র ১৯৯৯ টাকার বিশেষ প্রারম্ভিক মূল্যে উপলব্ধ প্রোওয়াচ ভিএন-এ রয়েছে উজ্জ্বল ১.৯৬ ইঞ্চির টিএফটি ২.৫ক্স্ব কার্ভড ডিসপ্লে যার রেজোলিউশন ৩২০৩৮৬ ও উজ্জ্বলতা ৫০০ নিট। সুবিধাজনক ব্লুটুথ কলিং থাকায় যাতায়াতের সময়ও যোগাযোগে কোনও সমস্যা হয় না। এতে রয়েছে ব্যবহার-বান্ধব স্ক্রোল বোতাম যাতে নেভিগেশনে সমস্যা না হয়, হ্যান্ডস-ফ্রি অ্যাসিস্ট্যান্সের জন্য রয়েছে বিল্ট-ইন ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্স, দেড়শোর বেশি পরিবর্তনযোগ্য ওয়াচ ফেস ও সার্বিক স্বাস্থ্য ট্র্যাকিংয়ের জন্য ১১৫টির বেশি ইন-বিল্ট স্পোর্টস মোড। IP67-এর জল ও ধুলো নিরোধক রেটিং-সহ এই স্মার্টওয়াচে আছে হার্ট রেট সেন্সর, ঙ্কগুগু২ ট্র্যাকার, স্ট্রেস লেভেল ট্র্যাকার ও স্লিপ ট্র্যাকার- যা সুস্থতার প্রতি এক সার্বিক মনোভাব গড়ে তোলে। টেঁকসই মেটাল জিঙ্ক অ্যালয় বডি ও আরামপ্রদ সিলিকন স্ট্র্যাপ থাকা এই প্রোওয়াচ ভিএন স্মার্টওয়াচ স্টাইল, কার্যকারিতা ও স্থায়ীত্বের চূড়ান্ত নিদর্শন। অ্যাডভান্সড রিয়ালটেক চিপসেট থাকা এই স্মার্টওয়াচ অনায়াস ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে। প্রোওয়াচ জেড়এন ও প্রোওয়াচ ভিএন অ্যামজন, লাভা ই-স্টোর এবং লাভা রিটেল নেটওয়ার্কে ২৬ এপ্রিল, ১২গুগু থেকে উপলব্ধ হবে। প্রতিটি স্মার্টওয়াচে থাকছে ২ বছরের ওয়ারান্টি ও সেগুলি দেশজোড়া সাতশোর বেশি সার্ভিস সেন্টারের যে কোনওটিতে সার্ভিসিং করানো যাবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৪/২৩, তারিখঃ ২২.০৪.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ২২২৩৬০৩৬এ;** ট্যাব/ক্যাপ সিমাগ্লুটাইড ৭ এমজি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ২২২৪৫০৭১এ;** ইঞ্জে. ব্রোলুসিজুমাব ১২০ এমজি/মিলি (ভায়াল + ফিল্টার নিড্‌ল); ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩); ০৮২৩১৪৩৫এ;** ডিসকানেক্টিং এবং আর্থিং ডিভাইস ১২৫ এএমপি ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৯৪৭৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৪); ১১২৩১৮৫১এ;** হেলথ্ ফসেটের প্রাপ্যতা; ০ টাকা। **(৫); ২২২৪৫২৫২;** অক্সিনিয়াম টোটাল নী রিপ্লেসমেন্ট ইভেন্ট (সেট); ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৯.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৪ এবং ৫-এর জন্য)। **(৬); ০৬২৩১০৫০এ;** পলি বস্ত্র বেড শীট হোয়াইট, সাইজ ঃ ২২৯x১৪০ সেমি ইত্যাদি; ৬৪৪৯৫০ টাকা। **(৭); ১০২৩১১৪২;** মোমেন্টারি কন্ট্যাক্ট লিমিট স্যুইচ; ৯৭৪৭০ টাকা। **(৮); ১০২৩১১৪৫এ;** লিমিট স্যুইচ; ৯৩১৯০ টাকা। **(৯); ১৪২৪১০৩১;** আইআরএসঃ এস-৮৮-২০০৪ ইত্যাদি অনুযায়ী ট্রান্সপারেন্ট (পলিপ্রোপিলিন)/হার্ড রাবার কন্টেনারে লেড অ্যাসিড সেল, লো মেন্টেন্যান্স, ২ ভোল্ট-এর প্রাপ্যতা; ৫৩৪২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১০.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৬ থেকে ৯ -এর জন্য)। **(১০); ১০২৩১৮৭০;** ডিসি ড্যাম্পিং প্যানেল ইত্যাদি ক্রয়; ৬৯১৬০ টাকা। **(১১); ১১২৪১৮১৭;** সিঙ্গল পিস এফআরপি ল্যুভার শাটার ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৫১৪৪০ টাকা। **(১২); ১২২৪৫১৩৭;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৩৭০৬ অনুযায়ী জিএফএন লাইনার ৬০ কেজি-এর সরবরাহের জন্য রানিং কন্ট্র্যাক্ট; ৯০৪১১০ টাকা। **(১৩); ১২২৪৫১৫৯;** ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার্সের প্রাপ্যতা; ৬৩৮৫০ টাকা। **(১৪); ১৪২৩৫২১৭;** ইলেক্ট্রিক্যাল পয়েন্ট মেশিন, আইআরএস টাইপ ২২০ এমএম থ্রো ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৭৮৯০০ টাকা। **(১৫); ১৪২৩৫২৩০;** সাম্প্রতিকতম টিইসি স্পেসিফিকেশন টিইসি/জিআর/টিএক্স/ওএফসি-২০/০১/মার্চ-২০১১ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী ৬ কোর আর্মার্ড ওএফসি কেবল (সিঙ্গল মোড) সরবরাহ; ৫৪২৮০ টাকা। **(১৬); ২২২৪৫০০১এ;** ইঞ্জে. এরিথ্রোপোয়েটিন ৪০০০ আইইউ আলফা পার পিএফএস; ১৮৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৩.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১০ থেকে ১৬-এর জন্য)। **(১৭); ১২২৪৫১৬০;** ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার্সের প্রাপ্যতা; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৪.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮); ১০২৪২১৯৭;** এম.এস. ফেব্রিকেটেড ইম্পেলার; ৮১১৮০ টাকা। **(১৯); ১০২৪২৪৯০;** এআরসি চুট; ৬৬৬০০ টাকা। **(২০); ১১২৩১৬২৭এ;** সাইড বাফার অ্যাসেম্বলীর সেট; ২০৬৬২০ টাকা। **(২১); ১১২৪১১০৫;** ইউআইসি ভেস্টিবিউলের জন্য উপযুক্ত ডবল লিফ ডোর অ্যারেঞ্জমেন্টের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১১১৪৩০ টাকা। **(২২); ২১২২১৩৭০এ;** ক্যাসনাব ২২ এইচএস বোগীর জন্য কাস্ট স্টিল বোলস্টার ইত্যাদি; ২৪৬৬২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৬.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৮ থেকে ২২-এর জন্য)। **(২৩); ১০২৪১০৫৭;** প্যান্টোগ্রাফ কমপ্লিট এক্সক্লুডিং মেকানিজম অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ১৫৮১৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৭.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৪); ১০২৪৫০১৯এ;** রুফ মাউন্টেড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম ইত্যাদি; ১৬৩২৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৫); ১০২৩২১৮৬এ;** স্ক্যাভেঞ্জ ব্লোয়ার থেকে মেশিন রুম ব্লোয়ার; ০ টাকা। **(২৬); ১০২৪১০৫২;** ইলেক্ট্রো নিউম্যাটিক ভালভ্ টাইপ এনসি-৪ ইত্যাদি; ১৪২৬৫০ টাকা। **(২৭); ১০২৪১১১৩;** পিনিয়ন ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৮৫১৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২০.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২৫ থেকে ২৭-এর জন্য)। **(২৮); ১০২৪১১১৯;** ট্রান্সফর্মার অয়েল কুলিং ব্লোয়ারের জন্য মোটরের প্রাপ্যতা; ১১৬৬৯০ টাকা। **(২৯); ১৫২৩৫০৭৪এ;** ইওটি ক্রেন ১০ টন সরবরাহ এবং চালুকরণ (সংলগ্ন টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী); ৮৬০০০ টাকা। **(৩০); ১৫২৩৫১৮৮এ;** ইওটি ক্রেনের প্রাপ্যতা, ক্যাপাসিটি ঃ ৩ টি ইত্যাদি; ৫৯৬৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২৮ থেকে ৩০-এর জন্য)। **(৩১); ১০২৩১০৯৯এ;** উইন্ড স্ক্রিন অ্যাসেম্বলী কমপ্লিট; ৫২২২০ টাকা। **(৩২); ১০২৪২১৬০;** ম্যাক্সিমাম কারেন্ট রিলে ইত্যাদি; ৮৩৭৩০ টাকা। **(৩৩); ১০২৪২৩৬২;** অ্যানালগ আই/ও কার্ড (এএনএ ইনপুট/আউটপুট) ইত্যাদি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৩.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং. ৩১ থেকে ৩৩-এর জন্য)। **(৩৪); ১১২৩১৬২৬;** ইলেকট্রন বীম; ৫৫৪০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩৫); ০৪২৪৫০০১;** আরডিএসও ড্রইং অনুযায়ী অ্যাক্সল বক্স সহ হুইল সেট বিয়ারিং; ৫০৪৯০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১০.০৬.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩৬); ১০২৪২৩৪১;** প্রোসেসর কার্ড (এফএলজি প্রোসেসর) ইত্যাদি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৭.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৩৬-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-07/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/এডিএমএন, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এর **মে, ২০২৪ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচী।**
নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫ **তারিখঃ ১৮.০৪.২০২৪**

ক্র.নং.	ডিপো/ডিভিসন	অধিকারক্ষেত্র	তারিখ		
১	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিসন	০৮.০৫.২০২৪	১৫.০৫.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪
২	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিসন	১৫.০৫.২০২৪	২৩.০৫.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪
৩	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও মালদা টাউন ডিভিসন	১০.০৫.২০২৪	১৭.০৫.২০২৪	২৪.০৫.২০২৪
৪	হাওড়া ডিভিসন	হাওড়া ডিভিসন	০১.০৫.২০২৪	০৮.০৫.২০২৪	২৯.০৫.২০২৪
৫	আসানসোল ডিভিসন	আসানসোল ডিভিসন	০৯.০৫.২০২৪	২১.০৫.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪
৬	শিয়ালদহ ডিভিসন	শিয়ালদহ ডিভিসন	০৭.০৫.২০২৪	১৪.০৫.২০২৪	২১.০৫.২০২৪
৭	মালদা টাউন ডিভিসন	মালদা টাউন ডিভিসন	১৫.০৫.২০২৪	২৯.০৫.২০২৪	-

STORES-06/2024-25 চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/এডিএমএন

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হঠাৎই পেশাদার স্কোয়াশ থেকে অবসর বাংলার সোনার ছেলে সৌরভের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

১৩বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন তিনি। ২০০৬ সালে দোহা এশিয়ান গেমসে পেয়েছিলেন প্রথম পদক। বছর তিনেক আগেই বিশ্ব স্কোয়াশের প্রথম দশে ছিলেন। সেই সৌরভ ঘোষাল অবসর নিলেন পেশাদার সার্কিট থেকে। ২২ বছর ধরে দেশকে অসংখ্যবার গর্বিত করেছেন বাংলার ছেলে। সেই সৌরভের অবসরে শেষ হল একটা যুগের। নিজের ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে ঘোষণা করেছেন অবসরের সিদ্ধান্ত। ৩৮ বছরের বাঙালি স্কোয়াশ প্লেয়ার ভারতে তো বটেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সাফল্য কম পাননি। পেশাদার সার্কিটে আর না নামলেও দেশের হয়ে খেলবেন, তা অবশ্য বলেছেন সৌরভ। ময়দানের র‍্যাকেট ক্লাব থেকেই উঠে আসা সৌরভের। সেখান থেকে চেন্নাইয়ের অ্যাকাডেমিতে চলে যান। নিজেকে আন্তর্জাতিক মানে গড়ে তোলার জন্য পরবর্তীকালে চলে যান লিডসে। জুনিয়র পর্যায় থেকেই পদকের খোঁজে নেমেছিলেন। নিরাশও করেননি। অনূর্ধ্ব ১৯ ব্রিটিশ জুনিয়র ওপেন জিতে চমকে দিয়েছিলেন সৌরভ। সেই তিনিই বলেছেন, ''২২ বছর আগে শুরু করেছিলাম যাত্রা। তখন ভাবিইনি

পেশাদার স্কোয়াশ প্লেয়ার হিসেবে এত দূর যেতে পারব। সারা বিশ্বের নানা প্রান্তে ছুটেছি। অনেক বড় বড় টুর্নামেন্ট খেলেছি। তখন মনে হয়নি, একদিন থামতে হবে। পেশাদার সার্কিটে আর নামব না। গত দুটো দশক এই খেলাটা আমাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। কোচ হিসেবে অনেককে পাশে পেয়েছি, যারা না থাকলে আমি প্লেয়ারই হতে পারতাম না। পরিবারকে সব সময় পাশে পেয়েছি।'' গত ২০ বছর ধরে সৌরভই ভারতীয় স্কোয়াশের মুখ। ২০০৬ সালে দোহা এশিয়ান গেমসে সিঙ্গলসে পেয়েছিলেন ব্রোঞ্জ। ওটাই ছিল স্কোয়াশ থেকে পাওয়া তাঁর এবং দেশের প্রথম পদক। গুয়ানঝাউ, ইঞ্চিয়ন, জাকার্তা থেকে গত বছরের হানঝাউ এশিয়ান গেমস পর্যন্ত পদকে ভরিয়ে দিয়েছেন দেশকে। ২০১৪ সালে টিম ইভেন্ট থেকে এনেছিলেন সোনা। এ বারও তাই এনেছেন। কমনওয়েলথ গেমসেও পেয়েছেন পদক। বিশ্ব মিটের ডাবলস থেকেও পেয়েছেন সোনা, রুপো। সৌরভ বলেছেন, ''পেশাদার সার্কিট থেকে সরে দাঁড়ালেও কেরিয়ারে পুরোপুরি ইতি টানছি না। দেশের হয়ে আরও কিছুদিন খেলতে চাই। এখনও বিশ্বাস করি আমার মধ্যে কিছু লড়াই থেকে গিয়েছে। দেশের হয়ে আরও কিছু অর্জন করতে চাই।'

২৪ কোটিতে ডাহা ফ্লপ মিচেল স্টার্ক

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যানেজমেন্ট আর এসব প্রশ্নে তেমন গা করেন না! অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। ফি বছরকার ব্যাপার! দূরদৃষ্টির অভাব নাকি কপাল মন্দ, সেসব নিয়ে জল্পনা চলতে পারে। কিন্তু বাংলায় ৩৪ বছর পর পরিবর্তন এলেও, কেকেআর কিন্তু প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবকের মতোই অবিচল। কখনও ভেঙ্কটেশ আয়ার। কখনও শিবম মাভি। গতবারে ছিলেন আন্দ্রে রাসেল। কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভেঙ্কি মাইসোররা নামজাদা তারকাদের তোলেন। অথচ খেলা শুরু হতে দেখা যায়, সব বাবুঘাট দিয়ে ভেসে গেল! তবে সেই মাপকাঠিতেও মিচেল স্টার্ক মোটামুটি ইতিহাস তৈরি করে দিয়েছেন। মানে, যাকে বলে, কেকেআর নিজেই নিজেকে অতিক্রম করে গিয়েছে! ২৪.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে তাঁকে কিনেছে কলকাতা! ঠিক কী ভেবে ২৪ কোটি টাকা তাঁরা গচ্চা দিলেন, নিলামের সময়েও অনেকে বোঝেনি, পরেও অনেকে মাথা চুলকেছেন। কিন্তু বেঙ্কি মাইসোরদের টলানো যায়নি। তাঁরা বিস্তর পাটিগণিত-বীজগণিত কষে দেখেছিলেন, স্টার্কের মত অভিজ্ঞ ডেথ ওভার বোলারকেই দরকার! কিন্তু তারপর কী হইল, শ্যামলাল থেকে চুনীলাল কেউ বলতে পারবেনা। কলকাতার সাতটি ম্যাচেই শুরু থেকে স্টার্ক খেলেছেন। প্রতিবারই স্টার্কের হাতে বল গেলে ভক্তরা দম চেপে বসেন। ৭ ম্যাচে স্টার্ক ২৫ ওভার বল করেছেন। রান খেয়েছেন ২৮৭। ইকোনমি রেট ১১ ছাড়িয়ে গিয়েছে। উইকেট নিয়েছেন মাত্র ৬টি। রবিবারের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর স্টার্ককে নিয়ে রীতিমত আতঙ্কে ভুগছেন কেকেআর ভক্তরা। শেষ ওভারে দরকার ছিল ২১ রান। অথচ নয় নম্বরে নামা কর্ণ শর্মা তিনটে ছক্কা মেরে দিলেন। হাইকোর্ট প্রান্তের গ্যালারিতে তখন কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল, এর চাইতে সিএবির কোনও নেট বোলারকে ইমপ্যাক্ট সাবে নামিয়ে দিলেই চলত! এর চেয়ে পি সেন ট্রফি বা জেসি মুখোপাধ্যায় ট্রফিতে ভাল

কলকাতার পোড়া কপাল আর কদ্দিন?

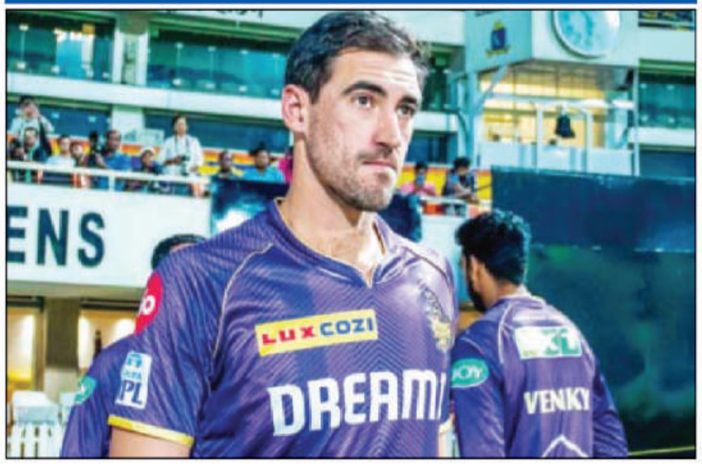

বোলার পাওয়া যাবে! পঞ্চম বলে যে ক্যাচটা স্টার্ক নিলেন, নেহাত কপালজোরে ওটা না হলে এই ম্যাচ আরসিবি জিতে ফ্লাইট ধরত! তিন ওভারে ৫৫ রান খেলেন... এটা কোনও কথা হল? অবশ্য মেন্টর গৌতম গম্ভীর থেকে সিইও বেঙ্কি মাইসোর সকলেই স্টার্কের পাশেই রয়েছেন। সেটাই অবশ্য দস্তুর। বাইপাসের ধারের পাঁচতারা হোটেলে যাই হোক না কেন, সাংবাদিকদের সামনে গম্ভীর বলে গেলেন, ''আমি স্টার্ককে জানি। খুব তাড়াতাড়িই ওর ইমপ্যাক্ট আমরা দেখতে পাবো।'' কেএস ভরত বলেছেন, স্টার্ক প্রথম ওভারে চোট পেয়েছেন, ম্যাচে পুরোপুরি ফিট ছিলেন না। বেঙ্কি মাইসোরও ভজনা করছেন, ''স্টার্ক একজন মহাতারকা। দলে ওর মত অভিজ্ঞ একজনের থাকাটাই অনেক কিছু বদলে দেয়!'' বলাই বাহুল্য, এতে চিঁড়ে ভিজছে না তেমন। অবশ্য চিঁড়ে না ভিজলেও এতে অভ্যেস আছে কেকেআর ম্যানেজমেন্টের। গতবার এই নাট্যে কুশীলব ছিলেন আন্দ্রে রাসেল। প্রতিবারই আন্দ্রে রাসেলকে ক্যারিবিয়ান হারিকেন-টারিকেন দেখার জন্য নেওয়া হয়। গতবার দেখা গেল, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সেই হারিকেন আর দানাই বাঁধতে পারছে না। ১৪ ম্যাচে রাসেলের সংগ্রহ ২২৭, গড় মেরেকেটে ২০। স্ট্রাইক রেট ১৪৫। ২০২০ সালে কেকেআরের এমনই এক নান্দনিক পদক্ষেপ ছিলেন প্যাট কামিন্স। সাড়ে পনেরো কোটি দিয়ে তাঁকে কিনেছিল কেকেআর। ১৪ ম্যাচে ৪০৯ রান খেয়েছিলেন কামিন্স, বোলিং গড় ৩৪। কামিন্স এবারে অবশ্য হায়দরাবাদের নেতৃত্ব দিয়ে সেই খামতি পুষিয়ে দিচ্ছেন। এও একটা ব্যাপার। কেকেআর থেকে ছাড় পেয়ে গেলে কপাল ফিরে যাওয়ার ঘটনা একাধিক আছে। যেমন সূর্যকুমার যাদব। যেমন শুভমন গিল। বা যেমন, ক্যারিবিয়ান শৌর্যের পরাক্রান্ত সম্রাট ক্রিস গেইল। স্টার্ক কিন্তু ২০১৫ সাল থেকেই আর আইপিএল খেলেননি। সেই ২০১৪-১৫ মরসুমে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে খেলার পর কখনও চোট, কখনও জাতীয় দলে মনযোগ দিতে গিয়ে আইপিএলে একবারও খেলা হয়নি তাঁর। এবারের নিলামে তাঁকে দেখে তাই অনেকেরই ভ্রূ খানিক সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মত কুঁচকেছিল। আপাতত পরের মরসুমে স্টার্ক অন্য কোনও দলে গিয়ে কপাল ফেরাবেন নাকি এবারেই বাকি ম্যাচগুলোয় ঝলসে উঠবেন, সেদিকেই চাতক পাখির মত চেয়ে কেকেআর ভক্তরা। মোটামুটিভাবে যা অবস্থা, তাতে খুব অঘটন না ঘটলে কেকেআর শেষ ছাড়ে যাচ্ছে। ফলে এখনও সময় আছে স্টার্কের।

লরিয়াস অ্যাওয়ার্ডস

জকোভিচ ছুঁলেন ফেডেরারের রেকর্ড

মাদ্রিদ, ২৩ এপ্রিলঃ গ্র্যান্ড স্লাম জয়ে পুরুষ টেনিসে সর্বকালের সেরা তিনিই। ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম একক জিতে নারী-পুরুষ মিলিয়েও রেকর্ডটা মার্গারেট কোর্টের সঙ্গে ভাগাভাগি করছেন নোভাক জকোভিচ। সার্বিয়ান মহাতারকা এবার টেনিসের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরেকটি রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন। গতকাল রাতে মাদ্রিদে লরিয়াস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে আরেকবার বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদের পুরস্কার হাতে নিয়েছেন জকোভিচ। এই নিয়ে পঞ্চমবার এই স্বীকৃতি পেয়ে টেনিসেরই আরেক কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের রেকর্ড ছুঁয়েছেন ৩৬ বছর বয়সি জকোভিচ। ২০২৩ সালে তিনটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের পথে রাফায়েল নাদালকে ছাড়িয়ে ছেলেদের টেনিসে গ্র্যান্ড স্লাম একক জয়ের রেকর্ড গড়েন জকোভিচ। মেয়েদের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হয়েছেন গত বছর মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন স্পেনের আইতানা বোনমাতি। স্প্যানিশ মেয়েরা বর্ষসেরা দলের পুরস্কারও জিতেছে। রিয়াল মাদ্রিদ তারকা জুড বেলিংহামও জিতেছেন একটি পুরস্কার। ইংলিশ ফুটবলার পেয়েছেন ব্রেকথ্রু অব দ্য ইয়ার বা সেরা নতুন তারকার সম্মান। সেরা প্রত্যাবর্তনের পুরস্কারটা গেছে মার্কিন মহিলা জিমন্যাস্ট তারকা সিমোন বাইলসের হাতে। শারীরিক প্রতিবন্ধী বিভাগে বর্ষসেরা নেদারল্যান্ডসের হুইলচেয়ার টেনিস খেলোয়াড় ডিডা ডি গ্রুট। বর্ষসেরা

অ্যাকশন ক্রীড়াবিদ স্কেটবোর্ডার অ্যারিসা ট্রিউ। টেনিস তারকা রাফায়েল নাদালের ফাউন্ডেশন জিতেছে স্পোর্ট ফর গুড অ্যাওয়ার্ড। এবারের আগে ২০১২, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৯ সালেও লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার জিতেছিলেন জকোভিচ। সেই জকোভিচ পঞ্চমবারের মতো পুরস্কার নিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হলেন, ''পঞ্চমবার জিততে পেরে খুব সম্মানিত বোধ করছি। আমার ২০১২ সালের কথা মনে পড়ছে, ২৪ বছর বয়সে প্রথমবার জিতেছিলাম এই পুরস্কার। ১২ বছর পরও এখানে থাকতে পেরে আমি গর্বিত। খুব ভালো একটা বছর কাটানোর স্বীকৃতি এটি। এমন একটা বছর, যে বছরটা আমাকে ও আমার ভক্তদের রোমাঞ্চ উপহার দিয়েছে।'' স্পেনের বোনমাতি প্রথম ফুটবলার হিসেবে জিতেছেন লরিয়াসের বর্ষসেরা মহিলা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার। শুধু মেয়েদের বিশ্বকাপই নয় বোনমাতি গত বছর বার্সেলোনার হয়ে মেয়েদের উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতেছেন। বেলিংহাম স্বীকৃতি পেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে অভিষেক মরসুমের পারফরম্যান্সের জন্য। প্রথম মরসুমে এ পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে ২১ গোল করেছেন তিনি। মানসিক অবসাদের কারণে জিমন্যাস্টিকস থেকে নির্বাসনে যাওয়া বাইলস তিন বছর পর ফিরেছিলেন খেলাটিতে। আর ফিরেই ওয়ার্ল্ড আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি সোনা জেতেন এই মার্কিন তারকা। ২০০০ সাল থেকেই নিয়মিত ক্রীড়াবিদদের স্বীকৃতি দিয়ে আসছে লরিয়াস একাডেমি। সেরা খেলোয়াড় বাছাই করেন সাবেক ক্রীড়াবিদদের নিয়ে গঠিত ৬৯ সদস্যের জুরি বোর্ড।

'আই লিগ ৩ বদলে দেবে ছবি'

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিলঃ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)-এর সভাপতি হওয়ার পরে একটি নতুন প্রতিযোগিতা শুরু করেছেন কল্যাণ চৌবে। আই লিগ ৩। এই প্রতিযোগিতা ভারতীয় ফুটবলের ছবিটা বদলে দেবে বলে নিশ্চিত কল্যাণ। তাঁর আশা, এই প্রতিযোগিতার ফলে ভারতের আরও প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ফুটবলার উঠে আসবে। চলতি মরসুম শেষের পথে। গত এক বছরে ভারতীয় ফুটবলের পর্যালোচনা করে কল্যাণ বলেন, ''ভারতের মতো বিশাল দেশে ফুটবলের একটা নির্দিষ্ট পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হলে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ফাঁক ভরাট করতে হত। তারই একটা পথ এই আই লিগ ৩। এতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আরও বেশি ক্লাব মূল পর্বে উঠে আসবে।'' সেই কারণেই আই লিগ ৩ শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কল্যাণ। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয়েছিল আই লিগ ৩ ভারতীয় ফুটবলের সেই ফাঁক ভরাট করবে। এটা ভারতীয় ফুটবলের ছবিটা বদলের পথে বড় পদক্ষেপ। ভাল করে দেখলে বোঝা যাবে ভারতীয় ফুটবলের পিরামিডে সব থেকে নীচের স্তর এই আই লিগ ৩।'' গত বছর নভেম্বর মাসে শুরু হয়েছে আই লিগ ৩। দু'মাস ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ২৫টি রাজ্যের স্থানীয় লিগের চ্যাম্পিয়ন দল অংশ নিয়েছিল। সেখান থেকে তিনটি দল আই লিগ ২-এ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সেই দলগুলি হল- স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়া, ডেম্পো ও স্পোর্টিং ক্লাব বেঙ্গালুরু। এই তিনটি দলের মধ্যে স্পোর্টিং ক্লাব বেঙ্গালুরুর উন্নতিতে উচ্ছ্বসিত কল্যাণ।

বিশ্বকাপে ওকে খেলাতেই হবে

কার জন্য ব্যাট ধরলেন সৌরভ?

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিলঃ চলতি সপ্তাহেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিম ঘোষণা করতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আইপিএলের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে নতুন মুখ হিসেবে ঢুকে পড়তে পারেন কেউ কেউ। একটা জায়গা নিয়ে আগ্রহ তুমুল-উইকেট কিপার হিসেবে কে ঢুকবেন টিমে? সঞ্জু স্যামসনের দিকে নজর রাখতে হবে, এমন বলছে ক্রিকেটমহল। চমৎকার ছন্দে রয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের ক্যাপ্টেন। বিশ্বকাপ টিমে কি ঢুকে পড়বেন তিনি? এই তালিকায় আরও দু'জনকে নিয়ে চর্চা প্রবল ভাবে হচ্ছে। প্রথম জন নিশ্চিত ভাবে দীনেশ কার্তিক। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু টানা হাফডজন ম্যাচ হেরেছে। বিরাট কোহলির পর টিমের সবচেয়ে সফল ব্যাটারের নাম কার্তিক। ঝড় বইয়ে দিচ্ছেন। ফিনিশার হিসেবে আজও তিনি 'ফিনিশ' হননি, বুঝিয়ে দিচ্ছেন প্রতিপক্ষকে। আর দ্বিতীয় জন কে? ঋষভ পন্থ। বছর দুয়েক আগে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন পন্থ। পুরো দুনিয়াটাই কার্যত থমকে গিয়েছিল তাঁর। একটা বছর আইপিএল খেলতে পারেননি। চলতি বছর পারবেন মাঠে নামতে, তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছিল না। অবাক করে প্রত্যাবর্তন হয়েছে পন্থের। শুধু ব্যাটার হিসেবে নয়, কিপার হিসেবেও। এ বারের আইপিএলে একেবারেই নিরাশ করেননি পন্থ। উল্টে পারফর্ম করছেন নিয়মিত। হাফসেঞ্চুরিও করেছেন। শুধু তাই নয়, দুরন্ত ইনিংসও খেলেছেন কয়েকটা। এমন ক্রিকেটার যদি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলেন, তা হলে ভারতেরই ক্ষতি। আর কেউ নন, মনে করছেন খোদ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দিল্লির ক্রিকেট ডিরেক্টর মহারাজ বলে দিয়েছেন, ''পন্থের বিশ্বকাপ খেলা উচিত। পনের জনের টিম হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, পন্থের টিমে থাকা উচিত। আমি নিশ্চিত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাচ্ছে। পন্থকে মিডল অর্ডারে খেলানো উচিত। তবে কত নম্বরে, টি-টোয়েন্টিতে এটা বলা মুশকিল। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী সেটা ঠিক হবে।'' সৌরভ বরাবর পন্থের ভক্ত। তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং পছন্দ করেন। এই পন্থ যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার গতিমুখ বদলে দিতে পারেন, তা খুব ভালো করেই জানেন সৌরভ। আর তাই সৌরভ ব্যাট ধরলেন প্রিয় শিষ্য পন্থের জন্য।

কোহলির ১০-১৫ মিনিট বদলে দিয়েছে রিয়ান পরাগকে!

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিলঃ রঞ্জি ট্রফিতে অনবদ্য পারফর্ম করেছিলেন অসমের রিয়ান পরাগ। তবে তাঁর আগ্রাসী মনোভাব অনেকের চোখেও লেগেছে। একজন তরুণ ক্রিকেটারের এমন আগ্রাসন ঠিক কিনা, এই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। একটা সময় ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স করেও জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়ার হতাশা থেকে সরফরাজ খানও এমন আগ্রাসী ছিলেন। ধারাবাহিকতার পুরস্কার পেয়েছেন। সরফরাজ বদলে গিয়েছেন অনেকটাই। রিয়ান পরাগ আচরণের দিক থেকে যেমন আগ্রাসী, পারফরম্যান্সেও তা করে দেখিয়েছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এ বারের মরসুমে যেন নতুন রিয়ান পরাগকে দেখা যাচ্ছে। আইপিএলে প্রথম খেলছেন তা নয়। তবে ধারাবাহিক ছিলেন না এ বারের মতো। এর আগে হাতে গোনা কিছু ভালো ইনিংস, কখনও বল হাতে কিছুটা অবদান, কিংবা নজরকাড়া ফিল্ডিং। এ বারের আইপিএলে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে রয়েছেন রিয়ান পরাগ। ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করছেন। এই পরিবর্তনের কারণ বিরাট কোহলির ১০-১৫ মিনিটের ক্লাস! রিয়ান পরাগের আইপিএল অভিষেক হয়েছে ২০১৯ সালে। রাজস্থান রয়্যালসের তরুণ অলরাউন্ডার জিও সিনেমায় বলেছেন, ''আইপিএলে আমার দ্বিতীয় বছর খুবই খারাপ কেটেছিল। বিরাট কোহলির সঙ্গে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। খারাপ সময় থেকে কী ভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, এই পরিস্থিতির মোকাবিলার বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। কারণ, তিনিও এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছুই শেখার রয়েছে। বিরাট কোহলি আমাকে ১০-১৫ মিনিট সময় দিয়েছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছিলেন। এটা আমাকে খুবই সাহায্য করেছে।''

বিশ্বকাপে বিরাটের ব্যাটিং পজিশন হোক তিনে ফিঞ্চ

মুম্বই, ২৩ এপ্রিলঃ জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। শীঘ্রই ভারতের স্কোয়াড ঘোষণা হবে। আলোচনায় অনেক কিছু। বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মাই। বাকি কারা সুযোগ পাবেন, পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। এর মধ্যেই জল্পনা, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে বিশ্বকাপে ওপেন করতে দেখা যেতে পারে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ওপেন করেন রোহিত। তেমনই আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ওপেনার বিরাট কোহলি। অতীতে বিরাট-রোহিতকে দেশের হয়ে ওপেন করতে দেখা গিয়েছে। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এমন সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছিল। যদিও শেষ অবধি তিনেই ব্যাট করেছিলেন বিরাট। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু পয়েন্ট টেবলে একেবারে শেষে। এ বার মাত্র একটি ম্যাচ জিতেছে তারা। বিরাট কোহলি অবশ্য দারুণ ছন্দে। অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়েও রয়েছেন। তা হলে কি বিরাট-রোহিতই ওপেন করবেন বিশ্বকাপে? টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া একবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেই টিমের অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ আইপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। তিনি অবশ্য বিরাটকে দেশের জার্সিতে ওপেনার হিসেবে চান না। অন্তত বিশ্বকাপে নয়। তাঁর পছন্দ অন্য। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের মতে, বিরাটের জন্য তিন নম্বরই সেরা ব্যাটিং পজিশন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তিনে তাঁর মতো ব্যাটারের প্রয়োজন বলেই মনে করেন। আইপিএলের সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে ফিঞ্চ বলেন, ''সাদা বলের ক্রিকেটে তিন নম্বরে বিশ্বের সেরা ব্যাটার বিরাট কোহলি। সুতরাং, আমি তাঁকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তিনেই দেখতে চাইব।'' এ বারের আইপিএলে ৮ ম্যাচে ৩৭৯ রান করেছেন বিরাট কোহলি। এর মধ্যে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরির ইনিংসও রয়েছে। ওপেন করেই এই রান বিরাটের।

এসি মিলানকে হারিয়ে ইন্টার মিলানের ২০তম শিরোপা, ইনজাগির প্রথম

মিলান, ২৩ এপ্রিলঃ ২৪ বছর পর আবার সিরি আর শিরোপা জয়ের স্বাদ পেলেন সিমোনে ইনজাগি। এবার অবশ্য কোচ হিসেবে। গতকাল রাতে এসি মিলানকে ২-১ গোলে হারিয়ে ৫ ম্যাচ হাতে রেখেই সিরি আর শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছে ইন্টার মিলান। ক্লাবটির ইতিহাসে এটি ২০তম স্কুডেট্টো বা সিরি আ শিরোপা। আর ৮ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে ইনজাগির এটা প্রথম সিরি আ শিরোপা। ইনজাগি এর আগে খেলোয়াড়ি জীবনে ২০০০ সালে সিরি আ জিতেছিলেন লাৎসিওর হয়ে। মিলান ডার্বিতে জিতলেই শিরোপা-এটা জেনে মাঠে নেমে ১৮ মিনিটেই অ্যাসার্বির গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার। ৪৯ মিনিটে মার্কাস থুরামের গোল ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। ৮০ মিনিটে তোমোরির গোলে ব্যবধান কমায় মিলান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ইন্টারের শিরোপা জয় বিলম্বিত করতে পারেনি। কোচ হিসেবে সিরি আতে প্রথম শিরোপা জিতলেও এর আগে অন্য প্রতিযোগিতায় সাফল্য ঠিকই পেয়েছেন

সিমোনে। খেলোয়াড়ি জীবন শেষে সিমোনে তাঁর কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন লাৎসিওতে। ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত সেখানে তিনি জেতেন ৩টি শিরোপা-দুটি ইতালিয়ান সুপার কাপ, একটি ইতালিয়ান কাপ। ২০২১-২২ মরসুমে দায়িত্ব নেন ইন্টারের। দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম মরসুমেই ইন্টারকে জেতান ইতালিয়ান কাপ। পরের মরসুমে শিরোপাটি ধরে রাখেন তিনি। এ ছাড়া ইন্টারের হয়ে টানা তিন বছর জেতেন ইতালিয়ান সুপার কাপ। ৪৮ বছর বয়সী ইনজাগি নিজের কোচিং ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত যা পেয়েছেন, তা নিয়ে খুশিই। বিশেষ করে ইন্টার মিলানের ডাগআউটে নিজের অর্জন নিয়ে তিনি বেশ সন্তুষ্ট। গতকাল সিরি আর শিরোপা জয়ের পর তিনি বলেছেন, ''তিন বছরে ছয়টি ট্রফি জয় এবং একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল খেলা, এতটা সাফল্য পাওয়ার কল্পনা করা কঠিনই। আপনাকে পুরো তিন বছরকে একসঙ্গে দেখতে হবে। এ বছর আমাদের ভালো কেটেছে। কিন্তু এই জয়ের পথ অনেক লম্বা সময় নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।'' ইন্টারের ডাগআউটে দাঁড়ানো কোচদের মধ্যে একটি অর্জনের ছোট্ট তালিকায়ও নাম লিখিয়েছেন ইনজাগি। মিলানের বিপক্ষে গতকালের জয়টি ইন্টারের ডাগআউটে ছিল সিমোনের ১০০তম। এর আগে ইন্টারের কোচ হিসেবে এই কীর্তি গড়েছেন শুধু চারজন-হেলেনিও হেরেরা, রবার্তো মানচিনি, জিওভান্নি ত্রাপাত্তোনি ও আরপাদ ভেইস।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com